কয়েক টুকরো

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

কালপ্রতিমা
কলকাতা - ৪৮

KAYEK TUKRO

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ

কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, আশ্বিন, ১৪১৬

স্বামী অনঘানন্দ জন্মতিথি

গ্রন্থসত্ত্ব

বিশ্বপ্রেমিক সংঘ

প্রকাশনা

বাসুদেব দেব

কালপ্রতিমা

আশাবরী

এফ ৩ বি ৬৬ এস.কে.দেব রোড,

কলকাতা - ৭০০০৪৮

মুদ্রক

অমিত ব্যানার্জী

টালিগঞ্জ, কলকাতা-৪০

অর্ঘ্য

একশো এক টাকা

স্বামী প্রশান্তানন্দ

শ্রীচরণেষু

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালোবাসায় অভিমানে
- কবিতার কাছাকাছি একা
- বৃষ্টির মেঘ
- আরশি টাওয়ার
- কোজাগর
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি

সূচীপত্র - ১

তোমার জন্যে এই অভিমান ৯ ❑ আমি কথা বলি ১০ ❑ আর লেখা দেখছি না, আবার ফিরে ১১ ❑ মাঝরাতে একটা, তুমি অসুস্থ, এবার সহজ করে ১২ ❑ তুমি এসেছিলে, তোমার জন্যে ১৩ ❑ কোথায় কে জানে ১৪ ❑ ভালবাসতে বাসতে, তোমার কথা লিখতে ১৫ ❑ এই দেখ আমি, আমি আজও, তোমাকে ভালবাসি ১৬ ❑ কি জানি কেন ১৭ ❑ এখন আর কোনো, সমস্ত সংসারের, এক এক সময় ১৮ ❑ এখন সব, শেষ পর্যন্ত, ওই মুখে ১৯ ❑ আমাকে কোনোদিন, তুমি এত, এই যে বিরহ, যেখানে আমার ভাল লাগা, তোমাকে এখন ২০ ❑ আমার অন্য কথা, তোমার জন্যেই, প্রাপ্যের অতিরিক্ত, ভেবেছিলাম অনেক দূরে ২১ ❑ আমি তোমাকে চিনি, বার বার ব্যর্থ ২২ ❑ এই যে আমার, দুঃখে ছিলে ২৩ ❑ তোমার জন্যে ২৪ ❑ আমি জানতাম ২৫ ❑ একদিন সুখের ২৬ ❑ জেনে গেছি ব'লে ২৭ ❑ সিংহের দুধ ২৮ ❑ তোমার জন্যে হাজার বছর ২৯ ❑ এক একটি দিন, কতবার হৃদয় ৩০ ❑ আমি তোমার কথা, তুমি যখন আসতে ৩১ ❑ যতই তোমার কাছে ৩২ ❑ তোমরা এখানে, আমাকে শুধোলে ৩৩ ❑ এ পথের কথা নেই কোনো ৩৪ ❑ সারাদিন ব'সে রইল ৩৫ ❑ আমার জন্মের দিনে, এখনো তোমাকে ৩৬ ❑ মা, তুমি ৩৭ ❑ তোমার কষ্ট, ঢের দিন, সারাদিন দুঃখে, আর ওই নদীতীরে ৩৮ ❑ অনেক কথা আছে, আগুনে করেছি স্নান, অনন্যচিত্তের জন্যে ৩৯ ❑ কতো যে শেখাও, ঈশ্বরকে ছুঁয়ে ৪০ ❑ তোমার সঙ্গে ৪১ ❑ কি হবে লিখে, আজ সত্যিকারের ৪২ ❑ বেকার যুবকের মতো, একমাত্র তোমার কাছে ৪৩ ❑ যেখানে সুখ, এখন বলতে পারি, যে কথা নিজেকে ৪৪ ❑ আমার আনন্দ, কিছুটা বলার ৪৫ ❑ এরা তোমার, কী ক'রে যাই ৪৬ ❑ আমি তো ডাকিনি ৪৭ ❑ যে যায়, আস্তে আস্তে, সবাই গিয়েছে ৪৮ ❑ মধুর, শব্দহীনতায় ৪৯ ❑ আমিও একদিন, আমি প্রকাশের, একটি প্রার্থনাবদ্ধ ৫০ ❑ কখনো মনেই, আমি কি শরীর ৫১ ❑ কাউকে কিছু, আমি লিখবো না ৫২ ❑ সন্ন্যাসী বললেই ৫৩ ❑ তোমাকে জানা হলো না, এবার বন্ধুর বেশে, তখন ৫৪ ❑ মেলায়, আমিও তো ৫৫ ❑ এখন দেখা, এখনো রয়েছে ৫৬ ❑ এখনই কি ৫৭ ❑ তুমি তো কখনো, বাউল নিজস্ব পথে ৫৮ ❑ কি লিখতে ৫৯ ❑ যখনই এসেছো ৬০ ❑ তুমি সব, আমার সমস্ত লেখা ৬১ ❑ তোমাকে দেখিনি ৬২ ❑ যখন পথ ৬৩ ❑ চলো তোমাকে ৬৫ ❑ একদিন যাদের ৬৬ ❑ এমন বেদনা, এ ঘর থেকে ৬৭ ❑ তোমাকে বিশ্বাস ক'রে, মেলায় ভিড়ে ৬৮ ❑ তুমি বেশ ভাল ক'রে ৬৯ ❑ আমি ভীষণ

সূচীপত্র - ২

একলা, আমাকে কি আর ৭০ ❑ এই অভিমান, মাঝে মাঝে ৭১ ❑ এমন কি দেরি, কেউ তো নেই ৭২ ❑ ক'দিন ধরে, এভাবে, আমাকে সবচেয়ে ৭৩ ❑ যেদিকে চাই ৭৪ ❑ কথা ছিল, এই আমি ৭৫ ❑ দুপাশে বিরুদ্ধ ৭৬ ❑ এক এক রাতে, কে কোথায় ৭৭ ❑ মূলতঃ সমস্ত তত্ত্ব ৭৮ ❑ তুমি আগুনের মধ্যে ৭৯ ❑ ঈশ্বরবিশ্বাসী, আমার বালি ৮০ ❑ এই যে দেরি হল ৮১ ❑ সামান্য পতঙ্গ জানে, এই অপমান ৮২ ❑ ঈশ্বরের সঙ্গে, আমাকে শেখাতে ৮৩ ❑ এরকম দিন, যেন কিছুই হয়নি ৮৪ ❑ সে আর আসেনা ব'লে ৮৫ ❑ যে ফুল এখনো, এখন তোমার কাছে ৮৬ ❑ স্বপ্নে দেখি সন্ন্যাসীকে ৮৭ ❑ যেদিকে তাকাই, নামের মাস্তুলে, যেহেতু বলিনি ৮৮ ❑ কোনো কথাই ছিলোনা, আমি জলে ৮৯ ❑ তুমি ছবি থেকে ৯০ ❑ ছবিটা এখনো ৯১ ❑ একদিন ৯২ ❑ গন্ধে ৯৩ ❑ সুদর্শন ৯৪ ❑ তোমার নিকটে ৯৬ ❑ এরকম কথা ছিলো না ৯৭ ❑ তোমার সঙ্গে দেখা, তোমার সঙ্গে যেতে যেতে ৯৮ ❑ যেন যেখানেই, যেদিকে তাকাই ৯৯ ❑ আকাশের মত, কতভাবে যে ১০০ ❑ একদিন খুব ভোরবেলা, কোনো সফলতার সূর্যোদয় ১০১ ❑ হঠাৎ অকারণে, আমার দুঃখের ১০২ ❑ তোমার সঙ্গে টুকরো টুকরো, তুমি কী করে জানলে ১০৩ ❑ একদিন দেখা হলে, আমাকে কৃতাত্মা, এত টুকরো ১০৪ ❑ এই অভিমান ছড়ায়, খুবই কম ১০৫ ❑ আজ তোমাদের, তোমাকে দিতে চাই ১০৬ ❑ মূর্খ ও প্রাকৃতজন, হাজার চেনা ১০৭ ❑ চোখের দিকে, যে লেখায়, আমরা কেউ ১০৮ ❑ এই দৈন্য, আমি যখন, বহুদিন না লেখার, পথ বোধহয় ১০৯ ❑ গার্হস্থ্যের প্রান্তে, সব স্থির আছে ১১০ ❑ অনেক হাত ঘুরে, তখন কেবলই জলে, অভিমানে চুরি ১১১ ❑ জন্মান্ধ বাউল, বহুদিন কেউ ১১২ ❑ তুমি বলেছিলে, ইচ্ছে আছে একদিন ১১৩ ❑ আমার আশ্রম নেই, কখনো কখনো ১১৫ ❑ প্রতিক্ষণ সন্ধিক্ষণ ১১৬ ❑ সারাদিন শুধু, তোমার স্মৃতি নেই ১১৭ ❑ এখনো বুঝিনি, ছিঁড়েছি সহস্র গ্রন্থি ১১৮ ❑ ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, নৈনমূর্দ্ধং ১১৯ ❑ ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং, সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ ১২০

কয়েক টুকরো

কয়েক টুকরো নবম গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর দু হাজার দশ। বাংলা চোদ্দশ সোলোর আশ্বিন, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। স্বামী অনঘানন্দের জন্মতিথি। প্রকাশক : কালপ্রতিমা প্রকাশনী, কলকাতা। প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা দু'শ দুই। স্বামী প্রশান্তানন্দকে উৎসর্গীকৃত।

বইটি আপাদমস্তক ঈশ্বরময়। দুশ দুটি কবিতাই ঈশ্বর বিষয়ক। 'মা' কাব্যগ্রন্থের মতো কোনো কবিতারই নামকরণ নেই। যেন একটিই দীর্ঘ কবিতা। ছন্দ আলাদা, বক্তব্য ভিন্ন, মান অভিমান শরণাগতির তারতম্যে বৈচিত্রময়। আঙ্গিকে, প্রকরণে, ছন্দে, উপমা উৎপ্রেক্ষায় চিত্রকল্পে, আধুনিক শব্দের সচেতন ব্যবহারে স্বতঃস্ফূর্ত কবিতাগুলি ধর্মীয় গাথা হয়ে ওঠেনি। কবিতাই। মানুষী মান, অভিমান, ক্রোধ, হতাশা, আনন্দ, বেদনা, প্রার্থনা সব একটি চরিত্র ঘিরে। আর তা এক সাকার ঈশ্বর। কবিতায় এমন স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতা, এমন বৈষ্ণবী আত্মকেন্দ্রিকতার গূঢ় অভিমান রয়েছে যে এর অশ্রুমুখী শব্দমালা স্পর্শকাতর পাঠক হৃদয়ে এক আশ্চর্য ধ্যানতন্ময়তা ঘনিয়ে তোলে। এক দুর্লভ স্বর্গের ঈশারা জেগে ওঠে। আমরা আনন্দিত হই।

□ আমি চেষ্টা করি ক্রমাগত ওই নাগরিক ভঙ্গিতে বোঝাতে
কিন্তু তুমি স্পষ্ট হয়ে ওঠো।

স্পষ্টই হয়ে উঠেছেন তিনি। আধুনিক নাগরিক মেধাবী কবিত্বের ফন্দিফিকির চাতুর্য দুরূহতার ছলনা ভেঙে তিনি উদ্ভাসিত। জীবনানুভূতির ধারার মতো উপলাহত হয়ে বেজে উঠেছে কলধ্বনি। দুই শতাধিক কবিতাকে, এমন সুদীর্ঘ বর্ণনাকে এক জ্যামিতিক ভারসাম্যে বেঁধে রাখা হয়েছে। এর অনন্যসাধারণ সরলতা ও ঋজুতার সৌন্দর্য মুগ্ধ না করে সরে যায় না। থেমে যায় না। ক্লান্তিকর মনে হয় না কোথাও। অনুভবসিদ্ধ ক্ষিপ্র সততার প্রয়োগে এর চলমানতা হাত ধরে বহু দূর নিয়ে যায়।

□ আত্মঘাতী অন্বেষণে হন্যে হলাম
আর কী তেমন এই আঘাতে বাজতে পারি।

অন্বেষণ আত্মঘাতী হয়নি। আত্মোপলব্ধিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। অন্বেষণ আত্মঘাতী হলে এই মণিময় টুকরোগুলি আমরা পেতাম না। সমস্ত গ্রন্থটি জুড়ে একটি অপেক্ষমান বিনিদ্রবেদন সুর বেজে যাচ্ছে। চিন্ময় কবিসত্তায় জরো জরো কবিতাগুলি জ্ঞানে এবং প্রেমে স্থির। অন্বেষণের শেষে লীলা বিলাসের মানে অভিমানে নিবিড় আনন্দবেদনায়, আত্মব্যাকুলতায়, বিহ্বল কবিসত্তা স্থির হয়েছে। ব্যাপ্তির চেয়ে গভীরতার চাপ বড়ো হয়েছে এখানে। পরিধির চেয়ে কেন্দ্রের। সত্তার মুখোমুখি না হলে এ কবিতা এত মর্মস্পর্শী হত না। আত্মনিবেদনের আন্তরিকতায় ফাঁক থাকলে এই মন্ত্রোচ্চারণগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ত। কিন্তু হয়নি। কবিতাগুলি চিত্তকে স্পর্শ করে, আলোড়িত করে, বিচলিত করে, চোখের জলের জোয়ার এনে দেয়। আত্মদীক্ষায় দীক্ষিত পাঠক ছাড়াও কোলাহলময় নাগরিক চতুর পাঠককেও স্তব্ধ করবে 'কয়েক টুকরো।'

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥
বেণুর্মধুরো বেণুর্মধুরো
পাণির্মধুরং পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥
গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং॥

শব্দের মৃণালে ভর ক'রে
ফুটে ওঠো প্রস্ফুটিত হও।

আমি দেখবো ব'লে জেগে আছি
স্পর্শাতীত ঘ্রাণ নেবো ব'লে
এই বিন্দু বিন্দু জলভার।

ধর্মনিরপেক্ষ শাদা পথে
ফুটে আছে কৃষ্ণরাধাচূড়া।

সত্তার ভিতরে মৌন বীজ।

ফুটে ওঠো প্রস্ফুটিত হও
শব্দের মৃণালে ভর ক'রে।

□

তোমার জন্যে এই অভিমান তোমার জন্যে কয়েক টুকরো
এ ছাড়া আর আমার কাছে কিই বা আছে
স্বল্প স্মৃতি
চোখের জলে ঝাপসা আকাশ শুকনো বকুল শীর্ণ নদী
বিষণ্ণতা বিষণ্ণতা বিষণ্ণতা আকণ্ঠ যার
তার কি কোথাও ফুল ফুটেছে অন্ধকারে নিরভিমান
তার কি কোথাও রোদ উঠেছে মেঘলা ছিঁড়ে সারাটা দিন
তার কি কোথাও গান বেজেছে হৃদয় শিরায়
হে অপমান
তার কি কোথাও যাবার কথা স্বপ্নে ছিল
কেউ কি তাকে
অপেক্ষাতে অপেক্ষাতে অপেক্ষাতে একলা রেখে
আর আসেনি!

দুঃখ তোমার সয়না তোমার কষ্ট সয়না, আনন্দময়
সুখ পাখি রোজ গাছের ডালে জানলাতে গান শোনায় এবং
চামর দোলায় তীর্থ-ফেরৎ সোনার কাঁকন মাথার কাছে
আনন্দ-মেঘ ঘনায় দুটি আয়ত চোখ তোমার চোখে
বৃন্দাবনের শরীরময়ী বন থেকে দূর বনান্তরে
ছোটায় তোমায় উন্মাদিনী
যমুনা সেই যুবতীদের শুদ্ধা প্রেমের মাদক মূর্তি—

আমার এসব কোথায়?
আমি জন্মাবধি ভীষণ দুঃখী।
তোমার জন্যে অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ অনেক কান্না
থেকেই বেছে কয়েক টুকরো
মাত্র কয়েক টুকরো দিলাম।

□

আমি কথা বলি তুমি শোনো
পাগলের মতো বক বক করি
তুমি শোনো

আমি তোমাকে শোনাই
আমার কুয়োর গল্প
ছোট্ট পরিধির জল তার কল্লোল
তার আকার তার আয়তন গভীরতার বর্ণনা
তুমি শোনো

পৃথিবীর প্রতারণার কথা বলি
বন্ধুর আঘাতের কথা বলি
মানুষের অপমানের কাহিনী শোনাই তোমাকে
তুমি শোনো

কার এক চিলতে ভালবাসায়
আয়তন বেড়ে গিয়েছিল আমার
কার সামান্য স্নেহ সারারাত
কান্নায় পরিপ্লাবিত করেছিল আমাকে
তোমাকে বলি
তুমি শোনো

আমি মহামূর্খের মতো
তোমার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে
কতো যে ছোটো করে ফেলি তোমাকে
তুমি পড়ো

প'ড়ে প্রশংসা করো না ব'লে
পাষণ্ডের মতো অভিমানে
দশদিন যাই না

প্রমত্ত কবিকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে
এসব করেছো
আমি নির্ভয় কীটের মতো
তোমার পা বেয়ে উঠে যেতে থাকি
পরম স্নেহে
তুমি দেখো।

□

আর লেখা দেখছি না কেন
লেখা দেখছি না কেন আর?

ঠাসাঠাসি বাসের ভিতর
আনাজপট্টিতে
বিকেলের পথে
চেনা জানা বন্ধুকণ্ঠে
চমকে তাকাই।

কেউ আর লেখা দেখতে পায় না।
এখন যে সব লেখা তোমার।
তুমি পড়ো
আমার অভিমানে
আমার রোরুদ্যমানতায়
নিস্পৃহতায়
অশ্রুবাষ্পময়
শব্দহীন আমার রচনা।

এই যে এত রাতে অন্ধকারে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছি
তুমি ছাড়া কাকে শোনাবো, সখা
পিঁপড়ের পায়ের নূপুর তো শুধু তোমারই জন্যে।

□

আবার ফিরে আসতে হতে পারে
ভেবেই পথে অমন বারে বারে
পিছনে চাই এমন মাথা নিচু

দুপুরগুলি দুঃখী আজীবন
আবার ফিরে আসার লোভে, মন
থাকল পড়ে ছায়ার পিছু পিছু

আকাশে মেঘ বাতাস এলোমেলো
কে ছিল কাছে কে নেই কারা গেল
দেখে না ফিরে অন্ধকার নদী

ফেরার তাড়া যাওয়ার তাড়া দিয়ে
আকাশ নামে মাটির কাছে গিয়ে
ফোটে ও ঝরে ফুলেরা নিরবধি।

□

মাঝরাতে একটা সেতারের বাজনায়
ঘুম ভেঙে যায়
জেগে দেখি
তোমার তারায় ভরা আকাশ।

একটা সুগন্ধ স্পর্শ ডেকে নিয়ে যায় হঠাৎ
গিয়ে দেখি
তোমার জীর্ণ শাখায় ফুটে ওঠা ফুল।

একটা ব্যাকুল করজোড়ের মতো ব্যর্থতা
আমাকে মিনতি করে কত দুপুর
ছুটে গিয়ে দেখি
কেউ নেই কিচ্ছু নেই শুধু হাওয়া।

উৎকণ্ঠায় কান পেতে থাকি
ছুটে ছুটে বাইরে যাই
যদি তুমি ডাকো
যদি তুমি আসো।

□

তুমি অসুস্থ
আমি তোমাকে দেখতে যাইনি

সারাদিন মেঘ ছিল
এলোমেলো হাওয়া

আমি তোমাকে দেখতে যাইনি

সারা পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি

আমি তোমাকে দেখতে যাইনি

□

এবার সহজ ক'রে বলো
স্পষ্ট ক'রে ব্যঞ্জনাবিহীন
দেখ ঢের বেশি বেলা হলো
মেঘে মেঘে চ'লে গেল দিন।

এবার সহজ ক'রে বলো
স্বার্থহীন মাটির মতন
যেমন শিশির টলোমলো
পদ্মের সুগন্ধভীরু মন

আমরা হেঁটেছি বহুদূর
ছেড়েছি অনেক ঘর দেশ
ঢের জন্ম অনেক মৃত্যুর
আত্মইতিহাস অনিঃশেষ

তুমি সাক্ষী একমাত্র, তাই
তাকিয়ে রয়েছি ছলোছলো
কাছে থাকি কিংবা দূরে যাই
আজকে সহজ ক'রে বলো

ভালবাসি, সত্যি ভালবাসি।।

ঘুম না আসা রাতের আকাশ বলেছিল
আজন্ম বহন ক'রে বেড়ানো বেদনা বলেছিল
অনপনেয় কলঙ্ক আর অপমান বলেছিল
বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে ভেসে যাওয়া এ জীবন বলেছিল
তুমি অসুস্থ
তোমার অসুখ

বালকের মতো অভিমান আমাকে তোমার কাছে যেতে দিল না

□

তুমি এসেছিলে
সারা ঘরদোরে সুগন্ধ
জানালায় দরজায় পর্দায় পর্দায় সুগন্ধ
দেওয়ালে মেঝেতে ইঁটে বালিতে সুগন্ধ
আলমারিতে সুগন্ধ জামায় কাপড়ে সুগন্ধ
মোমবাতির শিখায় উঠোনের অন্ধকারে
চিলেকোঠায় চিঠির বাক্সে ছবির অ্যালবামে
ভাতের থালায় জলের গেলাসে ছেঁড়া পাতায়
লেখার কলমে জলের ফোঁটায় সহস্র স্মৃতিতে সুগন্ধ
ভিখিরীর পাঁজরে সুগন্ধ শত্রুর চোখে সুগন্ধ
বন্ধুর ঈর্ষায় সুগন্ধ পবিত্রতায় সুগন্ধ অপবিত্রতায় সুগন্ধ
জন্মে মৃত্যুতে ধ্বংসে সৃষ্টিতে
উল্লাসে হাহাকারে
সম্পদে দারিদ্রে
তোমার সুগন্ধস্পর্শ, সখা।

□

তোমার জন্যে যা কিছু তুলে রেখেছিলাম—
গেটের বোগেনভিলা বাগানের অশোক
বিছানার শাদা চাদর ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস

অধীর বালকের মতো আবেগ চোখের জল
সংশয়ের কুয়াশা দুরধিগম্য দুরন্ত দ্রবীভূত দুঃখ
স্পন্দিত আনন্দ করজোড় দিনান্ত করুণাসিক্ত ধূলিকণা
আমাদের ছেঁড়া ডানা আর্দ্র মুখ দেদীপ্যমান হাহাকার
আর তোমার নাম তোমার নাম তোমার নাম
আজ হাততালি দিয়ে ভীতু পাখির মতো উড়িয়ে দিলাম, সখা
কোনো কিছু রাখলাম না কোনোকিছু রাখলাম না
কখনো এলে দেখবে, কিছু নেই, কিচ্ছু নেই।

□

কোথায় কে জানে ফুল ফুটেছে প্রচুর
সুগন্ধি হাওয়ায় শিহরিত হচ্ছে নদীর জল
স্নিগ্ধ আলোয় স্নান করছে বৃক্ষলতা
শস্যে পরিপূর্ণা বসুন্ধরা প্রকাশিত হচ্ছেন আনন্দে
ছায়াসিক্ত সিঁথিপথে তুমি হেঁটে চলেছো মন্থর।

আকাশ নেমে এসেছে নিচু হয়ে
গাছের শাখাগুলি মৃত্তিকামুখী
শ্যামলতায় ফুলে পরাগে পরিপূর্ণ
তুমি শুয়ে আছ তরুতলে নিঃসঙ্গ
তোমার পা ধুয়ে দিচ্ছে বিশ্বাসপ্রবণ হাওয়া
চরাচরে ঘনিয়ে আছে শরণাগত মৌন।

কোথায় কে জানে খুব রাত হয়েছে
তোমার শোবার ঘরে মশারীর মায়াজাল
জলের চুম্বনে শিহরিত হচ্ছে নদী
ভীষণ কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্যমনস্ক একজন মানুষ।
আমি যখন তোমার হাত নিয়ে খেলা করি
আকাশ মুচড়ে দুন্দুভি বেজে ওঠে
পুষ্পবৃষ্টি করেন দেবতারা
উচ্চারিত হয় ঃ
মধুবাতা ঋতায়তে—
আর নির্বোধের মতো তাকিয়ে থাকে তফাতে

কাকতাড়ুয়ার মতো অপমান
বৃদ্ধ প্যাঁচার মতো দম্ভ
কৃকলাশের মতো ভেদ

তুমি কোনো কথা বলো না কোনো কথা বলো না।

□

ভালবাসতে বাসতে আমার বেদনার অবসান হল।
গোপন সঙ্কেতের মতো প্রায় নিভন্ত মোমবাতি
চূর্ণ চঞ্চল ছায়া ধূপের ছাইয়ের মতো রাত্রি শেষ
আকাশের সৌরভ এখনো মিশে আছে মাটিতে
রোমাঞ্চিত কাঁসাইয়ের বালুতটে দ্রুত নেমে আসছে আলো
পাখিরা ডানা মেলে দিয়েছে আনন্দ-আকাশে
জীর্ণ শাখায় রাত্রির ফুলগুলি ঝ'রে পড়ছে অঙ্গনে
সরোবরে কাঁপছে পদ্মের মৃণাল জলের সর
অনেকদিন পরে অনেকদিনের অবসানে দেখলাম
আমার কিচ্ছু ক্ষতি হয়নি!

□

তোমার কথা লিখতে আমার সামান্য পুঁজিতে কুলোয় না।
সুখের পায়রা তুমি, গরীব মানুষের জন্যে নও।
আমি কৃষ্ণদাস কবিরাজ নই, বাসুদেব সার্বভৌম নই।
তোমার কথা আমার শীর্ণ ডালে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে
ঝ'রে যায়
শ্রবণহীন মূক স্বপ্নে মহিমময় হয়ে ওঠে
মিলিয়ে যায়
তৃণ হতে তারায় ব্যাকুল চাহনির মতো লেগে থাকে
লেগেই থাকে
তোমার বাঁ হাতের আঙুল নিয়ে আমি ব'সে থাকি অন্যমনস্ক
সুমধুর বিষাদে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে স্রোতোহীন কাঁসাই।

□

এই দেখ আমি বিশ্বাস এককণা
রেখেছি আমার করপুটে তাই কিছু
আমাকে টলাতে পারে না, মৃত্যু-মনা
এ জীবন ঘোরে অহেতুক পিছু পিছু।
এই দেখ আমি খেয়েছি কঠিন বিষ
টলে না আমার গা হাত পা মাথা, ঠিক
চলেছি, গ্রীষ্ম বর্ষা শীতের শিস
আমাকে তাকায় আমাকে নির্নিমিখ।

□

আমি আজও ঈশ্বরের বিষয়ে কিছুই
বুঝতে পারিনি।
তবু তাঁর কথা বলি। তবু তাঁকে যেখানে সেখানে
দেখবার চেষ্টা করি। এর মধ্যে ওর মধ্যে তাঁকে
বৃথাই আরোপ করি।
তিনি জগন্নাথ মূর্তি হয়ে
বলেন : আমার হাত নেই
আমি পদহীন
কাঠের শরীর
অশ্রুহীন নিষ্পলক—
তবু দেখি, বাছা।

□

তোমাকে ভালবাসি ব'লে রচনা করতে পেরেছি এই কবিতা
এর প্রতিটি বর্ণ ডুবিয়ে নিয়েছি আমার রক্তে
এর প্রতিটি অক্ষরে আমার স্নায়ু শিরা উপশিরা প্রাণ
এর চিত্রকল্পে প্রতীকে আমার গভীর গোপন মুহূর্তের নিবিড়তা
এর ছন্দে ছন্দোহীনতায় ব্যঞ্জনায় আমার সজল শীর্ষদেশ।
তোমাকে ভালবাসি ব'লে এই কবিতার রাত এত আনন্দের

এত গান এত সুর এত রহস্যময়তা এত অফুরন্ত আনন্দ-রস
তুমি পান করো সখা, অঞ্জলি ভ'রে তুমি পান করো আমি দেখি
তুমি নাও তুমি গ্রহণ করো আমার সর্বস্ব আমি
সহস্র চোখে দেখি তোমার স্নান পান ভোজন বিহার
তুমি ঘুমোও, ক্লান্ত শ্রান্ত তুমি ঘুমোও, আমি জেগে থাকি করজোড়।
তোমাকে ভালবাসি ব'লে এই উপাস্য উন্মাদনা এই স্বর্গীয় ব্যভিচার
তোমাকে ভালবাসি ব'লে এই জ্যোতির্ময় পাপ এই দেবভোগ্য অনাচার
তোমাকে ভালবাসি ব'লে এই অগ্নিশুদ্ধ কাম এই কল্মষ রতিক্রীড়া
অশাস্ত্রীয় এই হোম অসামাজিক এই আনন্দ-যজ্ঞ।
শুধু তোমার জন্যে এই শ্লোকমালা শুধু তোমার জন্যে শুধু তোমার
তুমি ভক্ত নও তুমি জ্ঞানী নও তুমি প্রেমিক নও তুমি যোগী নও তুমি
ধুলো বালির পৃথিবীর কেউ নও, তুমি তুমিই, তোমাকে
কেউ জানেনি, কেউ জানে না, কেউ জানবে না সখা, কেউ
তুমি আমার সর্বস্ব নাও গ্রহণ করো বর্জন করো আমার সর্বস্ব
আমি তোমার জন্যে এই দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে আছি এত মহিমান্বিত অপেক্ষায়

□

কি জানি কেন তোমাকে সখা ভাবতে ভালো লাগে আমার
ভাবতে ভালো লাগে, আমরা হাত ধ'রে হেঁটে চলেছি
পথে পথে ধুলোবালির ঝোড়ো হাওয়া
পথে পথে ছেঁড়া পাতার ঘূর্ণী
খানাখন্দ পাথর কাঁটালতার ঝোপ ঝাড়
গ্রীষ্মের লু শীতের চাবুক বর্ষার ধারাপাত
আমাদের কিছুই স্পর্শ করছে না
                    তোমার হাত ধ'রে হেঁটে চলেছি আমি
                    আমার হাত ধ'রে হেঁটে চলেছ তুমি
এক সময় দিন ফুরিয়ে গেল রাত ফুরিয়ে গেল মাস
বছর ফুরিয়ে গেল যুগ—
তোমার কথা শুনছি আমি আমার কথা শুনছ তুমি
কিংবা কেউ কিছুই বলছি না
সামনে প্রসারিত আনন্দ-নিবিড় পথ
পিছনে প্রসারিত আনন্দ-নিবিড় পথ
আবৃত ক'রে রেখেছে আমাদের
                    মৌন নীল আনন্দ-আকাশের সুদূর

□

এখন আর কোনো দুঃখ নেই তুমি আসো না ব'লে
রোজ ভোরবেলার বাতাস সুগন্ধ বহন ক'রে আনে তোমার
সকালবেলার রোদ্দুরে ছড়িয়ে থাকে তোমার উত্তরীয়
গোলাপের কুঁড়ি থেকে সারাদিনের ফুটে ওঠায় তুমি
গোধূলির রক্ত-মেঘের আভায় তোমার রক্তচমকিত হাসি
জলে ঝড়ে ধুলোয় বালিতে তৃণে তারায় তোমার করুণায়
পরিপ্লাবিত তোমার সত্তা তোমার আনন্দ তোমার পূজা
কোথাও দুঃখ নেই কান্না নেই বিরহ নেই
কোথাও হাহাকার নেই বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন আকাশ নেই
শুচি অশুচি নেই ভালোমন্দ নেই পাপ পুণ্য নেই

□

সমস্ত সংসারের অজস্র পথরেখা একই দিকে চ'লে গেছে স্বচ্ছন্দে
কোথাও আসক্তি নেই কোথাও বন্ধন নেই দারিদ্র নেই
কেউ কিছু নিয়ে যেতে আসেনি দিয়ে যেতেও না কিছু
কারো কিছু নেই, সখা, কোথাও কিছু নেই তুমি ছাড়া
এই যে সকালে অনেক পুরনো অথচ চিরনতুন কথা হচ্ছে তোমার
এই আনন্দ আমাকে তোমার তৃণের মতো সতেজ ক'রে রাখে
তোমার ধূপের মতো সুগন্ধে নিঃশেষ করতে থাকে
তোমার অনন্ত পারাবারের তরঙ্গ ক'রে দুলতে থাকে সারাজীবন।

□

এক এক সময় বিহ্বল হ'য়ে পড়ি।
মুহূর্তগুলি গ'লে যায়, আমি ধ'রে রাখতে পারি না।
শাদা শৈশবের স্মৃতি আকাশের মতো উদাসীন।
নীল কৈশোরের স্মৃতি রোদ্দুরের মতো নির্লিপ্ত।
রক্তিম যৌবন গৈরিক উত্তরীয় ছুপিয়ে নিয়েছে।
পাথরের সিঁড়ি পাথরের সিঁড়ি পাথরের সিঁড়ি
আমার পা ভারি হয়ে যায় মাথা টলে যায়
চারপাশে অনন্ত চারপাশে তোমার
হাসির ঢল।

□

এখন সব স্তব্ধ হয়ে আছে, রাত্রি কি একাগ্র!
এখন অপেক্ষা করার সময়।
যে কোনো মুহূর্তে
দপ ক'রে জ্ব'লে উঠতে পারে আলো
যে কোনো মুহূর্তে
ফেটে যেতে পারে আনন্দের আবরণ
যে কোনো সময়
আব্রহ্ম স্তব্ধ
ছড়িয়ে যেতে পারে
আনন্দসত্তা।
এখন
পাতা পড়লে
ঝনঝন ক'রে বেজে ওঠে চরাচর
জ্যোৎস্নায় গ'লে যায়
অনাহত ধ্বনি
তৃণ থেকে তারায়
অপার্থিব মৌন।
শুধু পাথরের বেদীতল থেকে
উঠে আসা বাষ্প
উদ্‌গত বাষ্প
কি শব্দহীন আচ্ছন্নতায়
সজল করে
তোমার মুখ।

□

শেষ পর্যন্ত কেউ কাছে থাকল না
শেষ পর্যন্ত কিছুই কাছে থাকল না
একা তোমার অনিঃশেষ নীলে ডুবে আছি।
রাস্তায় হর্ণ বাস ট্রাক রিক্সা স্রোত

□

ওই মুখে লেগে আছে মেঘ
ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টি এলোমেলো
ভেজা ডানা রাত্রির উদ্বেগ
হাহাকার : কে এলো কে গেলো!

ওই চোখে লেগে আছে ভয়
ব্যাকুল জলের ছায়াখানি
মুগ্ধবোধপীড়িত সময়
সবিস্ময় : কি জানি কি জানি!

ওই চোখ মুখের আড়ালে
যে পোড়েনা ভেজেনা কখনো
পলক ফেলেনা কোনো কালে
দেহ চিত্ত বৃত্তি নয় মনও

তার সঙ্গে পরিচিত হই
যে আমি সে এই আমি নই।।

দরদামের কোলাহল ওঠে ঘরে বাইরে
খরায় জ্বলা মাঠ বানে ভাসা গ্রাম শস্যে শিহরিত হেমন্ত
পোকায় কাটা কুঁড়ি অঞ্জলিবদ্ধ তৃপ্তি
সব আমার প্রণাম সব তোমার তরঙ্গ
শেষ পর্যন্ত আমি তোমার অন্তহীন অপেক্ষা।

□

আমাকে কোনোদিন ভণ্ড কোরো না।
বরং পাপী কোরো পরিতাপী কোরো
জড়বুদ্ধি বা নাস্তিক।
যেন কোনদিন তোমাকে না ভালবাসি
তবু ভালবাসার ভান না করি।

□

তুমি এত ভালবাসো যে আমি থৈ পাই না
তুমি এত ভালবাসাহীন যে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়ি
একই সঙ্গে তুমি এত রকমের যে
ওরা আমাকে উন্মাদ বলে।

□

এই যে বিরহ
এই তোমার স্পর্শ।

□

যেখানে আমার ভাললাগা
যেখানে আমার মন্দলাগা
যেখানে আমার গ্রহণ
যেখানে আমার বর্জন
যেখানে আমার পুণ্য
যেখানে আমার পাপ
যেখানে আমার প্রেম
যেখানে আমার ঘৃণা

□

তোমাকে এখন ফেলে দিতে হবে সব
তোমাকে এখন মেলে দিতে হবে সব
দেখ কি শান্ত থেমে গেছে কলরব
আকাশ নেমেছে তুলে নিতে সৌরভে

যত ভুল ভয় অপরাধ অবসাদ
ব্যথিত কোমল শিকড়ের প্রতিবাদ
প্রারব্ধ-নীল কলঙ্ক অপবাদ
ফোটাতে তারায় তারায় কি সৌরভে।

এখন গোধূলি এখন হয়েছো একা
ব্যথিত উপুড় উপর্যুপরি লেখা
ভেসে যায় যেন অরুণবর্ণ রেখা
একটি কলুষনাশিনী নদীর জলে

এখন এমন স্তব্ধতা মনোহীন
সামরস্যের স্পন্দিত রাত দিন
ত্রিমাতৃকায় তুরীয়বিন্দু লীন
ভালবাসো তবু লোকায়ত কৌশলে!

সেখানেই তুমি
সেইখানেই তোমার জয়

□

আমার অন্য কথা বলার সময় নেই ভাই
এক সূর্য অস্তমিত প্রায় এক সূর্য উদীয়মান
এ এক অদ্ভুত সন্ধিকাল
তুমি একটু শান্ত হয়ে চুপচাপ ব'সো—
আমি আমার সখার সঙ্গে কথা বলছি।

□

তোমার জন্যেই রচনা করি ওই বনভূমি
তোমার জন্যেই বিষাক্ত লাল পাতা
লতাগুল্ম আদিম জন্তুর ঘোরাফেরা
তোমার জন্যেই উন্মোচন করি রহস্য
পান করি বিষ বিদ্ধ হই বল্লমের ফলায়
তোমার সুখের জন্য আমার যজ্ঞধূম
এত আগুন ঋর্ণাকেশর সমিধভার
উঠে আসে এই শ্লোক এই বেদ এই রাত্রিসূক্ত।

□

প্রাপ্যের অতিরিক্ত দিয়েছো আমাকে
পথে পথে যার ঘুরে বেড়ানোর কথা
তাকে দিয়েছো ক'খানা ইঁটের ঘর
রোদ্দুরে বৃষ্টিতে ভেজার কথা যেখানে
সেখানে দিয়েছো পশম কার্পাস
শরীরের পিপাসার পর্যাকুল তৃপ্তি
সব ছাপিয়ে
রহস্যময় হাহাকারে ভরিয়ে দিয়েছো
এক চিলতে জীবন

□

ভেবেছিলাম অনেক দূরে চলে যাচ্ছি।

খোলা মুঠি

এই দেখ দুপুরের পথ
এই দেখ বিকেলের ছায়া
নদীর কিনারে নিচু জবা
আমি কিছু রাখিনি মুঠোতে

ভালবাসা, তোমাকে এখন
বলো, দিয়ে যাব কার হাতে
কোথায় সে সোনার পিঞ্জর
বলো, নীল নিবিড় আকাশ

আমি আর লিখবোনা নাম
আমি আর বলবোনা নাম
আমি আর নেবোনা যে নাম
ও গোধূলি, ও রক্ত গোধূলি

এই দেখ দুপুরের ক্লাস
এই দেখ বিকেলের সিঁড়ি
দেবদারু শিরিষ সেগুন

আমি কিছু রাখিনি মুঠোতে।

শ্লোকোত্তরা

কোনো কোনো কবি কবন্ধকৌতুকে
কালিমাখা হাত রেখেছিল একদিন
তুমি সে লজ্জা ধুয়ে ছিলে মনোদুখে
কে যেন লেখেনি শোধ করে দিতে ঋণ

কোনো কোনো কবি কুৎসিৎ ইঙ্গিতে
রেখে গিয়েছিল অপঘাত অপমান
তুমি সে গ্লানিও দুটি হাতে মুছে দিতে
সবুর করোনি ঃ পৃথিবীর সম্মান

কোনো কোনো কবি খেয়েছে তোমাকে ছিঁড়ে
দাঁড়িয়ে দেখেছে সেই সব কেউ কেউ
তুমি সে রক্তক্ষত চেপে রাতে নীড়ে
আলাপ করেছো অলখ এস্রাজেও

দেখেনি ওমুখ আজীবন কোনো কবি
শুধু শুধু তার শব্দে ছন্দে ভরা
অর্বাচীনের মতো দিন রাত সবই
তুমি ভুলে যাওয়া প্রতিভা শ্লোকোত্তরা

তোমাকে লুকিয়ে

তোমাকে লুকিয়ে এই ক'টি
সুখ দুঃখ রেখেছি এখনো
এ সংসার এ নতুনচটি
প্রাকৃতিক কয়েকটি বন্ধনও।

জানি সব দিয়ে যেতে হবে
তবু নামে কয়েকটি শিকড়
তবুও দু'একটি পরাভবে
প'ড়ে থাকে ছেঁড়া পাতা খড়।

ঝ'রে গেল একটি একটি ক'রে
এখন কিছুনা। শুধু হাওয়া
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ এ অম্বরে
মেঘে মেঘে আছে সব ছাওয়া।

যৎসামান্য রেখেছি লুকিয়ে
তুমি লুব্ধ নিষ্পলক চোখে
দেখছো! যেতেই হবে দিয়ে।
আপাততঃ ভালোবাসি ওকে।

যেতে যেতে

যেতে যেতে চোখে প'ড়ে যায়
লজ্জায় কুয়াশা এসে ঢাকে
সংকোচে গুটিয়ে যায় হাওয়া
ব্যথিত বিষণ্ণ বৃষ্টি কাঁপে
শুধু উদাসীন সারাদিন
চুপচাপ কিছুই বলেনা

যেতে যেতে মনে পড়ে যায়

পথের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা
জল—এই পৃথিবীর নয়
পথের ধুলোয় কণা কণা
সোনা—এই পৃথিবীর নয়
মণিময় বালিতে বালিতে
ভালবাসা—পৃথিবীর নয়

যেতে যেতে কি ব্যাকুল ডাকে!

আমাকে তোমাকে আর তাকে!

□

আমি জানতাম।
যখনই তুমি অহেতুক করুণায় আলোকিত করেছিলে
আমার শীর্ণ মুখ জীর্ণ পাঁজর
ভাঙা দেওয়াল ক্ষয়ক্ষতি লাঞ্ছিত সংসার
তখনই
আমি জানতাম
তুমি চলে যাবে।

আমি জানতাম।
যখনই আমার হাসি আমার কান্নার মাঝখানে
ফুলের গন্ধের ঘূর্ণী আমাকে
ডুবিয়ে দিত এক গলা শান্তিতে
শীর্ণ শাখায় সেতার বাজাত
একটা বাউল পাখি
তখনই
মেঘের মতো ভারি হয়ে উঠত আমার বুক
আমার মনে হত
তুমি থাকবে না।

আমি জানতাম।
যখনই আমার চোখের আকাশে বইত
তোমার যমুনা
আমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তোমার ধেনু চলাচল
অপেক্ষার দুপুর আহত জন্তুর মতো
ঘুরিয়ে মারত আমাকে পথে পথে
এক সময়
ধড়াস করে উঠত বুক
যেন তুমি
পা রেখে চলেছ চোরাবালিতে
তোমাকে হারাবো।

□

আমি জানতাম।
যখনই তুমি অহেতুক করুণায় আলোকিত করেছিলে
আমার শীর্ণ মুখ জীর্ণ পাঁজর
ভাঙা দেওয়াল ক্ষয়ক্ষতি লাঞ্ছিত সংসার
তখনই
আমি জানতাম
তুমি চলে যাবে।

আমি জানতাম।
যখনই আমার হাসি আমার কান্নার মাঝখানে
ফুলের গন্ধের ঘূর্ণী আমাকে
ডুবিয়ে দিত এক গলা শান্তিতে
শীর্ণ শাখায় সেতার বাজাত
একটা বাউল পাখি
তখনই
মেঘের মতো ভারি হয়ে উঠত আমার বুক
আমার মনে হত
তুমি থাকবে না।

আমি জানতাম।
যখনই আমার চোখের আকাশে বইত
তোমার যমুনা
আমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তোমার ধেনু চলাচল
অপেক্ষার দুপুর আহত জন্তুর মতো
ঘুরিয়ে মারত আমাকে পথে পথে
এক সময়
ধড়াস করে উঠত বুক
যেন তুমি
পা রেখে চলেছ চোরাবালিতে
তোমাকে হারাবো।

আমি জানতাম।
একদিন আমার দুঃখে সমস্ত ফুল ছড়িয়ে ফেলবে সুগন্ধ
একদিন আমার বেদনায় সমস্ত গান পৌঁছে যাবে তোমার গলায়
একদিন আমার ব্যর্থতায় দুলে উঠবে মন্দিরের ছায়া
একদিন তোমার ভালবাসার জন্যে সমস্ত আকাশ মুচড়ে
ব্যাকুলতা বাজবে
এইসব আমার মনে হত আর
নির্বন্ধের মতো যেন কেউ বলে উঠত
তুমি আসবে না।

□

একদিন সুখের ফুলে ফলে ভ'রে দিয়েছিলে বাগান
একদিন দুখের আগুনের মালা পরিয়ে দিয়েছিলে গলায়
আবার বিছিয়ে দিয়েছো কার্পেট
জয়পত্র পুরস্কার
এভাবেই চলেছে তোমার চালাকি।
আমি যেন কিছুই বুঝিনা!
এবার একটা বোঝাপড়া ক'রে নেবার সময়
আমার ভালো লাগেনা এই সব রহস্য
মাথায় ঢোকেনা এত তত্ত্ব-তথ্য
আকাশে মেঘ করলে আমার এখনো ভীষণ ভয় করে
জোৎস্নার ঝাউগাছ ফিস ফিস ক'রে চমকে দেয়
শূন্য ঘরে সহসা ধড়াস করে ওঠে বুক
আমার তেমন লোকবল নেই বান্ধবল নেই
আশ্রয়ও না
চিরদিন ঠিকানাহীন আমার পথ
ঘুরে ঘুরে মরে
তুমি এবার স্পষ্ট ক'রে বলো ঃ
আমি এদের কেউ নই কেউ নই কেউ না

□

জেনে গেছি ব'লে এই আলস্য
এই শুয়ে থাকা
লাল বলের মতো প্রান্তরে গড়িয়ে দেওয়া সূর্য
নীল উলের মতো জঙ্গলে গড়িয়ে দেওয়া চাঁদ
জেনে গেছি ব'লে
বন্ধুদের বিলীয়মান স্মৃতি
যে কোনো করাঘাতে নিস্পৃহ দরজার অশান্তি
আগুনচোখ বরফচোখ মানুষের
সারি সারি মুখোশ
তুবড়ানো টিনের বাটি হাতে প্রতিভার এত মিছিল
জেনে গেছি ব'লে
তোমার গায়ে যারা ধুলো দেয়
তোমাকে যারা অপমান করে
তাদের সঙ্গে রগুড়ে হাসির গমকে ফষ্টি নষ্টি করি
জেনে গেছি ব'লে পাথরে পাথরে রক্তচলাচল
গাছে গাছে রুদ্ধশ্বাস তৃণে তারায় আলোড়ন
ফেলে আসা গ্রামের করোটি কঙ্কালে
উদ্বাস্তু শহরের আতঙ্ক
পথে পথে এত ছাই জয়পত্র ইস্তাহার
আর আমার না শোয়া বিছানা
আধপড়া বই
না লেখা কাগজ
অপেক্ষমান অতিথি
অসম্পূর্ণ ছন্দ
জেগে গেছি ব'লে ছিটকিনিহীন দরজা জানলা
এই কৌতুক-আকীর্ণ-ভ্রমণ
ভালবাসার বেলাভূমিতে এত আদি অবসানহীন
ঢেউয়ের লুটোপুটি
বহু দূরে খুব কাছে
তোমার সজলনীল হাসির স্পর্শ

□

সিংহের দুধ মাটির পাত্রে থাকে না, পাত্র ফেটে যায়
সিংহের দুধ ধারণ ক'রে রাখতে পারে সোনার পাত্র।
তেমনি আমার ভালবাসা।
যে বন্ধুর জন্যে সর্বস্ব দিয়েছি না ঘুমিয়ে কেঁদেছি সারারাত
পাঁজর গুঁড়িয়ে চলে গেছে সে একবারও না তাকিয়ে
যার জন্যে অপেক্ষায় অপেক্ষায়
পিঠ পেতে নিয়েছি শীত গ্রীষ্ম
নির্বিকার ওদাসীন্যে শিস দিতে দিতে সে চলে গেছে
যার জন্যে আমার অর্ধভুক্ত খাবার পরিত্যক্ত বিছানা
শতচ্ছিন্ন বিষাদ
তার হাসিতে ঝ'রে পড়েছে গাছের পাতা
ভেঙে পড়েছে যেন কাঁচের হৃদয়
বৃথাই অর্পণ করেছি এই ভালবাসা পৃথিবীতে
ধুলোবালির পৃথিবী পাঁকে পঙ্কিল পৃথিবী মাকড়া পৃথিবী
তোমার সোনার পাত্র কোথায়?
লোভী পাপী ক্ষুধার্ত স্বার্থান্ধ পূতিগন্ধময় পৃথিবী
কোথায় সেই সোনার পাত্র?
আমাকে কেন এখানে নিয়ে এলে, সখা
কেন এলে তুমি? কেন অসাড় ক'রে রাখলে না
নির্বিকার ক'রে রাখলে না
দুঃখের আনন্দের ওপারের
শুকনো জ্ঞানী ক'রে?
হৃদয়হীন তাত্ত্বিক আনন্দে সুখে থাকতাম কেমন।
তোমার ধুলো তোমার পঙ্ক তোমার পাপ পরিতাপ
তোমার বীভৎস অন্ধকারের এই বেদনা
আমি তো উপেক্ষা করিনি, সখা!
আমি তো উপেক্ষা করিনি
পাঁজর গুঁড়িয়ে যাওয়া বন্ধুকে
ফেলে চ'লে আসিনি সেই আঘাত আর অপমান
ফিরিয়ে দিইনি অমর্যাদার ধুলো অবজ্ঞার অন্ধকার
কাম ক্রোধ লোভ মোহান্ধ পৃথিবীর ভিক্ষাপাত্রে
তুলে দিয়েছি আমার সর্বস্ব!

হে সুন্দর, তুমি ভয়াল হয়ে কেন আসো?
হে সুন্দর, তুমি সুদুরাচার হয়ে কেন আসো?
তোমার ওই বীভৎসতা সইবার শক্তি যে আমার নেই।

□

তোমার জন্যে হাজার বছর যে তুষারগুহায় ব'সে আছে
একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে সারা জীবন
সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে পঁচাশি বছর
পিঠের চামড়ায় লোহার কাঁটা ফুঁড়ে ঘুরছে অবিরাম
আগুন খাচ্ছে কাঁচের ফলা বুকে বিঁধছে
তোমার জন্যে চোখে বিদ্ধ করছে তপ্ত শলাকা
ভাসিয়ে দিচ্ছে সমূহ সংসার সর্বস্বান্ত হচ্ছে
যে তোমার জন্যে কোনোদিন ছুঁয়ে দেখল না নারী
তাকিয়ে দেখল না গোলাপের রক্তিম
রক্ত গোধূলির আলো যাকে শিহরিত করল না
শুধু তোমার জন্যে অন্ধ শ্রবণহীন মূক বেদনায় যার
অন্ধকারের পর অন্ধকার বুকে পাহাড় হয়ে উঠল
বুক থেকে গলায় গলা থেকে চিবুকে
ছাপিয়ে উঠল সর্বস্বান্ত স্রোত
শুধু তোমার জন্যে শুধু তোমার জন্যে শুধু তোমার জন্যে
যার কোনো পরিণাম সে দেখতে পেল না সারাজীবন
হে বন্ধু, তুমি তাকে উপেক্ষা ক'রে তার দিকে
একটিবার না তাকিয়ে
ও কার কাঁধে হাত রেখে হেঁটে চলেছো?
ও কার চোখে চোখ রেখে রহস্যময় হাসি হাসছ?
ও কার জন্যে বসে আছো মমতায় রোদ্দুরে জলে ঝড়ে?
ওই ভয়াল সুদুরাচারকে তোমার এত আদিখ্যেতা!
যে তোমার গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল ধুলো
যে তোমার গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল অপমানের কালি
যে তোমার পথে বিছিয়ে রেখেছিল কাঁটা।
হে আমার দুর্জ্ঞেয় সুন্দর
আমার বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত করো
না হলে যে আমি পাগল হয়ে যাবো।

□

এক একটি দিন খ'সে যায়
নিষ্পত্র হতে থাকে জীবন।

কেউ কেউ ডুকরে কেঁদে ওঠে
কেউ কেউ পাশ ফিরে ঘুমোয়।

এক একটি আয়ুর পাতা ঝ'রে যায়
আর হিমে নীল হয়ে আসে জীবন।

কেউ কেউ ছিঁড়ে খুঁড়ে বেজে ওঠে
কেউ কেউ ঘুমোয় অসাড়।

নিষ্পত্র হতে থাকে জীর্ণ গাছ
কুয়াশায় ঢেকে যায় চরাচর।

তোমাকে দেখতে পাই না কোথাও।

□

কতবার হৃদয় ভেঙে খান খান করেছো।
কতবার গুঁড়িয়ে দিয়েছো মন।

তবু যাই।
গিয়ে বসি।
আমাদের কোনো কথা নেই।

ভাঙা হৃদয় গুঁড়োনো মন শতচ্ছিন্ন ডানা।

তবু যাই
গিয়ে বসি
বসেই থাকি

যখনই ভাবি এবার বোধহয় আমার
পালাবদল হল
তখনই মান্ধাতার সেই ধূসর পাখিটা
শিস দিয়ে ডেকে উঠে
আমাকে আমূল চমকে দেয়।

যখনই ভাবি এবার ছন্দ ভেঙে বোধহয়
আমার মুক্তি হল
তখনই ঠিকানাহীন আমার পরিধি
সঙ্কুচিত ক'রে তুমি
ফুল হয়ে ফুটে ওঠো
আমার ভাঙা টবে।
যখনই মনে হয়েছে এই পথ—এই-ই পথ
তখনই দিগ্বিদিকে সহস্র রাস্তা ছুটে যায়
হাজার হাজার নিশান পত পত করে
পাগল হবার মতন অলিগলিতে
তোমার ব্যস্ততা
আমূল প্রোথিত ক'রে দাঁড় করিয়ে রাখে আমাকে।

□

আমি তোমার কথা লিখব, সখা।
আমার মতো আরো অনেকেই লিখবে।
তোমাকে নিয়ে বই লেখা হবে অনেক।
কিন্তু কোথাও লেখা থাকবে না
কেউ লিখবে না
(জানে না বলেই)
আমিও লিখব না
(জানি বলেই)
সেই তারাদের নেমে আসা
সেই চৈত্রের আনন্দ-আহত প্রহর
সেই অনন্তসম্ভব রাত!

□

তুমি যখন আসতে আমাদের বাড়ী
আমাদের পাড়ায় সমস্ত আলোগুলো জ্ব'লে উঠত
নিশান দুলিয়ে দিগ্বিদিকে ছুটত ট্রেন
ফাঁকা মাঠে তাঁবু গেড়ে বসত সার্কাস

বড় বড় বাক্স নিয়ে আসত ম্যাজিকঅলা
সখের অপেরার বাঁশিতে ঘুম আসত না কারো
মাঝরাতে ঝাঁক বেঁধে কোলাহল করত পাখিরা।
তুমি যখন আমাদের বাড়ীতে থাকতে
আমরা তোমাকে পাইনি।
                    বোগেনভিলার লাল
মধুমালতীর শাদা দুপরের আকাশের নীল
তোমার চোখের গহন নীলিমায় ভিড় করত
হাতজোড় ক'রে ছায়া নিয়ে আসত ঝাউ
খঞ্জনি বাজাত ইউক্যালিপটাস করতাল নিয়ে
                              নেমে আসত বৃষ্টি
আর গভীর রাতের তারায় তারায় আলোড়িত হত
আমাদের অভিমান।
তুমি যখন আমাদের ছেড়ে চলে গেছ
আমাদের শূন্য সংসার অশ্রুর বন্যায় তোমার
                    গমন পথের দিকে আমাদের
                    ভাসিয়ে নিয়ে যায় বারোমাস।

□

যতই তোমার কাছে যাই ততই তুমি দূরে থাকো
তোমার সঙ্গে দেখা হয় না
এক একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে যায় আমাদের।
               সেদিন হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে
               অশ্রুবাষ্পময় ব্যাকুলতায় দুলে ওঠে সংসার
আমাদের জন্ম মৃত্যুর পরপারে
তোমার স্পর্শাতীত কাছে
                    এক একদিন হঠাৎ চ'লে যেতে পারি।
বাকি বারোমাস নিত্যদিন অভাব আর সংশয়
                              আর ধুলোবালি।

□

তোমরা এখানে কোলাহল কোরোনা।
শব্দে শব্দে শব্দে আমি পাগল হতে চলেছিলুম।
আমি তো কিছু চাইনা তোমাদের
মঞ্চে জায়গা তীব্র আলোর অংশ গমগমে গলায়
বলার অধিকার
তবে কেন লোকালয় গড়ে তোলো এখানে
সার্কাস বসাও ম্যাজিক আনো রাজ্য সম্মেলন করো?
আমি কতদিন গ্রামে যাইনি
আমি কতদিন স্নান করিনি সরোবরে
গান করিনি নদীর পাড়ে শিমূলের ছায়ায়
আমার বিছানায় ধুলো থালায় আধখাওয়া খাবার
না পড়া বই অসমাপ্ত পংক্তি
অপেক্ষমান ঠকে যাওয়া কত সাধারণ মানুষ।
তোমরা এখানে কোলাহল কোরোনা।
ফুল যেমন নিঃশব্দে ফুটে ওঠে শাখায়
গান যেমন নিঃশব্দে কণ্ঠে কাঁপতে থাকে মাঝরাতে
নীরবে কাহিনী শুনিয়ে যায়
রক্ত প্রান্তরের তরঙ্গমালা
আমার গ্রামের পুকুরে পদ্মের পাতায় যেমন টলমল করে
দেবতাদের অশ্রুবিন্দু
সেই রকম নিচু গলায় কথা বলতে চাই আমি।
এখন আমার সখা এসেছেন—
তোমরা এখানে কোলাহল কোরোনা।

□

আমাকে শুধোলে আমি বলব দেখা হয়েছিল।
আমি তো পথিক।
অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয়।
এমনকি মেঘ পর্যন্ত ভেসে যেতে যেতে
থমকে দাঁড়ায়
বলে, কোথায় এদিকে কোথায়?

শীর্ণ ডালপালা নাড়িয়ে অভিবাদন জানায় সিসু।
ব্যর্থতা ছড়িয়ে হেসে ওঠে প্রসন্ন গ্রাম।
একবেলা থেকে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে
নিঃসঙ্গ শাদা নদী।
আমাকে শুধোলে আমি বলব দেখা হয়েছিল।
আমি তো পথিক।
আমি তাকে চিনি।
সে আমাকে বিপজ্জনক নদী পার করে দিয়েছিল।
পথ দেখিয়ে দেওয়া তার উত্তোলিত নির্ভার হাতের কথা
আমি ভুলিনি।

□

এ পথের কথা নেই কোনো
কাহিনীবিহীন দিন রাত
তবু নির্দ্বিধায় দুটি হাত
আজীবন পাতে করতল।

■

চোখে চোখ পড়ে, কাঁপে জল
চোখে চোখ পড়ে, কাঁপে মাটি
ধূ ধূ দিক দিগন্তসম্বল
হৃদয় বলে কি সে কথাটি?

■

হৃদয়ের কথা বলে কেউ—
বাতাসে আভাস লেগে কাঁপে
এ জীবনে এই মরণেও
প্রেম আর অপ্রেমের তাপে।

■

আমাদের কোনো স্মৃতি নেই
সায়ন্তন বিষাদ কেবল
আমাদের বিস্মৃতিও নেই
গ্লানিহীন শুধু অশ্রুজল।

■

দেখিনা কখনো সোজাসুজি
অনুভবে মনে হয় আছো
সুদূরের গন্ধে চেতনায়
স্মৃতি বীজে বিস্মৃতির বীজে।

■

এই অনুবৃত্তি আমি চিনি
এই আবৃত্তিও খুব চেনা
প্রকৃতির এমন ব্যাঘাতও—
আমি লোকোত্তর স্তব্ধ স্থির।

□

সারাদিন ব'সে রইল পাখিটি।
ডানা গুটিয়ে জীর্ণ ডালে তাকিয়ে রইলো।
কতবার মেঘ ক'রে থাকা আকাশ
ভয় দেখালো তাকে।
কতবার বিদীর্ণ বিদ্যুৎ
ঝলসে দিয়ে গেল চোখ।
কতবার বৃষ্টির নখরাঘাতে
ছিঁড়ে পড়ল তার পলকা পালক।
কাউকে ডাকলো না
গান গাইলো না
ফিরে গেল না বাসায়!
সারাদিন সজল পাখিটি ব'সে রইলো।

অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না আর।

তুমি তাকে কী দিয়ে ঢেকে দিলে?
যার জন্যে এই শ্লোক এই কথোপকথন
এই আনন্দ বেদনার তরঙ্গে প্রতিহত হওয়া
সে কি পড়ে? সে কি এই কবিতা প'ড়ে
আর্দ্র হয়! জানি না।
আমি তাকে ভালবেসে পথে বেরিয়েছি
সে এখনো আসেনি ব'লে অপেক্ষার প্রহর
সে আসবে ব'লে ঘাসে ঘাসে রোমাঞ্চ
তারায় তারায় প্রদীপ
হাড়ের ভিতরে শাদা ফুল
চোখ থেকে কপোল থেকে পায়ের পাতায়
গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু
রচিত হচ্ছে কবিতার লাইন
তাকে দেবো বলে সযত্নে তুলে রাখছি
আমার ধর্ম আমার অধর্ম
আমার পুণ্য আমার পাপ
আমার শুচি আমার অশুচি
আমার বিরোধাভাসের রুচিরা

কোনোদিন কেউ না এলেও শ্লোকোত্তর আকাশ রটিয়ে দেবে সব
কোনোদিন কেউ না পড়লেও শ্লোকোত্তর মাটি
মুঞ্জরিত ঘাসে ঘাসে
চিরদিন রচনা করবে কবিতা।

□

আমার জন্মের দিনে জল
আমার জন্মের রাতে ঝড়
আমার মৃত্যুর দিনে রাতে
পদ্মের সুগন্ধ যেন থাকে
সারা ঘর সারা পথ সমস্ত আকাশ।

■

আজ জানি। সেদিন জানিনি।
আর জেনে জলে ভেসে যাই।
আজ মানি। সেদিন মানিনি।
আর মেনে রাত্রির কাঁসাই

ভাসাই তোমারই অশ্রুজলে।

■

খুবই কম। তবু এ হৃদয়
মাঝে মাঝে পেয়েছে তোমাকে।
এখন গোধূলি। নামে ভয়
অনিবার্য অন্ধকার বাঁকে।

□

এখনো তোমাকে বুঝতে পারলাম না ব'লেই ব্যাকুলতা
আজো তোমাকে একান্ত ক'রে পেলাম না ব'লেই আকর্ষণ
তুমি আমার কোনো কাজে লাগলে না ব'লেই আনন্দ
আমার আয়ত্তাতীত ব'লেই এই শরণাগতি, সখা।

সমস্ত দৃশ্যস্পৃশ্যের মধ্যে হে অনন্ত, তোমাতেই যে মুক্তি।
এই যে দুর্মর অভিমানের পাহাড় বুকে জ'মে ওঠে
তাই মনে হয়, তুমি ভালবাসো।
এই যে অপমানের কালিতে কলঙ্কিত হয়ে উঠি
তাই মনে হয়, তুমি ডাক দাও।
এই যে আমার তোমাকে না পাওয়ার হাহাকার
তাই তো হারাওনি তুমি।
এই যে আমার কিছুই হল না ব'লে কান্না
এখানেই তোমাকে পাই, সখা।

□

মা, তুমি তাকিয়ে আছো আজও পথ চেয়ে
তোমার মুখের ত্বকে বলিরেখা চোখে
ধূসর ব্যথার ধুলো বালি
ঝড়ে উড়ে গেছে চাল জলে গ'লে গিয়েছে দেওয়াল
ভূমিস্যাৎ ভিটে
মা, তুমি তাকিয়ে আছো তার জন্যে ভাঙা দরজা ধ'রে।
সে তো দেখি নির্বিকার।
তার কোনো স্মৃতি নেই ভবিষ্যৎ নেই
তাকে কোনোদিন আমি অমনস্ক দেখিনি, জননী।
অথচ তোমার মূর্তি তোমার বিগ্রহ
স্নেহে শোকে বিহ্বল পাথর।

তুমি তো জননী
আমি বন্ধুত্বের ছলে
তাকে ভালবেসে আজ সর্বস্বান্ত, মা গো
পথে পথে কেঁদে ফিরি
স্মৃতিদগ্ধ অন্ধকার ঘরে।

□

তোমার কষ্ট তোমার শুধু তোমার

তাই অভিমান খেয়েছে ওই উই
তাই অভিমান খেয়েছে পিঁপড়েরা
তাই অভিমান পিঠের ওপর ওইভাবে থ্যাংলায়।

তোমার কষ্ট কেবল মাত্র তোমার।

এই কথাটা জানতে বুড়ো হলে?

□

ঢেরদিন পথে পথে ঘুরেছি এবার তুমি ঘোরো
আমার অনেক পাতা ঝ'রেছে, নিষ্পত্র হও তুমি।
আমাকে যে অভিশপ্ত ক'রে গেছে তাকে আমি আজ
আশীর্বাদ করি : শুধু ভালবাসো ভালবাসো শুধু
আমার বিশ্বাস নিয়ে উন্মাদের মতো বেঁচে থাকো।

□

সারাদিন দুঃখে কাটে সারারাত স্বপ্নে কেটে যাক্।
দিনের রাতের শেষে কি নিয়ে কাটাবে একা একা।
একা কি? একা কি? তুমি চিরকাল সত্যিই একাকী?
সারাদিন দুঃখে কাটে সারারাত স্বপ্নে কেটে যাক্।

□

আর ওই নদীতীরে বিষণ্ণ সন্ধ্যায় একা একা
ব'সে থাকা ভালো নয়, শান্ত হও, উদাসীন হও।
এবার উপেক্ষা করো দুঃখ ও আঘাত অপমান।
চন্দন গন্ধের মতো শুষে নাও যতটুকু সুবাতাস আছে।
বলো, ভালো, বলো, ভালো, বলো শিবতর, তুমি সুন্দর আমার।

□

অনেক কথা আছে অনেক ব্যথা আছে
তাই তো তীরে তোর কাঁসাই, দাঁড়ালাম।
দেখেছি কেউ নেই আমার উপবাসে
বিদ্ধ হৃদয়ের রক্তস্রোতে একা—
তাই তো আগুনেও খালি পা বাড়ালাম।
নিয়েছি হাতে তুলে বিষের ভাঁড়
পাঁজর থেকে তুলে নিয়েছি ভুল
অনপনেয় জল ওষ্ঠ ছোঁয়
তাই তো গন্ধেশ্বরীকে হারালাম।

□

আগুনে করেছি স্নান মা, তুমি নেবে না কোলে তুলে?
চেয়ে দেখ, পরিশুদ্ধ, আছে মাত্র নাভিমূল, মাগো
যা পোড়েনি কোনোমতে। আর ভুল? সে তোমার চুল
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে আজীবন। মেঘ তরুতলে
আমার সংসার জলে ভেসে যায় উড়ে পুড়ে যায়—
ফিরেও দেখ না তুমি বিশালাক্ষী। মনও কি দেখ না?
ধূলায় ধূসর ক'টি স্বপ্নকুচি পথে পথে ওড়ে . . .।

□

অনন্যচিত্তের জন্যে? আমি যে চঞ্চল?
আমার হবে না? দেখ দুই চক্ষে জল।
জানি এর দাম নেই। তবু যদি ভুলে
কণামাত্র তুলে রাখো কণামাত্র তুলে।

পুঁথির ভাষায় স্তুতি না ক'রে হবে না?
আমার নিজস্ব ভাষা? আমি তাই দিয়ে
যা খুশী তোমাকে বললে তুমি তাই নিয়ে
প্রসন্ন হবে না ও মা? প্রসন্ন হবে না?

কাগজে কালিতে তবু লিখি শুধু নাম
এর বেশি জানা নেই কিছু নেই মা গো
সব চেয়ে তাপিত যা আমারই প্রণাম
মা, আমি ঘুমোই তুমি শুধু তুমি জাগো।

পূজা যায় সন্ধ্যা যায় আচার বিচার
কিছুই লাগে না মা গো, আর আমার ভালো
ধর্ম অধর্মের তত্ত্ব লাগে বড়ো ভার
আমার মাটির দীপটুকু তুমি জ্বালো।

আমার যে ইহ পর কাল কিছু নেই
কী হবে কী হবে ওমা, বলো না কী হবে
কষ্ট হয় ওমা, বড়ো কষ্ট হয়—এই
এই কষ্ট আজীবন জাগে পরাভবে।

যদি আর কোনোদিন না ডাকি তাহলে?
যদি আর কোনোদিন সম্মুখে না যাই?
যদি অভিমানে ভাসি প্রলয়ের জলে?
যদি বলি নাই কেউ নাই কেউ নাই?

□

কত যে শেখাও কিছুই ধরতে পারিনা।
আমি ফেল করা ছাত্র।
পাশ করার উদ্যমটুকুও নেই।
বার বার ব্যর্থ হয়েছি
তবু কেন যে ছুটি দাও না আমাকে!
যখন তুমি কথা বলো তার অনেক
আমার রহস্যময় ঠেকে
সেসব কোথাও শুনিনি কখনো
সেসব কোথাও পড়িনি কখনো
কেবল কখনো কখনো অল্পই আভাসে
যেন বলতে চেয়েছে আকাশ—আমার ঘুম না আসা
মাঝরাতের তারায় ভরা আকাশ
যেন চকিতে শুনিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে গোধূলির মেঘ

□

ঈশ্বরকে ছুঁয়ে দেখা যায়।
স্পর্শ করা যায় তাঁর দেহ।
ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন।
মাঝে মাঝে তাঁর জন্যে কাঁদি।

তাঁর জন্যে? তাঁর সুখ ভেবে?
কই না তো। জৈবিক চেতনা
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিতে নিয়ত
অসুস্থ অস্থির—বেলা যায়।

ঈশ্বরকে ছুঁলে দুটি হাত
সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যায়,
ঈশ্বরকে পেলে একবার
জন্মান্তর জন্ম যায় ভেসে।

মাঝে মাঝে তাঁকে মনে পড়ে।
তাঁর কথা লিখি—কই ভাষা?
জীবনের জলে আর ঝড়ে
আমি যে কেঁদেছি সে তামাসা।।

বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছে ঝ'রে যাবার
আগের মুহূর্তের জবা
স্বপ্নের মতন মনে পড়ে সেই তরুচ্ছায়াও যেন
অবসন্ন আমাকে বলেছিল
অথবা কেউ কিছুই বলেনি
তুমিই বলতে চেয়েছো সারাজীবন
কাছে তো তোমাকে পাইনি বিশেষ
ক'দিনই বা দেখা হয় আমাদের
মাঝে মাঝে দেখা হলেও কথা হয় না
তাই গোধূলির মেঘে
ঘুম না আসা রাতের আকাশে
রোদ্দুরে ছায়ায়
তুমি আমাকে সব বলতে চাও
কত কি শেখাতে চাও
বুদ্ধিসুদ্ধিহীন আমি কিছুই ধরতে পারিনা
বার বার ব্যর্থ হয়ে যাই।
তুমি আমার খাতা পেনশিল কেড়ে নিয়ে
এবার ছুটি দিয়ে দাও, সখা।

□

তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে এই যে ঝগড়াঝাটি হয়
আমি যাইনা তুমি আসোনা
সবাই হাসাহাসি করে—
আমার ভালো লাগেনা, সখা
দেখো, অনেক বয়স হল
তাছাড়া—
এবার বেদান্তে আশ্রয় নেব ভাবছি
তুমি রোদ্দুর হয়ে এসে শুয়ে থাকবে আমাদের বিছানায়
আমি ধূপের ধোঁয়ায় ভেঙে পড়ব তোমার সকালে
তুমি গহন নীলে আবৃত ক'রে রাখবে আমার সব কিছু
আমি নির্ভয়ে কীট হয়ে উঠবো তোমার পা বেয়ে
আমার নৈঃশব্দে আমার নিঃসঙ্গতায়
আমার নির্বেদে আমার নিস্পৃহতায়

আমার ধর্মে আমার অধর্মে
আমার শুচি অশুচিতে হাসি কান্নায় ভালবাসা ঘৃণায়
তুমি হাত ধ'রে থাকবে আমার
কেউ কিছু টের পাবে না
চোখের জল হয়ে তুমিই মাটিতে গড়িয়ে যাচ্ছো
আমার প্রতি করুণায় হায় হায় করবে ওরা
কাঁদতে কাঁদতে সহসা হেসে উঠবো আমি।

□

কি হবে লিখে?
বলতেই ছেলেবেলার সেই ধূসর পাখি
তার ভীরু ডানায় দুলিয়ে দিল আকাশ
গোধূলির মেঘ বৃষ্টি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল প্রান্তরে
হেসে কুটি কুটি হল গাছের শাখা
কৌতুকে কৌতূহলে আমার মুখের দিকে
তাকিয়ে রইলো সমস্ত অপমান।
আমি খুঁজে পেলাম না তোমাকে
কোনো স্মৃতির ভিতর তুমি নেই
কোনো সত্তার ভিতর তুমি নেই
কোনো ভালবাসার ভিতর তুমি নেই
বিরহে বিদীর্ণ আকাশে আকাশে হাহাকার।
কি হবে লিখে
কি হবে লিখে
আমার ধূসর অভিমানের পাখি উড়ে গেল
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে গাছের মাথা ঢেকে যাওয়া অন্ধকারে।

□

আজ সত্যিকারের একলা ক'রে দিয়েছ আমাকে।
শুধু পথ।
পথের উদাসীনতা।
ধূসর অপেক্ষার ধুলো।
শুকনো লাল পাতা।

পাথর।
ব্যর্থ মাঠ।
জলের ফোঁটা।
বহু দূরে কোথাও হাহাকারের মতো শব্দহীন
নাম।

□

বেকার যুবকের মতো রক্ত জমে যাওয়া অবসাদ
তার দুঃখী দুপুরের মতো দীর্ঘ সজলতা
সকাল থেকে খুব কষ্ট দিচ্ছিল।
দরজা খুলতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক
যেন পোড় খাওয়া পথে লেখা রয়েছে—
যেখানেই যাও ফিরে আসার কথাটা মনে রেখো।
আমার কোথায় যাবার কথা ছিল মনে পড়েনা।
আমার কোনো কিছুতেই অপমান নেই।
আমার মনে পড়ে
তোমার চোখের কোল বেয়ে আমি
গড়িয়ে চলেছি
কপোলে, কপোল থেকে
পায়ের পাতায়।

□

একমাত্র তোমার কাছে আমি শিশু
আমার বোধ বুদ্ধি মেধা
তোমার কাছে কেমন মিলিয়ে যায়
আমার চাতুর্য সপ্রতিভতা অহঙ্কার
কোনো কিছুই কাজ করে না, সখা
আমি তোমার কাছে গেলে
পথে পথে পথে পথে ঘুরে বেড়াই
রাতের নিভৃতে বাড়ি ফিরি
চুপচাপ বসে থাকি
কিছু কথা বলিনা।

□

যেখানে সুখ এবং দুঃখ অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে খেলা করে
যেখানে হাসি এবং অশ্রু একাকার হয়ে ঝ'রে যায়
যেখানে ভালো এবং মন্দের অশ্রুবাষ্পময়তায় কোনো পার্থক্য নেই
যেখানে শান্তি এবং অশান্তি থেকে মন্দ্রিত হয় একটিই সুর
যেখানে গ্রহণ এবং বর্জনে আমারই সন্তাপ ফুটে ওঠে
সেখানেই তোমার লুকোচুরি আমার ছন্দের বিরোধাভাস
তোমার চাতুর্যের আলোকিত নীহারিকাপুঞ্জে
আমারই শব্দহীন অন্ধকার।

□

এখন বলতে পারি, জন্ম সার্থক, জীবন ধন্য
বলতে পারি, আমার দুঃখ আমার সুখ
তোমার দুটি পায়ের পাতায় প্রণাম হয়ে ফুটে ওঠে
বলতে পারি, আমার হাহাকার
তোমার বেদীতে অঞ্জলি হয়ে ঝ'রে পড়ে
বলতে পারি আমার সারাজীবনের ব্যর্থতা
তোমার পুজো তোমার হোম তোমার আনন্দ

□

যে কথা নিজেকে বলি সে কথা কি তোমাদেরও বলব?
তোমাদের জন্যে কিছু লিখতে চেয়েছিলাম।
তোমরা বানান মাত্রা ছন্দ যতি অলঙ্কার থেকে
খুঁজে বের ক'রে নিও
শাদা পাতা থেকে খুঁজে বের ক'রে নিও
মানুষের দুঃখ থেকে অপমান থেকে প্রপন্নার্তি থেকে
খুঁজে বের ক'রে নিও
আমি আমার সখার হাত ধ'রে চলে যাচ্ছি, ভাই।

□

আমার আনন্দ আবার ফিরে পেয়েছি আমি, সখা।
আমার সমস্ত মনোকষ্ট ভীতু পাখির মত
হাততালি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছ তুমি।
আমার অভিমান—অভিমানের পাহাড়
তোমার এক ফুঁয়ে উড়ে গিয়েছে
খুলে গিয়েছে হাজার গ্রন্থির বেদনা।
আসো বা না আসো কাছে থাকি বা না থাকি
ওই অব্রণ ও অনাবির পদতলে
আমি ব'সে আছি অনড়
হে জগৎ-প্রকৃতির কবি, হে মনঃ প্রকৃতির পরিভূঃ
তোমাকে ভালবেসে আমি ধন্য।

□

কিছুটা বলার থাকে। অনেকটা কেবল
আলো বাতাসের মতো অননুভবের।
তাই বুঝতে কষ্ট হয়, চেষ্টাও করো না
যেমন উদ্যমশীল অন্যান্য ব্যাপারে।
খানিকটা আড়ালে থাকে, বাকি সব খালি
লতাগুল্ম পাখি টাখি নিদেন নদীও
সামান্য এগিয়ে গেলে দেখা হতে পারে
তাও যাও না; দুধে ভাতে সুখে থাকো বেশ।
বেশ তো। মাথার দিব্যি দিয়েছে কি কেউ?
একটি চিনির দানা টেনে টেনে গর্বে ফুলে ওঠো
সুখী হও; কোনোদিন ভূমার প্রার্থনা
কোরোনা; জ্ব'লে ও পু'ড়ে ছাই হবে, সর্বস্ব খোয়াবে।

□

এরা তোমার একখানি ছবি পর্যন্ত রাখেনি!

অথচ তোমার হাতের সেই বালি ছেনে তোলা মাটি
পাথরের দেওয়াল প্রাচীন ঝাউ মস্ত লতাবিটপী
ঠাকুরঘর দাওয়া ব্যাকুল বাতাস নিঃসঙ্গ বেলাভূমি
সব আছে, সব কিছুর ভেতর তোমার স্পর্শ তোমার ঘ্রাণ

কে? রবি এসেছো? বৌমাও? কবে এলে? কোথায়
উঠেছো? এখানে উঠলে না কেন? বসো বসো—:
ভূপতি—
যেন তেমনি অজস্র সফেন স্নেহের কথার ঊর্মীমালা
যেন তেমনি আকুল বাৎসল্যের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালা
যেন তেমনি পিতৃত্বের বেদনার আনন্দধারা
আমাদের স্নান করিয়ে দিল ভাসিয়ে দিল জুড়িয়ে দিল
আমরা তেমনি কাঁদলাম তেমনি হাসলাম
ওরা পাগল ঠাউরে বিরক্ত হলো
শুকনো কাঠের মতো মুখে ঘোরাফেরা করল
কেউ কোনো কথা বলল না
আমাদের ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল, মহারাজ
গৌরবাটশাহী থেকে বেলাভূমি ধ'রে ধ'রে
হেঁটে গেছি—চার কিলোমিটার তো হবেই। তোমার সঙ্গে তো দেখা হল!
কেউ দেখতে পেলোনা।
আমরা স্পষ্ট দেখলাম তোমার নয়নপথগামী হাসি
ধর্মের সমস্ত পরিধি সংক্ষিপ্ত ক'রে
ফুটে রয়েছে
চক্রতীর্থের বাগানে
ওরা মন্দিরে ওঁ হ্রীং ঋতং করলো।

□

কী ক'রে যাই, ডাক শুনেছি অনেকদিনই
গোছ গাছে তো সময় গেল
সময় গেল হাজার কাজে

তাই কি হলো—? আর ক'টা দিন—
পা বাড়ালেই : 'দাদামশাই—' রুদ্র ঋষি
পা বাড়ালেই : 'দাদামশাই—' অত্রি ঐশী
পা বাড়ালেই : 'দাদামশাই—' মিষ্টি ডাকে
এখন আমার সবচে ব্যাকুল
                    ছোট্ট কিন্তু কঠিন বাঁধন
কী ক'রে যাই, কংসোবতী
                    যাবার কথা
ভুলতে পারি? গেরুয়া জল, বালির চিতা, পাথর, পারি
অনন্তকাল স্তব্ধ ক'রে নিষ্পলকের দৃষ্টি কি আর
                    ভুলতে, পারি?
পাড় ভেঙে যায় প্রত্যহ দুই পাড় ভেঙে যায়
উথালপাথাল স্রোতের মধ্যে প্রবল ঘূর্ণী
আকাশ মুচড়ে বৃষ্টি হাওয়ায় বাজায় ভেরী
জয়ের পরাজয়ের শিবির হাজার টুকরো
মানের অপমানের মিনার ভূলুণ্ঠিত
ঢাকের শব্দ ঢাকের শব্দ ঢাকের শব্দ
                    বুকের মধ্যে—
প্রার্থনাহীন ব্যর্থ মানুষ : বৃথাই ডাকো, তোমার কণ্ঠ
এই অবেলায় এই গোধূলির
               নিরভিমান ছোট্ট নৌকো
কোথায় যাচ্ছে? দুলতে দুলতে দুলতে দুলতে
                              কোথায়?
                              সন্ধ্যা?

□

আমি তো ডাকিনি পাখি, ও আমার পাখি
তুই ডেকে ডেকে সারা হলি আজীবন
আমি তো আসিনি আমি তো দিয়েছি ফাঁকি
ও আমার পাখি, তুই একা উন্মন।
আমি ছুটি নেবো এবার মস্ত ছুটি
কোনো দূর দেশে পাথরে বরফে জলে
ও আমার পাখি, তুই আর আমি দুটি
মৃত্যুমুখর পৃথিবীকে যাবো ফেলে।

□

যে যায় তাকে আকাশ ডাকে বাতাস ডাকে নদী
যে যায় তাকে সান্ত্বনায় কেঁদেছে নিরবধি

দুঃখী দিন ব্যর্থ রাত সংসারের ক্ষমা
পুণ্যশ্লোক অন্ধকার বিরহ নিরূপমা।

যে যায় অবহেলায় ফেলে আত্মভুক স্মৃতি
যে যায় তার এই রকম চিরটাকাল রীতি

আসে না আর ফেরে না দ্বার খোলে না, শুধু হাওয়া
শ্রাবণ ঘন প্রহরে আনে ব্যাকুল দাবী দাওয়া।

যে থাকে তার জীবনময় অপরিচয় পথে
মুড়োয়না আর নটে যে তার ব্যথায় কোনোমতে

গল্প ঘিরে সবসময় ভাঙা ও চোরা রেখা
ঝাপসা কালো যমুনা কাঁপে চিত্রময় একা।

□

আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে চ'লে যাবার দিন।
খুব দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে ফিরে আসার রাত।
আমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে সময়
তোমাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে সময়
চলো আমরা চ'লে যাবার ও ফিরে আসার মাঝখানে
তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। তিনি অপেক্ষা করছেন।

□

সবাই গিয়েছে একা একা, আমি বলছি আমি সঙ্গে যাবো
কেউ এখনো ফেরেনি, আমার স্পর্ধা বলছে আমি আসব ফিরে।

সমস্ত বেদনা মেঘে মেঘে আকাশে বিপুল ব্যাকুলতা
বৃষ্টিতে আচ্ছন্ন চরাচর : এমনি দিনে বলা যেত তাকে।

কেন হলো কেন এমনি হলো? এত মেঘ অকূল বাতাস
আমি দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছি নির্নিমেষ নির্বন্ধের মতো।

এলোমেলো ব্যথিত হাওয়ায় উড়ে আসছে হেমন্তের চিঠি
আমি তোমাকে কখনো লিখব না আমি তোমাকে কখনো লিখব না

তুমি শুনবে রবি ভালো আছে তুমি শুনবে বুদ্ধ পূর্ণিমাতে
রবি গেছে পুরীর সমুদ্রে, জ্বালাবে না কখনো তোমাকে।

□

মধুর, আমার শ্রবণপিপাসা চিরে

শীৎকার-ভুক আসঙ্গবিষ তীরে

বিদ্ধ হৃদয়, মধুর, তোমার প্রেমে

স্বপ্নকুচিরা হীরে যে যোগক্ষেমে।

ও মধুর, তবে তোমারই একটি কণা

আমাকে দেবার জন্যেই আনমনা?

□

শব্দহীনতায় ভরে যায় আকাশ।
পাঁজর মুচড়ে প্রার্থনা গুমরে ওঠে :
আমাকে প্রকাশ করো আমাকে প্রকাশ করো
আমাকে প্রকাশ করো।
ভূলোকে জ্যোতিষ্কলোক অন্তরীক্ষে
ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ...
স্তব্ধ আনন্দ কেঁপে ওঠে কেঁপে কেঁপে ওঠে
শব্দহীনতায় ভরে যায় আকাশ।

□

আমিও একদিন চলে যাব বৃদ্ধ অশ্বত্থ
আমিও একদিন চলে যাব মৃত নদী

আমিও একদিন চলে যাব নিভন্ত চিতা
চলে যাব হে পথরেখা, হে প্রান্তর, পাহাড়।

তোমরা থেকো, তোমরা যেওনা, আমার জন্মের
সাক্ষী হে হাহাকার, হে আনন্দ, হে প্রপন্নার্তি
তোমরা থেকো আবার আমার না ফেরার অহঙ্কারে।

□

আমি প্রকাশের বাসনায় যখন ব্যাকুল
অস্থির কাতরতায় তোমার ওপর অভিমানী
আকাশে নক্ষত্রে তুমি ছাপিয়ে দিচ্ছো
আমার রচনা।
আমার সহস্র বাসনা মাথা খুঁড়ে মরছে
অহেতুক
তুমি অফুরান সম্পদে ভরিয়ে দিচ্ছো আমার
সংসার।

□

একটি প্রার্থনাবদ্ধ এ জীবন জলে ভেসে যায়
এত জল এত স্রোত কোনোদিন কখনো দেখেনি
স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে শক্তি কই? ভীরু অর্বাচীন
মিথ্যে অভিমানে তার ক্ষ্যাপার প্রহর খোয়ালো যে—
আজ শান্ত মোহনামুখীর
সমস্ত পিপাসা
জলে ডোবে জলে ভাসে জলে গ'লে যায়
নিরুত্তর নিরঞ্জন একটি নিরুদ্ধ প্রার্থনায়।

□

কখনো মনেই হয় না দেখিনি তোমাকে
যেন কত গুপ্ত কথা বলেছো নির্জনে
সবাই ঘুমিয়ে গেলে আমাকে নিয়েছো সঙ্গে করে
বট ও বকুল ঝাউ গঙ্গাতীরে মনে পড়ে যেন
আশ্চর্য জ্যোৎস্নায় তুমি জোয়ারের মতো উচ্ছ্বসিত
সিঁড়িতে অনেক রাতে নীচে বসে পায়ের তলায়
নাটমন্দিরের সামনে চূড়ার আড়ালে
চাঁদ ডুবে যায়, আস্তে হাতে ধ'রে ধ'রে
সেই ছোট ঘরে গিয়ে শুয়েছ ভোরের সূর্য যেন
এই সবই কল্পনা যেন পাগলের মতন প্রলাপ
সে আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে? তবু
কখনো মনেই হয় না দেখিনি তোমাকে
কথামৃতের পাতা জুড়ে যেন তীব্র নীল স্মৃতি
ওল্টালে দিগন্ত ঝাপসা অবাধ্য অশ্রুতে
টলোমলো করে সাঁকো জন্মান্তর মায়াবী সংহিতা।

□

আমি কি শরীর? না তো। সে আমার ঠিক।
তবু সে-তো আমি নই! তুমি বাইরে এসো
বাইরে এসো দেখো বাইরে কি অনন্ত
অকূল আকাশ
কি অনন্ত জলরাশি সীমাহীন মৃত্তিকার ঢেউ
আশ্চর্য রহস্যনীল মনোময় পর্যাকুল ভূমি
দেখ কি সুন্দর পদ্ম ফুটে আছে—হৃদয়কমল
না আমি বলছি না কোনো অবাস্তব কথা
তুমি স্বপ্ন ভেঙে ওঠো ঘুম থেকে জেগে ওঠো দেখ
শরীরের মধ্যে সব শরীরের মধ্যে একা
একাকী একজন
নিষ্পলক চেয়ে আছে মুখে মুখে স্নেহার্ত শ্যামল।

□

কাউকে কিছু না বলে চ'লে গেল সৌজন্যতাহীন।
এমনই সন্ন্যাস থেকে ঝুরি নামে শতাব্দীর মাঠে
তারপর বহুকাল কেটে গেলে সহসা একদিন
মাটির গভীর থেকে কোমলতা শিকড়ের মুখে
এসে ফাটে।
চমকে ওঠে, অন্ধকারে কেঁপে ওঠে সবিতৃমণ্ডল
বেদনাহতের পাশে ভাসে তার প্রসন্নসুন্দর
কোমল করুণ মুখ চোখে স্নেহ মমতা সজল
পদ্মের মতন সব দল মেলে মৃত্তিকার ঘর।
কাউকে বলে না কিছু? কোনো কিছু রূপক
প্রতীকে?
কার্যকারণতাহীন আসা যাওয়া? স্বপ্নের শিয়রে
জাগ্রত সুষুপ্তি দোলে খোলে পথ আকাশের দিকে
আমারই আনন্দপদ্ম ফোটে ঝরে ফোটে আর
ঝরে—!
এমনই সন্ন্যাস থেকে দীক্ষাভার মুক্তির বন্ধন
অপরিচয়ের মুখ সুদক্ষিণ সৃষ্টির উৎসব
গ্রহণবর্জনহীন আমাদের গাঢ় উদ্দীপন
মানুষের কোলাহল সংসারের তীব্র কলরব।

□

আমি লিখবো না রক্তপাত, আমি লিখবো না ইস্তাহার
বিধ্বস্ত বেকারের ক্রোধ, কেড়ে নেওয়া অন্নজলের কথা
আমি লিখবো না দ্রোহ, খিদে নিয়ে তামাশা
শুশ্রূষাহীন নৈঃসঙ্গ, মানুষের চিরকালীন গল্প
কবিতার শরীর থেকে পশম কাপাস খুলতে খুলতে
খুলে ফেলতে পারব না তার চামড়া চুল লোম
এলোপাথাড়ি উন্মাদের মতো

আমি কোন আন্দোলনে সই করবো না, শুধু

আলোড়িত হবো আলোড়িত হবো আলোড়িত হবো
বেদনায় কান্নায় বেদনায় আর বেদনায় আর
লিখবো

আমি ভালবাসি
আকাশের মৌন ও মাটির স্তব্ধতায় উচ্চারণ করবো
হে প্রেম, হে মুগ্ধ সংস্কার, হে জীবন
আমি ধন্য।

□

'সন্ন্যাসী' বললেই কোনো দিকহীন দিগন্তহীন বিশাল প্রান্তর
অচেনা অদেখা কোনো অরণ্যের ছায়া
শকুন কান্নার ভীত শ্মশান টশান
মনে পড়ে।
না, ঠিক পড়ে না মনে, কেননা আমার
সে রকম স্মৃতি টৃতি নেই।
বলা ভালো, এই সব মনে হয় এই সব অদ্ভুত দৃশ্যের কথা।
'সন্ন্যাসী' বললেই দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা মাইল মাইল
যেন ছুঁতে না ছুঁতে নদী বেঁকে যাচ্ছে
ঝ'রে যাচ্ছে বৃক্ষশাখাগুলি
ঝাপসা পথ রেখা দূরে মিলিয়ে গিয়েও
চোখে থেকে যাচ্ছে
কোনো অন্ধকার গুহা মুখে।
'সন্ন্যাসী' বললেই শুধু মনে হয় আমি কিছু জানিনা, জানার
গোপনীয় অভিলাষগুলি জমে ওঠে
পোষাকের মতো খুলে যায় দুঃখ থেকে জন্মান্তর
ধুমধাড়াক্কা আত্মীয় বান্ধব বেমালুম উবে যায়
ভুরুর মধ্যস্থ স্থির প্রকৃতি প্রত্যয়ে জ্বলে
ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ শূন্যতা।

□

তোমাকে জানা হল না ব'লে আমার কোন দুঃখ নেই।
তোমাকে বোঝা গেল না ব'লেও আমার কোন দুঃখ নেই।
আমি চিরকাল ব্যর্থ চিরকাল অসফল
সহস্র ভুলের ধূসর পাখিরা আচ্ছন্ন ক'রে গেছে আমার আকাশ
বহু অপমান লেগে আছে আমার ভাঙাচোরা ডানায়
পথে পথে উদাসীন ধুলো ছেঁড়া পাতা ভস্ম আর অবসান
আমার দুঃখগুলি আমার সুখ লেগে আছে তোমার মুকুটে
আমার আকাঙ্ক্ষাগুলি রক্তিম করেছে তোমার উত্তরীয়
আমার জানা না জানার মাঝখানে তোমার রক্তচমকিত রহস্য
আমার বোঝা না বোঝার মাঝখানে তোমার সুষুপ্ত বিরহ
ধন্য আমার জন্ম ধন্য আমার আঘাত ধন্য আমার অপমান
আমার উপেক্ষা অভিমান হাহাকার আর এই বিষ।

□

এবার বন্ধুর বেশে এসে তিনি তোমাকে নিলেন।
স্মরগরলের পংক্তি আমি তাই নিজেই লিখলাম।
প্রসাদ যে এতো ভালো এমন চিন্ময় আমি জানিনি কখনো।
বিমুগ্ধ জয়দেব মূঢ় মতিচ্ছন্ন মানুষের জন্যে আর শ্লোক
রচনা করলেন না।

হাওয়া উড়িয়ে উড়িয়ে নিল
গীতগোবিন্দের শাদা পাতা।

□

তখন নড়বড়ে খাট মলিন কাঁথা খুব নিচু ছাদ ছিল
অপর্যাপ্ত জল বাতাসে শীত আর গ্রীষ্ম
নীল চাবুক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনত।
তখন বড্ড অভাব ছিল আমাদের
সমস্ত দেওয়াল জুড়ে লোনা চতুর্দিকে ক্ষয় ক্ষতি

শতচ্ছিন্ন সংসার।

তাঁর জন্যে সুস্বাদু খাবার তৈরী করার পয়সা কোথায়
একটা অগুরু কোনদিন কিনতে পারিনি।

কত যে অপরাধ ছিল তখন
আমরা প্রণাম করতেই জানতাম না ঠিকমত।
অথচ কি আনন্দে তিনি থাকতেন!
আজ দীর্ঘ বারান্দা গোল থাম ফুলের বাগান
তাঁর জন্যে নরম শয্যা পুরু পর্দা দামী ধূপ
পুজোর ঘর আগাগোড়া পাথরের
বুকে আকাশ নিচু মেঘ চোখে অশ্রুর ছল ছল।
তিনি আসেন না।
বিশাল পটে আস্তে আস্তে ধুলো
লাল পিঁপড়ে
সব কিছু যেন হাত থেকে পড়ে যাওয়া বিদীর্ণ কাঁচ।

□

মেলায় ভিড়ের মধ্যে দেখা হয়েছিল
স্পর্শ, তাও জনারণ্যে ভিড়ে
ভালবাসা মেলায় সম্ভব?
তারপর থেকে ভিড় ভিড়
হারিয়ে গিয়েছো তুমি কবে
আমার দু'চোখে ফেরিওলা
রঙিন কাগজ পাতা বাঁশি।
আমাকে তো ঘরে ফিরতে হবে।
তুমি এক মেলা থেকে অন্য এক মেলায় চলেছ।
ভালবাসা মেলায় সম্ভব?

□

আমিও তো রূপমুগ্ধ আমারো তো চোখে জল ঝরে
এ মনও বিভোর থাকে তার গুণে স্মৃতির ভিতর
সে কেন এল না আর ভেবে ভেবে আষাঢ়ে শ্রাবণে
গোঙায় আমারো দিন রাত্রি মাস এক একটি বছর।

মাটিতে লুণ্ঠিত শুকনো লাল পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে
কেউ তো আসে না আর শব্দ ক'রে বাজে না নূপুর
রক্তের ভিতরে ঢেউ তটভূমি উদ্বেল ব্যাকুল
প্রিয়সমাগম হর্ষে কই আর সেই মৌন মৌহারীর সুর?

আমিও বলেছি তুমি জনমে জনমে প্রাণনাথ
আমিও কেঁদেছি কেঁদে দিনকে করেছি রাত কত
ঘরকে বাহির ক'রে বাহিরকে ঘরে পরিণত
করেছি আমিও, রূপমুগ্ধ, আজ আক্ষেপানুরাগ।

□

এখন দেখা বারণ তবু ঘুমের মধ্যে আসো
ঘুমের মধ্যে, জাগলে আমি দু'হাতে দেব বাধা
নাগাল পাইনা তাই কি তবে আকাশলোকে ভাসো
সঙ্গে থাকে অরুন্ধতি চিত্রা অনুরাধা

এখন দেখা বারণ তবু পুব আকাশের লাল
জানলাটাকে বন্ধ করতে দেয় না কোনোমতে
টবের মধ্যে ছোট্ট গোলাপ হেসেছে একগাল
ছোট্ট তারাও চুপ থাকেনি সন্ধ্যা হ'তে হ'তে

দেখতে বারণ করেনি কেউ আসলে আর পারিনা
তাই দু'হাতে আড়াল করি কুলুপ আঁটি ঠোঁটে
সব কিছু যার ব্যর্থ তুমি তারই। মজা ভারি না?
গোপনে বীজ পুঁতেছি তার প্রকাশ্যে ফুল ফোটে।

এখন দেখা বারণ মানে একটা কাতর জোনাকি
বুকের মধ্যে মুহুর্মুহু খুঁড়ছে মাথা, বলো তো
এখন আমার ঘুমের দেশে যাবার প্রহর গোনা কি
ভুলের? ফুলের দেশে অনেক অনেক দিনই
হলো তো।

□

এখনো রয়েছে ভয় কুয়াশা-বিলীন একা পথে
অন্ধকার বাঁকে বাঁকে শঙ্কিত সঙ্কেত নিয়ে নদী
এখনো গভীর রাতে অশ্বত্থের প্রেতায়িত ধূসর ছায়াতে
মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন শ্লেষ হানে তীক্ষ্ণ হিমে নীল হাওয়া

এখনো রয়েছে দ্বিধা, শতচ্ছিন্ন সংসারের সুখ
শিশুদের কলকণ্ঠ রৌদ্র কলরব স্নেহ প্রীতি
শিকড়ে শিকড়ে লোভ অভিলাষ মাটির তলায়
আমূল প্রোথিত আছে এখনো, কোথাও
চকিত ইশারা নেই বুকের অতলে বরাভয়
এখনো তোমার নামে অনড় বিশ্বাস নেই, তবু
তবু নতজানু আমি ক্ষমাপ্রার্থী ক্ষমাহীনতার
ভিতরে ভেঙেছে ঢের আমি বাহিরে টের পাইনা কিছু
তোমার নির্মাণ বড়ো অলৌকিক বড়ো বেশি অলক্ষ্যে যে তাই
কিছুই বুঝি না, কেউ বোঝে? আমি কিছু জানিনা যে
এত একলা পথে যেতে বুকের বেহালা শুধু বাজে।

□

এখনই কি ফেরে কেউ? দেখ সব আনন্দে চলেছে
যে যার নিজের পথে কি মুখর মায়াবী জগৎ!

কোথায় আঘাত পেলে? অভিমান? দেখ পথে পথে
ধুলোর বালির সোনা শরীরের মনের সম্ভার।

সবাই চলেছে। তুমি নতমুখ। কী যে দেখ, ভেতরে তাকাও!
তোমার শরীর থেকে ঝ'রে যায় লতাপাতা ঘাস।

কষ্ট কেন? সব ছিলো। সবই আছে। তবু কী যে চাও
হাসি কলরব এসে থমকে যায় দুরূহ সম্মুখে

এ কেমন বিষণ্ণতা? এ কী দ্রোহ? এ কোন নিয়ম?
কাউকে নেবে না সঙ্গে? কোনো কিছু? শুধুই নিজেকে!

শুধু নিজেকে নিয়ে এ কেমন উদাসীন যাও
পথে পথে দিকে দিকে নেমে আসে অকাল গোধূলি

তুমি ভোলো অনায়াসে, আমরা কি ক'রে সব ভুলি!

□

তুমি তো কখনো বলোনি
        এভাবে চ'লে যাবে।
তাহলে হয়তো অন্যভাবে শুরু করা যেত
সূর্য আজ পশ্চিমের পথে
        ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে
জীর্ণ হচ্ছে শরীর দীর্ণতর হচ্ছে মন
ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা জমছে
তুমি তো কখনো বলোনি সখা

তাহলে কি এই-ই তোমার ইচ্ছে?
এভাবেই গুঁড়িয়ে যাই এভাবেই ফুরিয়ে যাই আমি?
সর্বস্বান্ত হলে
        আমার হাত ধ'রে বলবে,
দেখ, দেখ, তোমার সমস্ত ব্যর্থতা মালা হয়ে
        দুলছে আমার গলায়
বলবে,
        দেখ, দেখ, তোমার সমস্ত অভিমান গান হয়ে
        বাজছে আমার কণ্ঠে
বলবে,
        এই-ই তোমার পথ প্রমত্ত কবি!

□

বাউল নিজস্ব পথে চলেছিল ঠিকানা ছিল না
মৃত্যুর নূপুর পায়ে চলেছিল কি যে অন্বেষণে
তুমি বহু দূর তীব্র দুপুরের লাবণ্য ছড়ানো আনমনা
তাকে ডাকলে ঃ ঘনাইল ছায়া বনে বনে।

এলে না এ জন্মে সখি, কে বলেছে? জানো না কোথায়
মনের মানুষ থাকে তাই গান কোথা পাব তারে
তোমার আমার মালা দেখ গঙ্গাযমুনা ভাসায়
জলের দেওয়াল ভাঙে আশ্লেষের বসন্তবাহারে।

□

কি লিখতে কি লিখব, তাই চিঠি দিইনা তোমাকে।
আমার অল্প ক'টি মাত্র শব্দ।
                    রোগা পটকা অক্ষরগুলি রোরুদ্যমান।
তুমি রগুড়ে মানুষ।
চোখের জলটল তোমার আবার সয়না।
ডাক টিকিট কিনতে যেতে যেতে আমার বেলা ফুরিয়ে যায়।
পোস্টমাস্টার চ'লে যেতে যেতে বলেন
                    কাল এসো।
এইসব—এসবই হয়তো অজুহাত।
সে সব তুমি বুঝবে।
                    আমি তোমার কাছে না গেলেও
                    আমি তোমাকে চিঠি না দিলেও
যেদিন দুপুরবেলা মেঘ মন্দিরের চূড়া ছুঁয়ে
                    নেমে আসবে নদীর জলে
বিকেল বেলার ব্যাকুল বাতাস মেদুর হয়ে উঠবে গাছে গাছে
সন্ধে বেলার শ্রমশীর্ণ সংসারে বিপদ সংকেতের মতো বেজে উঠবে শাঁখ
রাতের তারাদের কানাকানিতে চমকিত হবে পথের ধুলো—
                    আমি জানি
তোমার মনে পড়বে
একটি শতচ্ছিন্ন সংসারের ছবি
কিন্তু তার পাগল করা সুগন্ধ তোমাকে ঘুমোতে দেবে না
তুমি নিশ্চয়ই দেখবে
সেখানে কে যেন আগুন জ্বেলে দিল—তার হাজার হাজার শিখা
প্রণতি মুদ্রায় তোমাকে শরণাগতি জানাল
কয়েকটি শরীর নীল হয়ে লাল হয়ে হলুদ হয়ে কুঁকড়ে যেতে যেতে
                    তোমাকে ভালবাসতে লাগল
তুমি রগুড়ে মানুষ
তাই তাদের মৃত্যুমুখী কাতরতা তর্জনী তুলে দেখাতে দেখাতে
বললে, শুভরাত্রি।
আর এলে না।

দেখলে না সেই ভস্মরাশিতে পৃথিবীর আশ্চর্য ভাস্কর্যের মতো
উঠে দাঁড়ানো একটি মানুষ
তার নাভিমূল থেকে উচ্চারণ করছে তার উদ্দেশে রচিত
প্রেমের কবিতা
যে আগুন জ্বেলে পালিয়েছিল একদিন
কিন্তু পোড়াতে পারেনি।

□

যখনই এসেছো সঙ্গে এনেছো লোকজন
চাটুকার উমেদার কাঙাল শরণাগতের দল
এনেছো অপেক্ষমান রিক্সা ট্রেনের রিজার্ভ টিকিট
মেঘলা আকাশ ঝড়ো হাওয়া
ত্রস্ত পাখির চঞ্চলতা
আর আমার সারাদিনমান সারারাতভর তাকিয়ে থাকা চোখের
চকিত খুশিটুকু মিলিয়ে দিয়েছো!
আমি দেখেছি তুমি এলে সঙ্কুচিত হয়েছে আমার মাধবীলতা
ম্লান মুখে ঝ'রে গেছে আমার বকুল
উড়ে গেছে শাদা ডানা মেলে পাখি
নিচু হয়ে নেমে আসা আমার আকাশ
সহসা বহুদূরে উঠে গেছে।
অথচ ওরাই প্রতিদিন জিজ্ঞেস করেছে আমাকে
তুমি আসতে এত দেরি করছ কেন?
আমিও বাড়ি ফিরে শুধিয়েছি ওদের
তুমি এসেছিলে কিনা!
যখনই এসেছো সঙ্গে এনেছো দলবল
তুমি এলেই ব'সে যায় বাজার ব্যস্ত লোকালয়
বেজে ওঠে বিউগল গার্ড অফ অনার
ফিরিওয়ালা ম্যাজিক সার্কাসের তাঁবু গানের ওস্তাদ।
আর আমার দিনরাতের সযত্ন সঞ্চয় তৃষ্ণাটুকু
হাহাকারের ম্লান ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।

□

তুমি সব কেড়ে নেবে ব'লে ভয়ে তটস্থ রয়েছি।
দু'হাতে রয়েছি চেপে বুকের ভিতরে ভাঙাচোরা
কিছু স্বপ্ন স্মৃতি সুখ দুঃখের সংসার
অন্তরঙ্গ অন্ধকার অবিস্মরণীয় পথ রেখা
পুরনো গল্পের বই পথের পাতায় কাঁপা জল
মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন অর্থ আত্মবিস্মৃতির ভীরু ছায়া
মৃগয়ার দ্বিপ্রহর অন্ধ করতলে ভালবাসা
তুমি কেড়ে নেবে বলে স্বপ্নে জাগরণে সদা ভয়।
এখনো মমতা! একি দৈবী মায়া!—তুমি
হা হা ক'রে হেসে ওঠো, আমার মাটির ঘরবাড়ী
আমূল কম্পিত হয়, উদাসী হাওয়ায় ঝরে পাতা
জলমগ্ন চোখে সব ভেসে যায়, যেন
প্রলয় পয়োধী জলে, মুহূর্তে উধাও মায়াজাল।
অক্ষমতা—অক্ষমতা ভীরু তো সহস্রবার ভীরু
তুমি কেড়ে নেবে ব'লে স্বপ্নে জাগরণে সদা ভয়।

□

আমার সমস্ত লেখা তোমার উদ্দেশে ভেসে যায়।
আমার সমস্ত শব্দ বেজে ওঠে তোমার আকাশে।
শুধুই তোমাকে ঘিরে এই ব্যথা রক্তস্ফীত শিরা
অজস্র দুর্বোধ্য ক্ষয়ক্ষতি আর চোখের জলের
প্রবাহতরল নীল হাজার মাইল শাদা বালি
আমার কালসিটে ক্ষত ধুলো পা খালি গা শ্বাসাঘাত
আমার দুমড়ানো ভাঙা শতচ্ছিন্ন কৈশোর যৌবন
ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি স্বপ্ন পিপাসার অশ্রুবাষ্পময়
রক্তলিপ্ত অন্ধকার বুকের আগ্নেয় ক্রোধ হাতের কুঠার
ঝড়ে উড়ে যাওয়া শুকনো লাল পাতা সোনার নূপুর
আমার অকূল জ্যোৎস্না সমুদ্রের মতো মাঠ মাঠের গভীরে
রেবার নির্দিষ্ট স্থির পবিত্রতা
সমস্ত তোমাকে

সমস্ত তোমাকে নিয়ে
এই ছল চতুর ছুরির মতো তাকে
চিরে চিরে ছিঁড়ে ফেলা ভেঙেচুরে ক্ষোভের দুপুর
সমস্ত আকাশ মুচড়ে ছিঁড়ে চ'লে যাওয়া ফিরে আসা
ঘাড় নিচু মাথা হেঁট আমার পিতার হিম শরীরের কাছে
আমার মায়ের গাঢ় দীপ্তহিম আঁধারের কাছে
আমার জন্মের মৌল অফুরাণ বেদনার কাছে
ওইসব সব কিছু তোমার আকাশে লিখে ভেসে যাওয়া ছাড়া
এইসব সব কিছু তোমার মাটিতে লিখে ঝ'রে যাওয়া ছাড়া
আমার উপায় নেই আমার উপায় নেই কোনো।

আমার সমস্ত লেখা তোমার উদ্দেশে ভেসে যায়।
সমস্ত মৃত্যুর কাছে তোমাকেই দীপ্ত মনে পড়ে
চোখ জলে ভ'রে ওঠে ভিজে যায় বুকের বারুদ
জ্যা-মুক্ত বিষাক্তমুখ তীর শূন্যে জ্ব'লে নিভে যায়
কে নিয়ে পালায় শস্য শিহরিত সমূহ সংসার
আমার চোখের সামনে নিষ্পলক পড়ে থাকে ভাই
পড়ে থাকে বন্ধু বোন সংখ্যাহীন মানুষের দেহ
অসংখ্য গ্রামের চিতা স্মরণীয় মন্দিরের চূড়া
দীর্ঘ সিঁড়ি শাদা থাম নষ্ট মৃত নদী
অজস্র গানের টুকরো আমার গানের টুকরো তোমার গানের
আমার সমস্ত লেখা শর্তহীন শুশ্রুষাবিহীন
তোমার উদ্দেশে ভেসে যায়।

□

তোমাকে দেখিনি ব'লে যে দুঃখ ফুলের সুগন্ধের মতো ছড়িয়ে পড়ে
তা নিয়ে মজা করে বাউল বাতাস গেরুয়া ধুলো টেরাকোটার মৃদঙ্গবাদিকা
আমি চুপ ক'রে থাকি। তুমি চুপ ক'রে থাকো। নিশ্চুপ প্রতিটি শব্দ।
কোথায় যেন এক জলস্রোতের বেদনা গড়িয়ে গড়িয়ে আসে হৃদয়ে
টলোমলো সাঁকোর ওপারে তুমি ভয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছ যার দিকে
তার নাম নিয়েই আমি ছেড়ে এসেছি ঘর তার আগ্রহেই চলেছি একা
তার বন্ধনেই এতো নির্লিপ্ত তার ঔদাস্যেই এতো ব্যাকুলতা
তারই আলো দেখেছি তোমার আনমনা ফেলে আসা ছিন্ন পাতায়

না লেখা কবিতায় অসমাপ্ত ভ্রূবিলাসে আমাকে লেখা চিঠির অক্ষরে
তোমাকে দেবার আগে প্রতিটি শব্দ পুরশ্চরণে পবিত্র করতে করতে দেরি হয়
ততক্ষণে কবিদের মিছিল তোমাকে ঘিরে ফেলে শব্দের পাথরে আকাশচুম্বী প্রাসাদ
সিং দরোজায় কতোয়ালের মতো পাহারাদার কবি এমনভাবে তাকায় যে
আমার হাত থেকে খসে পড়ে তোমার প্রিয় নদী চোখ থেকে ছিটকে পড়ে
গল্পের বিকেল পাঁজরের আড়াল থেকে বিরহে মোড়া ক'টি তোমার প্রিয় পংক্তি
তুমি জানতেই পারোনা আমি কিভাবে যাই কিভাবে ফিরে আসি
দেরি হবে। তোমার দেরি হবে। ব'লে নির্বন্ধের মতো পাখি উড়ে যায়

□

যখন পথ জনমানবহীন
আকাশ থেকে গড়িয়ে নামে ছায়া
ঝাপসা দিন রাত্রি মায়াসীন
যখন যাওয়া শুধুই চ'লে যাওয়া

যখন নদী ফেরে না আর, কেউ
দাঁড়িয়ে কিনা দেখেনা চেয়ে ফিরে
ব্যথিত বন স্তব্ধ শ্রাবণেও
সচরাচর মেঘেরা নেই ঘিরে

অধীয়মান ধর্ম সনাতন
অন্ধ চোখ বধির শ্রবণে সে
জড়ায় দেহ ছড়ায় সারা মন
বিবংসা সেই চণ্ডালিনী এসে

শরীর চায় মধ্বাসবে মেতে
অরূপাজীবা ধারাবাহিক নারী
আত্মা চায় সমূহ জ্বালা খেতে
যখন পথে আদিম ঝড় ভারি

যখন পথ পাতালে, জায়মান
মুক্তি ডোবে, ব্যথিত নিরাকুল
শরীর ভেঙে ছড়ায় শতখান
আলোল লাল রসনা এলো চুল

আকাশ যায় পাতাল গঙ্গায়
বাতাসতীর বেঁধে আমূল চিতা
রক্ত! নাকি আগুন! ফোয়ারায়!
দাঁড়ায় স্থির মৃত্যু মনোনীতা

কি নেই আর কি নেই সেইখানে
যখন পথ জনমানবহীন
জন্ম থেকে মৃত্যু, মাঝখানে
জিহ্বালাল পিপাসাময় দিন

যখন পথ অজানা ওড়ে বালি
গহ্বরময় অন্ধকরপুটে
অসংবৃত রাত্রি ফালি ফালি
সহস্রারে সহসা আলো ফুটে

ফিনকি দিয়ে পড়ছে সানুতলে
ভিজেছে দুটি অপরাজেয় উরু
পূর্ণরাগে অথৈ নীল জলে
কোথায় শেষ? কোথায় এর শুরু?

এসব কথা সাংকেতিক, কাকে
বোঝাবো, বাবা, অহৈতুকী কৃপা
সপরিবার মানত করো মাকে
তিলক ফোঁটা কাটো মাথায় শিখা

কবিরা যাও দু'হাতে ভিখ মেঙ্গে
ঋষিরা যাও বন্ধ করে চোখ
গৃহীরা খাও রামকৃষ্ণ ভেঙে
ছেয়েছে দেশ শকুন ও তক্ষক

ছেয়েছে দেশ দারুণ প্রতিভায়
পাড়ায় বটপাড়েরা দেয় অভীঃ
মুণ্ডহীন দেবীরা সব খায়
রাতকে দিন বানায় বড়ো কবি

যখন এর শুরু ও নেই শেষ
যখন নেই কোথাও আর ত্রাণ
অভ্যাসের দু'চোখে লাগে রেশ
লাগাও জয় উৎসবের গান

ভাসুক সব ডুবুক জলতলে
লোভীর মতো কবি ও কাপালিক
নপুংসক 'ন হন্যতে' ব'লে
আত্মঘাতী ভাসায় দশদিক

দেখাও তবে চণ্ডবেগ যত
ভরাও তাকে আশিরনখ সুখে
করুক পান আগুন, এই ক্ষত
দেখুক দেহ পাতালে খুব ঝুঁকে

গঙ্গাজল হয়েছে খুব ঘোলা
আর্তনাদ শোনেনা রাক্ষুসী
মাংসভুক দু'বুক তার খোলা
পাগল তোলে আকাশে তিন ঘুষি

অমনি সেই সাতটি ঋষি দেখে
প্রতিটি কলা অগ্নিময় তার
শ্লোকের মালা ভেসেছে একে একে
ফেটেছে সুখে মাথায় সহস্রার

উন্মাদের ধর্ম নাও যদি
ভণ্ড নয়, পাষণ্ডের মতো
বলো যে, আমি দেখেছি নিরবধি
মুণ্ডহীন ধড়ের সব ক্ষত

দেখেছি তাতে দিয়েছে ওরা নুন
দেখেছি খুলে নিয়েছে সব হাড়
দেখেছি চোখে পিপাসাসকরুণ
তুলেছে ধ'রে ওষ্ঠে বিষভাঁড়

দীক্ষা যদি নেবেই এসো উঠে
বলো যে আমি নেবোনা এক কণা
বলো যে আমি উঠেছি পাঁকে ফুটে
বলো যে আমি এ মৃত্যু মানব না

তবেই দেবে সূর্য মধুকর
মন্ত্র দেবে ব্যাকুল ব্রাহ্মণ
রুদ্র দেবে অমৃতময় শর
সে উদাসীনা হয়তো দেবে মন

তখন তাকে নিপুণ কৌশলে
বাজাও জলে আগুনে মহিমায়
হাজার বার বিরোধাভাস ছলে
কাছেই তবু অনেকদূরে যায়

নিকষ কালো রাত্রি কালো তীর
তারায় তার নিকষ কালো চুল
শোণিতস্রাবী তমসা গম্ভীর
সজল সেই গহ্বরে কালো ফুল

খরস্রোত নিরিন্ধন লাভা
পাহাড় আর পাথর আছে ছেয়ে
জ্যোতির্ময় গুল্ম থেকে আভা
সূর্য নেয় চাঁদেরা নেয় চেয়ে

শস্য নেয় প্রাণীরা নেয় আর
শরীরবিহীন পুরুষ রমণীরা
নিরঞ্জন নিহিত আত্মার
বনস্পতি এবং ওষধিরা

যখন শুধু আকাশ তার মায়া
এমনি ক'রে ছড়ায় সব লোকে
জন্মহীন মৃত্যুহীন কায়া
অনুপ্রবিষ্ট বীতশোকে

অধীয়মান ধর্ম সনাতন
জড়ায় এবং ছড়ায় মায়াবিনী
মোহিনী এক আড়াল করে মন
চিনিনা তাকে চিনিনা, তাকে চিনি!

□

চলো তোমাকে দেখিয়ে আনি কী ভাবে চাঁদ ডুবে যায় চুড়োর ওপারে
কি রকম নিঃশব্দ অদ্ভুত অন্ধকারের থাবা নেমে আসে উপত্যকায়
তোমার নিঃশ্বাসের ভেতর জেগে ওঠে গায়ত্রীর অমোঘ ছন্দ
তোমার ঋজু ক্ষোভহীন পদভঙ্গিমায় কি ভাবে বেজে ওঠে দুর্গজয়ের
অনাহত শৃঙ্খলা
এই ব'লে তোমাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবো সেই খাদের কিনারে
তুমি যেই ঝুঁকে দেখতে যাবে আড়াই হাজার ফুট নিচের কুয়াশা
তোমাকে আমি ছোট্ট একটু ধাক্কায় ঠেলে ফেলে দেবো।

গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে দেখব কুয়াশায়
তোমার চঞ্চল হাসি বেজে উঠছে প্রার্থনায়
উস্কোখুস্কো বুনো মাথা ঝাউ তান্ত্রিকের মতো করতালি দিচ্ছে উল্লাসে
পাইনের পাঁজরে পাঁজরে কোলাহল উঠছে প্রতিশোধ প্রতিশোধ
চাঁদ ডুবে যাচ্ছে অদ্ভুত আঁধার ছড়িয়ে সমস্ত চুড়ায় চুড়ায়।
আমি বলব, শুভ রাত্রি।

তারপর এক অশান্ত ছেলেবেলা পার হয়ে
আমি তোমাকে শুইয়ে দেব আগুনের নক্সা করা শয্যায়

আগুনের গয়নায় গয়নায় ভরিয়ে দেব তোমার ঝলমলে শরীর
মাথায় উঁচু করে দেবো আগুনের রক্ত লাল বালিশ
গায়ের ওপর বিছিয়ে দেবো নিচু হয়ে নেমে আসা
তারায় ভরা পর্যাকুল আকাশের চাদর।

বলব, শুভরাত্রি।
সমস্ত পৃথিবীকে বলব, উনি অসুস্থ। কারো সঙ্গে
দেখা হবে না।
তারপর দাঁড়িয়ে থাকব বাইরে অন্ধকারে কুয়াশায় নিঃসঙ্গ দৃষ্টিতে
যে পৃথিবীকে বার বার গ্রহণ করে বর্জন করার জন্যে।

□

একদিন যাদের হাতে ধ'রে
চিনিয়ে দিয়েছিলাম
তোমাকে
তাদের জন্যে শহর
সামিয়ানা টাঙায়
সভা করে হাততালি দেয়।

একদিন যাদের চিনিয়ে দিয়েছিলাম
তোমার
মাত্রা কলা
গায়ত্রী রুচিরা
হাতে ধ'রে
পার ক'রে দিয়েছিলাম
দুরূহ বাঁক
শহর
বেনারসি জড়িয়ে
পুরস্কৃত করে
তাদের।
একদিন যাদের জন্যে
তোমার রহস্যের
আস্তৃত আভার
শব্দমাত্রা যদি ছন্দের
সুদুর পারের
দু'একটি মুহূর্ত
বুক থেকে তুলে দেখিয়েছিলাম
তারা
বিক্রি করছে তোমাকে
আজ
তাদের বাজার।

আমি জানি
শহরে
ওই ভিড়ে ওই সভায় ওই হাততালির
উল্লাসের ভিতরে
তুমি অন্যমনস্ক হও, কাকে যেন
খোঁজো
কে যেন আসেনি ব'লে
দুঃখে
আচ্ছন্ন হয় তোমার মুখ।

দূরে দাঁড়িয়ে থেকে
আমি ফিরে আসি।
আমার
যেখানে যেখানে চোখ পড়ে
তুমি।
যেখানে যেখানে পা পড়ে
তুমি।
যেখানে যেখানে পা পড়ে
তোমার
জরির আঁচল পাতা।
আর
তোমার এই ভালবাসায়
দীপ্যমান হয়ে ওঠে আমার সাম্রাজ্য।

□

এমন বেদনা কে চেয়েছে জানিনা তো
পেতেছে করতল কে যে
ব্যাকুল জোনাকিরা খুঁড়েছে ভীরু রাতও
গিয়েছে শুধু চোখ ভেজে

কে শুধু ভালবাসা স্বপ্নে রেখেছিল
রেখেও ছিল জাগরণে
শ্রাবণ মেঘে মেঘে কেবলই দেখেছিল
বৃষ্টিধারা বনে বনে

এমন সুখী হতে কেন যে আসা তার
এমন কাহিনীও আঁকা
মানায় কখনো কি দুচোখে শুধু যার
শূন্য ভীরু পথ বাঁকা

ফিরেই যাবে যদি পেলে না করতলে
পেলে না আজীবন কিছু
এমন হাসিমুখে দুচোখে এত জল
তাকিয়ে লাভ নেই পিছু।

□

এঘর থেকে ওঘরে শুধু যাওয়া
এঘর থেকে ওঘরে যাওয়া শুধু।

বিকেলবেলা বিবেকচূড়ামণি
বিকেল বেলা উজ্জ্বল নীলমণি
সপ্রতিভ অন্যমনস্কতা।

এঘর থেকে ওঘরে যাওয়া শুধু
এঘর থেকে ওঘরে শুধু যাওয়া।

একটু পরেই বেরিয়ে যাব আমি।
বিকেলবেলা এমন বিপথগামী।
কৌতূহলে ঝুঁকেছে সভ্যতা।

এঘর থেকে ওঘরে যেতে যেতে
এঘর থেকে ওঘরে যেতে যেতে
এখনো আমি নেবোনা হাত পেতে
তোমার দেওয়া অমোঘ নগ্নতা।

আমার শুধু এঘর থেকে ওঘরে
চ'লে যাওয়া।

□

তোমাকে বিশ্বাস ক'রে বৃথাই গিয়েছে সারাদিন।
তোমাকে সর্বস্ব সঁপে দেখো কোনো কিছুই হল না।
তাতে কোন দুঃখ নেই। যেন এই পৃথিবীতে কেউ
তোমাকে কিছু না দেয়, না প্রেম না ঘৃণা, আমি তাও
কোনদিন বলবো না। শুধু সংশয়ীর ব্যাপ্ত মেঘ
গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চরাচরে একটি দুটি নক্ষত্রও নেই
গৃহী ও সন্ন্যাসী হাঁটছে অন্ধকারে হেঁটে যায় নারী
অবৈধ রাত্রির শান্ত কিনারায় চিররাত চতুর প্রতিভা
একই মৃত্যুমুখী অন্ধ গুহামুখে চলেছে মানুষ।

তোমাকে বিশ্বাস ক'রে বৃথাই সঁপেছি সত্তা। দেখো
কিছুই হল না। তাতে দুঃখ নেই। এই ভাঙা বুক
আবার পেতেছি যদি খুঁজে পাই কবিতার ভাষা
নারীর নিমগ্ন চোখে বন্ধুর মন্ত্রের মতো ডাকে
শস্যে ও পানীয়ে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের ভিতর
চলেছি দুরূহ পথে টিলায় জঙ্গলে দ্রুত একা
যেমন মানুষ যায় মুক্তিমুখী আগুনের কাছে।

তোমাকে বিশ্বাস ক'রে সর্বস্ব গিয়েছে, কিছু নেই
শুধু এক বিষে নীল অযোনিজ হিম দেহ
দেহের ভিতরে জলে ভাসে।

□

মেলায় ভিড়ে কোলাহলে কখন তোমার হাত ছেড়ে ফেলেছি
মন কেড়ে নিয়েছে রঙিন বেলুন বাঁশি যাদুকর সার্কাস
মুঠো খুলে গেছে কখন টেরই পাইনি
তারপর থেকে ভিড়ের মধ্যে গোলমালের মধ্যে কেবলই
বাইরে থেকে বাইরে দূর থেকে দূরে চ'লে এসেছি
বাইরের সবাই আমার হৃদয় অধিকার করে নিয়েছে
আর অন্তরের তুমি হয়ে উঠেছ ছায়াময় সুদূর

আজ এই অবেলায় আমার খেয়াল হয়েছে তুমি নেই

কখন আমার পলকা মুঠো থেকে খুলে গিয়েছে তোমার হাত।
কতদূরে কোথায় চলে এসেছি আমি জানি না
অচেনা মুখ অজানা মুখোশ অপরিচয়ের ভিড়ে
আহত প্রতিহত হতে হতে আমি দিশেহারা
আর আমার মেলায় কোনো আকর্ষণ নেই, মা
শুধু তুমি হারিয়ে গিয়েছ শুধু আমি হারিয়ে গিয়েছি
এই ব্যাকুলতার বেদনায় রক্তিম হয়ে উঠেছে আকাশ
এই দিশেহারা অবেলায় আকাশে জমেছে মেঘের পরে মেঘ
স্তব্ধ তরুশ্রেণী নির্বাক বাঁশি অশ্রুসিক্ত সজল হাওয়া
উৎকণ্ঠিত অব্যক্ত হাহাকার শুষে নিয়েছে আমার সব আনন্দ
কোথায় যেন বেজে উঠছে বার বার : ফিরে এসো, ফিরে এসো
খুবই কাছে অথচ দূরে বেজে উঠছে : ফিরে এসো, ফিরে এসো
আমার চারপাশে নিবিড় সজল গন্ধের মতো তোমার স্পর্শ : ফিরে এসো

আমি নির্বোধ ব্যাকুল বালকের মতো ভিড়ে ভেসে চলেছি।

□

তুমি বেশ ভালো করে জানো
কে আমাকে এনেছে এখানে

এত দূরে এসেছি তবুও
তোমার দুচোখে ঝরে লোভ।

রেখে গেছি অনেক প্রণাম।

কবি ধর্মযাজকের ভূমিকা নেবে না।

তার শ্রম তার স্বেদ তার শস্য নারী
মৃত্তিকাগন্ধিত।

আমি যাই।

তোমাকে নাচাক কটি আশ্রমচণ্ডাল।

□

আমি ভীষণ একলা ছিলাম ব্যস্ত ছিলাম নিজের সঙ্গে
অনাবশ্যক জীবনানুগ ভ্রমণসূচীর অন্তর্ভুক্ত
অন্ধকারে দরজা খোলা উঠোন ভরা শীতের রাত্রি
হাওয়ায় হাহাকার তুলেছে বৃদ্ধ অশ্বত্থের বেদনা
বটের ঝুরি ভয়ের গল্প হুতোম প্যাঁচার মুন্সিয়ানা
আমি ভীষণ একলা ছিলাম ভয়তরাসে, তবু আমার
বুকের ওপর পা রেখেছ।
সরিয়ে দিতে সাহস হয়নি সাহস হয়নি পালিয়ে যেতে
কঠিন আমার দুঃখী বুকে ওই পদপাত মানায় না যে
বেদনা বিদীর্ণ আমার ব্যাকুল বুকে জানায় না যে
অশ্রুত নূপুরের শব্দ
সয়না আমার এমন কৃপার অনন্ত স্রোত, ফুরিয়ে যাচ্ছে
অনেক স্বপ্ন
শুনেই তুমি হেসে উঠেছো ছড়িয়ে দিচ্ছ টুকরো ক'রে।
পদ্মপাতায় জলের বিন্দু।
বুকের ওপর পা রেখেছ যন্ত্রণায় আরক্ত বুকে
পা রেখেছ, ধ্যানের অতীত নীল পদপাত।
সয়না তবু সয়না আমার সাহস হয় না জড়িয়ে ধরতে
আমি ভীষণ ভয়তরাসে, জানিনা প্রার্থনার মন্ত্রে
কী অর্থ প্রচ্ছন্ন ছিল
উথাল পাথাল এই আনন্দ বিদীর্ণ প্রায় করছে হৃদয়
এর চেয়ে সেই জীবনানুগ ভ্রমণ আমার বেশ তো ছিল
একলা ছিলাম ব্যস্ত ছিলাম দুঃখে সুখে নিজের সঙ্গে।

□

আমাকে কি আর ম্যাজিক দেখাবে বলে
এত আয়োজন করেছ সারাটা দিন?
পৃথিবীর যত বিস্ময় আমি নিতান্ত খেলাচ্ছলে
ভাসিয়েছি শোধ ক'রে দিতে বহু ঋণ।

তার চেয়ে এসো বসো চুপচাপ পাশে
পাথরে গড়িয়ে পড়ুক নীরবে জল
মাটিতে ফুলেরা তারারা ও নীলাকাশে
ফুটুক—হৃদয় ও সুগন্ধে টলোমল।

□

এই অভিমান দুপুরবেলার খুব নিচু মেঘ ব্যাকুল হাওয়া
একলা পাখির শুশ্রূষাহীন শীর্ণ চোখের সজল আভাস
নিরন্ধ্র নীল নিংড়ে কাতর বৃষ্টিপাতের ঝাপসা বকুল
এই অভিমান দরজা বন্ধ ঘর থেকে দূর বাইরে যাওয়া

কে যেন তার সুগন্ধ এই মাটির কাছে পাতার কাছে
ছড়িয়ে গেছে দশটি বছর
কে যেন তার আনন্দ এই বুকের কাছে ছড়িয়ে গেছে দশটি বছর
কে যেন এই চোখের পাতা বুকের পাঁজর স্মৃতির প্রহর
উথাল পাথাল

কে যেন রোজ রক্তে রক্তে অনন্তকাল
স্বপ্নে স্বপ্নে অনন্তকাল
শুশ্রূষাহীন শীর্ণ চোখের অশ্রুপতন সম্ভাবনায় দুলতে দুলতে
অনন্ত কাল

গড়িয়ে গেল
এই অভিমান কার কাছে কার
উদ্দেশে রোজ
খুব নিচু মেঘ ব্যাকুল হাওয়া বালির চিতায় বিপুল বৃষ্টি।

□

মাঝে মাঝে সব ভালো লাগে।
পিঁপড়ের চলাফেরাটুকুও কেমন
মন কাড়ে।
মাঝে মাঝে যেদিকে তাকাই
শুধু শাদা নিচু মেঘ শুধু গাঢ় নীল
কাশফুল ঘাস।
ভালো লাগে আগ্রাসী বন্যা ও মাঝে মাঝে
খরায় আকীর্ণ দেশ গ্রাম
ছিন্নমূল মানুষ কুকুরও।
মাঝে মাঝে এই ভালো লাগা
আমাকে কোমল করে ব'য়ে যায় চোখের ভিতরে
জলে স্থলে।

□

এমন কি দেরি হতো যদি আসতে সেই দুঃখ ছুঁয়ে
যা ছিল পথের পাশে অবিকল প্রতীক্ষার মতো
যা ছিল সংসারে তীর্ণ অন্ধকার রক্তক্ষত ব্রতে
বুকের অত্যন্ত কাছে ক্ষ'য়ে যাচ্ছে যে ব্যথা সতত
প্রায় জীর্ণ পৃথিবীতে যে কান্না ফোটায় আলো ফুল
যে বিরহ ফুরোলো না দীর্ঘ দিবসে ও রজনীতে
যার জন্যে এ জীবন আপাদমস্তক ব্যর্থ হলো
এমন কি দেরি হতো যদি আসতে সেই পথে পথে

এমন কি ক্ষতি হতো যদি আনতে স্মৃতিলব্ধ ছবি
কিছু স্পষ্ট কষ্ট ভুল কিছু নষ্ট শীত রাত্রি মায়া
অনুতপ্ত লণ্ঠনের ঝাপসা আলো ভাঙা বাস্তু নদী
রক্তের প্রাচীন চাবি পর্যটন প্রণয় তামাশা
জীবন জানে না কিছু জীবন মানেনা কিছু, তার
স্পষ্ট প্রসারিত স্বচ্ছ করতলে জন্ম আর মৃত্যুর সন্তাপ।

□

কেউ তো নেই কাছে তবু কে রাখে হাত
নিবিড় অভিমানী এ হাতে সারারাত
কেউ তো কাছে নেই তবু কে ছায়াময়
কেবলি হেঁটে যায় কেবলি মায়াময়
কেউ তো নেই কাছে কেউ তো কাছে নেই
তবু কে ডাকে যেন ডাকে যে আমাকেই
সুদূর লোকে এই আকাশ পৃথিবীর
জ্যোতির্লোকে লোকে ডিঙিয়ে এ তিমির
কেউ তো কাছে নেই কেউ তো নেই দূরে
একটি মায়া সুর বাজে যে ঘুরে ঘুরে
এখানে সারাদিন এখানে সারারাত
নিবিড় স্নেহে রাখে এ হাতে দুটি হাত।

□

ক'দিন ধরে থম থম করছে মেঘ
রোদ ওঠেনি আলো ফোটেনি শুধু
হাড় কাঁপিয়ে জমেছে শীত

শীতে তোমার খুব কষ্ট হয়
তোমার পশম কাপাসের অভাব নেই
তবু তোমার খুব কষ্ট হয়

কেন, আমি জানি

তাই পাতাকুড়োনি মেয়েটি যখন
জামাকাপড়হীন ভাইবোনেদের নিয়ে
পাতা জ্বালায়
তোমার মুখে স্বস্তির আরাম ফোটে
কুঁকড়ে যাওয়া কুকুর আর ভিখিরীটিকে
সিঁড়ির নীচে যখন আলাদা করা মুশকিল
তুমি থমকে দাঁড়াও
টলমল করতে করতে শাদা জলবিন্দুগুলি
পদ্মের পাতা থেকে যেন গড়িয়ে পড়ে
তোমার অশ্রু
ভোরের শিউলির মত দুঃখ
ফুলের চারপাশে বেদনাবিহ্বল গন্ধের মত
পৃথিবীর কষ্টে তোমার মমতা

তোমার অশ্রু তোমার দুঃখ
তোমার বেদনা দেখবে ব'লে
চিররহস্যের মেঘ জমে
ক'দিন রোদ ওঠেনা
কোমল অন্ধকার থাকে
আর শীত পড়ে।

□

এভাবে আসব যাব কি শুধু
চোখের বেলাভূমি উধাও ধূ ধূ
এভাবে ব'সে কি থাকব আরও
পাষাণও গলে। আমি তাহলে তারও
চেয়ে কি প্রাণহীন? হে নাথ, শোনো
এ ব্যাকুলতা আমি কিনেছি কোনো
কানাকড়ি দিয়ে নয়, সে তুমি
নিজেও জানো, তবে এ বেলাভূমি
কেন যে ধূ ধূ করে কেন যে ভিজে
চোখের জলে সব আর যে নিজে
পারিনা এই ভার তুমিই বহো
লহো হে নাথ তুলে আমারে লহো
অনেক বেলা হল অনেক খেলা
নয়নপথগামী হও এ বেলা।

□

আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসো তুমি।
অনেকেই একথা বলেন।
আমি জানি
তোমার সাম্রাজ্যে সাম্যবাদ।
সামান্য পিঁপড়ের জন্যে কাতরতা
দেখেছি তোমার
বজ্রসংবেদনময় মৃত্যুতে দেখেছি
শান্ত অচঞ্চল উদাসীন।
তুমিই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতে জানো।
আকাশের মত ব্যাপ্ত অথবা আকাশ।

□

যেদিকে চাই কোথাও নেই কোথাও নেই শুধু
ব্যাকুল পথ উধাও দূর সুদূর সব ধূ ধূ
আকাশ ছিঁড়ে হৃদয়শিরা রক্তে মাটি ভিজে
কি যেন হয় অপরিণাম অনবসান কি যে!
আমি কি তাকে ভুলেছি তাকে এসেছি ফেলে? তবে
কে গান গায় এ বেদনায় আনত পরাভবে!
তার কি দোষ। ছড়াও যদি রাতের আশ্লেষ
ভরাও যদি কলস ভেঙে রঙ সে তার দেশ
দেখাও খুলে শস্যে ফুলে সজল সেই গ্রাম
এখনো আছে বুকের কাছে, কি যেন তার নাম?
কি দোষ তবে এ পরাভবে, এই যে অনাহুত
এসেছি পিছু কোথাও নেই চাতুরী ছল ছুতো
নিরভিমান দুচোখ ধায়, কোথাও নেই তুমি।
কোথাও নেই? একথা মেনে নিয়েছে মনোভূমি?
কোথাও নেই? এই যে ব্যথাদীর্ণ হাহাকার
গোপনে ছুঁয়ে চেতনা ছায় এ-কার অধিকার!
এই যে এসে রাত্রি মেশে দিনের পারাবারে
ভাঙায় ঘুম, এ করাঘাত, বলো তো কার দ্বারে?
এই যে গেল অন্বেষণে হন্যে হয়ে দিন
এ প্রেম কার? অনধিকার কে রেখে গেল ঋণ!
কে চায় শুধু অবহেলায় কেবলই অপমানে
কেবলই কামে ক্রোধে ও লোভে মোহান্ধ এইখানে
পুড়ুক দেহ জ্বলুক মন ঝরুক পাতা ছাই
যেন না আর ফিরে আসার বাসনা থাকে, তাই!
যেন না আর পৃথিবী তার অবচেতন লোকে
দেখায় লোভ, কে চায় বলো? মিথ্যা নীল স্তোকে
কে পারে মন ভোলাতে বলো মায়াবী তুমি ছাড়া
কে পারে যেতে এভাবে ফেলে ঃ আসছি তুই দাঁড়া—
তেপান্তর! কোথায় ঘর! কোথায় দোর! শুধু
ব্যাকুল পথ উধাও দূর সুদূর সব ধূ ধূ।

□

কথা ছিল কেউ থাকবে কেউ অপেক্ষা করবে আমার জন্যে।

নেমে দেখি ভিড়। নেমে দেখি কোলাহল।
নেমে দেখি যে যার নিজস্ব পথে দ্রুত ধাবমান।

আর আমার জন্যে কেউ অপেক্ষা ক'রে নেই।

যতবার আমি বেরিয়েছি ততবার এমনি দুর্ভোগ।
কখনো কিছু খুঁজে পাইনি অনায়াসে
অপরিসীম কষ্টে প্রার্থনার কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে গেছে
শ্রবণহীন অন্ধকারে বয়ে চলেছে নিঃশব্দ নদী
দেখেছি পৃথিবীর মৌলিক ও অন্তরঙ্গ তরঙ্গমালা
টাল সামলাতে সামলাতে বার বার তাই
নিজের কাছে ফিরে এসেছি
পিছনে হাসির শব্দ পিছনে হাসির শব্দ
পিছনে হাজার প্রেতের হাসি।

শুনেছিলাম, পথ খুব সুন্দর। দুপাশে গাছ।
ধু ধু নীল আকাশ। তারাদের মৌন।
তারপর নদী।
তটভূমি থেকে শোনা যায় ওপারের গান
ভালবাসার গান। ভালবাসার গান।

কথা ছিল কেউ থাকবে কেউ অপেক্ষা করবে আমার জন্যে।

নেমে দেখি পৃথিবীতে দুপুর উপচে পড়ছে।
জিনিসে মানুষে ঠাসাঠাসি বেলা
আর আমার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নেই।

□

এই আমি একরাশ প্রণতঃ অবিশ্বাস
তোমাকে দিলাম।
এই আমি বহুদিন শোধ করে যাওয়া ঋণ
কুড়িয়ে নিলাম।

ও নদী, ও ভুলে যাওয়া গ্রামের গরীব নদী
এসেছি আবার।
কে দিয়েছে মনে আছে আমাকে অনেকদিন
এ লেখার ভার।
আজও দেখ কিছু নেই, খালি হাত হেঁটে হেঁটে
তারাভরা রাতে
আমার কিসের ব্যথা বুঝে নিতে এসেছি যে
খাতাখানি হাতে।
এই আমি যতকিছু বানিয়েছি জড়ো ক'রে
তোমাতে ভাসাই।
গন্ধেশ্বরী তুমি, আমি ভুলে একদিন
গিয়েছি কাঁসাই।
আমার কি শেষ হবে? তবে যদি বলো আরো
একটি শিমুল
ঝুঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার সব পাতা ঝরাবার
করবে না ভুল।
এই আমি দেহ ছেড়ে দিতে আজ এসেছি যে
বালির চিতাতে
কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি চৈত্রমাসের এই
তারাভরা রাতে।

□

দু'পাশে বিরুদ্ধ স্রোত সামনে পিছনে কালো জল
স্পষ্ট বুঝি নীল শিশু বুকে আছে সহায় সম্বল

উত্তাল যমুনা তীরে অন্ধকার সমূহ সংসার
নিদ্রায় নিহত, রাত্রি উচ্চকিত হয় বার বার

বুঝি খুলে যায় দ্বার সরে স্রোত চোখের পলকে
মানুষ দেখেনি এত আলো ঝরে হাসির ঝলকে

বুঝি নাম বুঝি গান বুঝি কেন ফিরে ফিরে আসা
চির যমুনার তীরে, বুঝিনা তোমার ভালবাসা।

□

এক এক রাতে বৃষ্টি এসে দাঁড়ায়
হাত দুখানি বাড়ায়
অনন্যোপায় আমি সে হাত ধ'রে
নিজেকে দিই ভ'রে।

এক এক সময় হঠাৎ তোমার প্রেম
আমার যোগক্ষেম
বহন করে গ্রহণ করে, আমি
নইতো অনুগামী।

এমনি করে প্রতিরোধের শিবির
খেয়ালী এক বিধির
ইচ্ছেতে যায় নদীর জলে ভেসে
জানো কী উদ্দেশে?

এমনি ক'রে বিদীর্ণ মর্মরে
রাতের শিশির ঝরে
অপর্যাকুল বাউলহিয়া হাওয়া
ওড়ায় পথ চাওয়া।

দুঃখী মানুষ দিন কাটেনা ত্রাসে
নিজেই নিজের পাশে
দাঁড়াই এবং বাড়াই দু'হাত ভ'রে
বৃষ্টি তখন ঝরে

এক এক জীবন অবর্ণনীয়
তুমি কেবল দিও
সামান্য তার সুবাস পৃথিবীতে
শান্তি দিতে স্বপ্ন শুধু দিতে।

□

কে কোথায়! শুধু চমকে ওঠা
কে জানে আমার নাম? কই?
পথে ফোটা ঝ'রে যাওয়া ফোটা
এ জীবন কিছু নয় ঘাস ফুল বই

মাঝে মাঝে কাকে মনে পড়ে
কোনোদিন দেখেনি যে মুখ
কষ্টের ভিতরে জলে ঝড়ে
আমি তো রয়েছি নিরুৎসুক

তবু দেখি গভীর গোপনে
শিকড় ঝুঁকেছে তার দিকে
করজোড় পাতা বনে বনে
সুগন্ধে ঢেকেছে কুঁড়িটিকে

সারারাত ঘুরে ঘুরে হাওয়া
কেন আসে আজও অবিরাম
কিছুই হলো না যার পাওয়া
তারই কাছে রেখে যায় নাম

আমার সংসার প'ড়ে থাকে
আমার পোষাক ছিঁড়ে যায়
কতোবার অন্ধকার বাঁকে
টলোমলো পদ্মের পাতায়

আমি কাকে ভালবেসে একা!

□

মূলতঃ সমস্ত তত্ত্ব কামকলাময়।
সামরসা অগ্নিষোমাত্মক।
শুক্লবিন্দু রক্তবিন্দু স্পন্দিত সংবিত।
সমস্ত পশ্যন্তি বাক মধ্যমা বৈখরী
তুরীয় বিন্দুতে ত্রিমাতৃকা।
কামকলাক্ষর এই চক্রোদ্ভূত সমস্ত লহরী।
এর নাম ব্রহ্মযোনি সর্বতত্ত্বময়।

■

অক্ষররন্ধ্রের চিদাকাশ।
চিন্ময় ভূমি ও জল তেজ বায়ু এবং আকাশ।
কোটি কোটি যোজন সুধার সমুদ্র
সেখানে মণিদ্বীপ।
কল্পবৃক্ষ সমাকীর্ণ সেই বনে মাণিক্যমণ্ডল
নবরত্নময় পদ্ম
তারই মধ্যে অর্ধনারীশ্বর!

■

নিত্যমুক্ত অথচ বন্ধন!
উপাদানহীন সৃষ্টি বৈচিত্র্যমুখর!
স্ফুরিত জগদাকার অথচ অন্বয়
চিন্ময় সুস্থির।
এসবই জীবাণুগ্রহ।
সবই।

■

সমস্ত মাতৃকা গলে যায়
উত্তর বাহিনী গঙ্গা
আবরণ মুহূর্তে ভাসায়
থাকে না বিক্ষেপ
নাদ এসে থাকে যে বিন্দুতে
সংকল্প বিকল্প নেই
মনোহীনতায়
এক অকূল পাথার
ফুটে আছে একটি কমল।

■

মনোহীনতায় যেতে
অর্ধমাত্রা উন্মনী পেরোই
নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠা বিদ্যা শান্তি শান্ত্যতীত—
কোথায় নিষ্কল?
মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তি!
সা কাশীকাহং নিজবোধরূপা!

■

সবাই তো আড়ালে।
শুধু প্রতিরূপ চোখের সম্মুখে।
সবই তো গোপনে।
শুধু প্রতিরূপ বুকের ভিতরে।
সবই তো ভ্রান্তির।
শুধু মায়াময় জন্মের মৃত্যুর
মাঝখানে এ জীবন।
আমার নিজস্ব কিছু নেই।

□

তুমি আগুনের মধ্যে যেতে পারো যাও
মেঘেদের মধ্যে হাঁটিতে পারো হাঁটো
গণ্ডুষে পান করবে করো সমুদ্র
শূন্য মুঠো খুলে ছড়াবে ছড়াও চন্দ্র সূর্য

তোমার ম্যাজিকে আমার কোনো আগ্রহ নেই

ওই সব দেখায় আমার ঘাসফুল
বাগানের জীর্ণ ডালে বসা ছোট্ট পাখি
এমনকি থমকে তাকিয়ে একটি পিঁপড়ে পর্যন্ত

আমি চাই তোমার না থাকার প্রতিটি বিন্দু
আমার চোখের আকাশ ভ'রে দিক
আমার না থাকার একটি নিঃশ্বাস
দুলিয়ে দিক তোমার চরাচর।

□

ঈশ্বরবিশ্বাসী এক কবি রোজ প্রতিটি পাতায়
ফুলে পাপড়িতে ঘাসে কাঁটাগাছে
ধুলোতে বালিতে
খুঁজে খুঁজে কী যে লেখে
তার এক পুরোনো খাতায়
কবিতা কি? ছোট-ছোট অক্ষরের জলীয় কালিতে?

ঈশ্বরবিশ্বাসী এক কবি কোনোদিন তাকালো না
কার্যকারণের সূত্রে গ্রথিত সুখের দিকে
দুঃখের প্রতিও
হেলাফেলা ক'রে কাটিলো সামান্য জীবন।
হলো সোনা
কারো কারো ধুলোমুঠি। তার লাভ সমস্ত ক্ষতিও

স্পর্শাতীত। আজন্মের বিশ্বাসবিহ্বল ছলোছলো
সারারাত চেয়ে থাকে কবি স্তব্ধ রাতের আকাশে
তার সব লেখা যাকে উদ্দেশ্য ক'রে সে অশ্রুজলও
মুছে দিতে জানে না;
তো কবি হাসে দেখ কবি হাসে।

□

আমার বালি দুহাতে ওই তোলা কি আর সহজ হবে
জানি তুমি মস্ত কৃষক
ফুল ফোটাতে চক্রতীর্থে
ফল হতো খুব বালির মধ্যে জল হতো তৃষ্ণারও জানি
তবু আমার বালি তুলছো অনেক বছর
বীজ ফাটেনি
কোথাও কি নেই জলের চিহ্ন? কেবল শুকনো
উড়ছে হাওয়ায়
পড়ছে পরত একের পরে এক একটি ঠিক মুহুর্মুহু
তোমার গায়ে মাথায় মুখে

মত্ত কৃষক হাল ছাড়োনি
তবু আমার অনন্তমূল বালির মধ্যে রেখেছো বীজ
তৃষ্ণা যে তার স্পষ্ট শুনি
নিংড়ে নেবে নেবেই সে রস
নামবে পাতাল স্পষ্ট শুনি বালির শিরায় উপশিরায়
পাখার শব্দ পাখার শব্দ পাখার শব্দ
ফুলের গন্ধ
ফলের গন্ধ পাতার গন্ধ বালির শিরায়
সত্যি কৃষক
মাঝে মাঝেই এমন ঘটে।
তবু কি আর সহজ হবে
তোমার পক্ষে আমার এমন অনন্তমূল বালির মধ্যে
ফসল করা, দুঃসাহসে বীজ বুনেছো
জমিন কিনা
দেখতে ভুলে এমন কাণ্ড
তোমার কষ্ট অনন্তকাল।

□

এই যে দেরি হল, পথের বাঁকে
এই যে দেখা হল, নিরভিমান
সুদূরপরাহত তুমি কি তাকে
শেখাবে সবিরাম রভস কাম।

এখনো শরীরের প্রতীক্ষায়?
এর কি শেষ নেই ক্লান্তিহীন
সবই তো পুড়ে ছাই নীলচিতায়
পোড়েনা দিন রাত রাত ও দিন।

পোড়েনা হাহাকার পোড়েনা ভুল
যতই জ্ব'লে উঠে মজ্জা মেদ
হাওয়ায় দুলে উঠে মায়াবী চুল
আলোল রসনায় প্রতিভা মেধ।

□

সামান্য পতঙ্গ জানে কীট জানে। তুমিই জানোনা?
অথচ স্পর্ধায় যাও মাড়িয়ে সদম্ভে হেসে ওঠো!
শান্ত হও নত হও শ্রদ্ধাবান হও দেখবে কেমন সহজে
ভোরের ঘাসের শীর্ষে টলোমলো শিশিরও শেখায়।
দেখবে সহজে সব সরোবরে ফুটে ওঠে পদ্মের মতন
দেখবে সহজে সব ভেসে আসে করুণার জাহ্নবীর জলে
দেখবে সহজে সব পাওয়া যায় শেষ হয় এতো অন্বেষণ
শুধুমাত্র সমর্পণে শরণাগতিতে শুদ্ধ আন্তরিক হলে।
চুপ করো থামো দেখছো ধীরে ধীরে আলো নামছে নীচে
হাওয়ায় চন্দনগন্ধ শব্দ উঠছে অনাহত ধ্বনি
অনির্বচনীয় এক আনন্দে প্লাবিত : আমি সকলের পিছে
প্রণতি মুদ্রায় স্তব্ধ : ঘাস দুলছে তোমার মতনই।
চেয়ে দেখ জ্যোতির্ময় ভিখিরীর হাত থেকে ঈশ্বর আমার
কেমন সুন্দরভাবে হাত পেতে ছেঁড়া রুটি গ্রহণ করছেন
তেমন সহজে দেখ চলেছে নির্ভয় কীট তাঁরই দিকে স্থির
জন্মের মৃত্যুর মালা আমাদের, দেখ দেখ নিজ হাতে ধারণ করছেন।
তুমি যাকে যাকে ছুঁয়ে হেঁটে হেঁটে পৃথিবীতে মুক্ত করে গেছ
দেখ ভুলে গেছ সব। শুধু হাওয়া লুটোয় ধুলোতে
শুধু বৃষ্টি ঝ'রে যায় অন্ধকার ল্যাভেন্ডার বনে
অন্ধ বধিরতা নিয়ে স্তব্ধ তীরে ব'সে থাকে শুধু এক কবি।

□

এই অপমান তোমার তুমি একলা নিও পাঁজর পেতে
আকাশ থাকুক যেমন ছিল বাতাস থাকুক খুশি মতন
এই অপমান নিচু মাথায় বহন করো ক্রুশের মতো
দুঃখী মানুষ, সারাজীবন যেমন রকম একলা ছিলে
তেমনি থাকো, তোমার পাশে রাত্রি ঝরুক অনন্তকাল
তোমার হাতের দুঃখী আঙুল শব্দ বাজাক—শুনবে মাটি
মাটির কাছের মানুষ, তোমার চোখের জলে শস্য হবে
এই অপমান ছড়িয়ে পড়ুক কুড়িয়ে নেবার জন্যে পাগল
একজনা কেউ অন্বেষণে হন্যে হবে আসমুদ্র।

□

ঈশ্বরের সঙ্গে চলছে আমার বিরোধ
তাই এত ধুলোবালি তাই এত রোদ
পথে পথে পথে পথে ঘুরে ফেরা আর
এত বেশি কথা বলা এত অপেক্ষার
এমন হলুদপাতা গিরিকর্ণী ফুল
ঘূর্ণিপাক তরঙ্গ-ব্যথিত ভয় ভুল
লোভ ক্ষোভ মোহ স্পর্ধা দাঁতে দাঁত জয়
মাত্রাবৃত্তে কলাবৃত্তে এত নয় ছয়
বিপ্লবে বিরহে তীব্র বিরোধাভাসের
রক্তিম-রুচিরা জ্বলে নেভে জ্বলে ফের
ভীষণ একগুঁয়ে জেদী শব্দেরা হাওয়ায়
পাণ্ডুলিপি থেকে রোজ নষ্ট হয়ে যায়
স্থিরত্ব লোলুপ স্মৃতিসৌধে লাগে লোনা
'গৃহস্থের খোকা হোক' বলবো না বলবো না
ব'লে উড়ে যায় পাখি গূঢ় অভিমানে
বিষাক্তপাতার নীল জঙ্গলের টানে
ঘর হলো বাহির বন্ধু বাহির হলো ঘর
খঞ্জনি বাজিয়ে গায় বিরুদ্ধ ঈশ্বর।

□

আমাকে শেখাতে আসে আজো কৃষ্ণচূড়া
আমাকে বোঝাতে আসে ঘাসের শিশির
কেবল তাকিয়ে থাকে পুরোনো ঋতুরা
রাতে রোজ দেখা হয় সাতটি ঋষির

আর কতো জানা বাকি কতো শেখা বাকি?
আমি কি পড়াব? না কি দীক্ষা দেব? তবে?
বৃথা পণ্ডশ্রম, আমি ঠিক দেব ফাঁকি,
চলে যাব টুকরো হতে ধর্মের উৎসবে।

□

এ রকম দিন, এ রকম রাত বড় কষ্টের, সখা
বড় কষ্ট হয় আমার

আসব বলে যদি না আসো
বুক থেকে রোদ্দুর হাওয়া সুগন্ধ জ্যোৎস্না তুলে তুলে
বুক থেকে অপেক্ষা অপেক্ষা অপেক্ষা তুলে তুলে
আমি রচনা করি তোমার জন্য সব কিছু

পাতা পড়লে উৎকণ্ঠিত, হাওয়া বইলে উৎকণ্ঠা
আমার উৎকণ্ঠা মুহূর্তগুলি
একসময় খ'সে যায়, ছড়িয়ে যায়, হারিয়ে যেতে থাকে

তুমি আসো না
তোমার প্রতিটি শব্দ অক্ষর রোরুদ্যমান হয়ে
ঝাপসা হয়ে যায়
আমার মুঠোয় গ'লে যায় আহত অভিমান

আমি একলা, খুব একলা দাঁড়িয়ে থাকি
আমাকে ঘিরে থাকে
মেঘে ভরা অন্ধকার আকাশ।

□

যেন কিছুই হয়নি কোথাও নির্বিকারে পিঁপড়ে চলে
গাছের পাতায় জলের ফোঁটা গন্ধ ব্যাকুল ল্যাভেণ্ডার ও
শুষ্ক পাথর মৌন মেঘের মন্থরতা পার হয়ে যায়
সন্ধেবেলায় একটি পথিক উদাস উপুড় কাঁসাই নদী
আকাশ নামে ওপারে তার মৃত্তিকাময় মুখ দেখা যায়
তেমনি সজল স্নায়ুর ভিতর নিঃস্ব নীরব অপেক্ষা তার
তেমনি ধুলোর বালির পথের শীর্ষ শাদা রেখার আঁকা
স্তব্ধকাতর ভুলগুলি তার ওষ্ঠ কাঁপায় তর্জনীতে
যেন কিছুই হয়নি কোথাও দুঃখী সুখী এই পৃথিবীর।

□

সে আর আসেনা ব'লে বাগানের হলুদ পাতায়
ছেয়ে থাকে অভিমান
ডালে কুঁড়ি ভুলে যায় তাকে
ফুটে উঠতে হবে রাতে
দুঃখী চোখে চেয়ে থাকে পাখি
ছায়া দিয়ে ঘিরে থাকে নিচু মেঘ
অকারণ হাওয়া
অকারণ হাওয়া জ্যোৎস্না ছিঁড়ে খুঁড়ে
উন্মাদের মতো মাথা খোঁড়ে।

সে আর আসেনা ব'লে
সে আর আসেনা ব'লে
সে আর আসেনা ব'লে
আমার পৃথিবীময় ভুল
মানুষের অপরাধ অন্ধকার অসহ্য অনপনেয় স্মৃতি
জলমগ্ন ব্যাকুলতা হাহাকার থমথমে কঠিন
মুখের নিরন্ধ্র রেখা অভিমান কি গভীর দাহ
কি জটিল ঘূর্ণিপাক বর্শাঘাত রক্তমাংসে ক্ষত
সে আর আসেনা বলে
শাখা প্রশাখার জটিলতা
এত বেশি গমগমে রোদ্দুর এত বেশি
বিরোধাভাসের ছন্দ
ভেসে যায় তমসার জলে

আর আমার সুরক্ষিত দুর্গে দুর্গে অগ্নিবলয়ের
মায়াবী রক্তিম
যেন জ্ব'লে উঠে সুগন্ধী শৈশব
রহস্যের বয়ঃসন্ধি ন্যাপথালিন কৈশোর প্রাসাদ
অলিন্দ ঝরোকা শ্বেতমর্মরের খিলান ভীষণ
ব্যাকুল মুঠোর তপ্ত যৌবনের থরো থরো বেলা
অগ্নিবলয়ের স্পর্শে কেঁপে ওঠে
সায়াহ্নের প্রার্থনার মতো।

□

যে ফুল এখনো ফুটে ওঠেনি
যে বৃষ্টি এখনো নেমে আসেনি
যে গান এখনো আকাশলোকে
যে কবিতা লেখা হয়নি এখনো
তেমনি তোমার মুখ মুখের আলো

ফুলের মতো বৃষ্টির মতো গানের মতো
কবিতার মতো—একটা তির্যক ছায়া
আমার জন্মমৃত্যুকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়
আমার উপচে পড়া হৃদয়
অশান্ত বাতাসে শ্রাবণরাতে কেঁদে ফেরে

আমার উপেক্ষা আমার অপেক্ষা
আমার ঘৃণা আমার ভালবাসা
আমার ধ্বংস আমার প্রাণ
করজোড় ওই না দেখা মুখের দিকে
চকিতে যদি আলো পড়ে একবার।

□

এখন তোমার কাছে যেতে বড় ভয়
তাছাড়া এসেছি অনেক অনেক নিচে
অভিমান কাঁপে সারাটা জীবনময়
শুধু ভুল শুধু ভুল প'ড়ে আছে পিছে।

এমন একাকী এমন একাকী আর
কখনো লাগেনি, ও মধুর, বড় একা
আমার এপথে এতো ফুল বেদনার!
এতো বেশি ভুল? কেন হয়েছিল দেখা।

কে যায় কোথায়? কাছে দূরে কিছু আছে?
কার অভিমান, ও মধুর আনমনা
দেখা কি হয়েছে, জন্মান্তরে পাছে
দেখা হয়, তাই আমি যাই, আসব না।

আমি যাই। তুমি একদিন মনে করো
এইখানে ছিল আমাদের ভাঙা বাড়ি
বাগানে বোগেনভিলা ছিল থরো থরো
লেভেল ক্রসিং-এ পেরোত রাতের গাড়ি।

ও মধুর, তুমি আমাকে একলা রেখে
আকাশের নীলে ছড়ালে মৃত্তিকায়
অমর্ত্য ঋণ, আমি যাই, আজ থেকে
কোনো ফুল, বলো, ঝরবে না বেদনায়।

□

স্বপ্নে দেখি সন্ন্যাসীকে
হয়তো দ্রুত পথের বাঁকে ঝাপসা আলোয়
আকাশ জুড়ে মেঘরঙে তাঁর উত্তরীয়
পাগলা হাওয়ায় উড়ছে পাহাড় চূড়ার ওপর
নয়তো তিনি পায়চারিতে দীপ্ত দুপুর
মুখের দিকে তাকিয়ে নীচে নাব্য নদী
ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ভীষণ সাহস দেখায়
দু একটি ফুল কিংবা পাখি
কি এক ভয়ে গুটিয়ে গাছে শান্ত ছবি
স্বপ্নে দেখি সন্ন্যাসীকে
রাত নেমেছে হাজার তারার আলপনাতে
ধুলোর বালির পথ সেজেছে বাইরে কেমন
ফুলের গন্ধ বাউল বাতাস মুগ্ধ সাঁকো
কোথাও যেন বৃষ্টি হবে-চৈত্র রাতে—মেঘ ব'লে যায়
কোথায় যেন সর্বনাশের দৃশ্যাগোচর মহোৎসবে
যোগ দিতে যান দেবদেবীরা
স্বপ্নে দেখি ঘুম ভেঙে যায়
সন্ন্যাসী এক রহস্যময় উন্মোচনে
গভীর স্তনে মুখ রেখেছেন ওষ্ঠে ওষ্ঠ
বক্ষে বক্ষ আশ্লেষে তাঁর
রাত্রি অবশ—আমার দুচোখ—সর্বশরীর
স্বপ্নে সবই—
এমনকি সেই আমার ভীষণ আত্মহত্যা।

□

যেদিকে তাকাই শুধু ভাঙা রথ অসি চর্ম ঢাকা
যেদিকে তাকাই শুধু কাটা হাত মুণ্ডহীন ধড়
শুধু শ্মশানের শান্তি।
তুমি শুয়ে আছ দীর্ঘদিন।
যুদ্ধ করে শেষ হয়ে গেছে।
আমাদের আঘাতে ও অপমানে বিদ্ধ আজ তোমার শরীর
আমাদের জয়ে পরাজয়ে বিদ্ধ তোমার শরীর
আমাদের অধিকার-বোধে বিদ্ধ তোমার শরীর
উত্তরায়নের জন্যে অপেক্ষায় শুয়ে আছ তুমি
চান্দ্র মাঘ মাস আসবে শুক্ল পক্ষ
অপেক্ষায় আছ
ব্যথায় এক একটি দিন শতবর্ষ মনে হয়, তবু
উত্তরায়নের জন্যে আশ্চর্য প্রতীক্ষা ক'রে শুয়ে আছ তুমি
শুধু অনুশাসনের জন্যে এত দীর্ঘ ক্লেশ
এত ধৈর্য এত দূর ক্ষমা!
আমরা ভুলিনি, তুমি কামুক পিতার জন্যে
যুক্তিহীন শপথ করেছ
আমরা ভুলিনি, তুমি অম্বার কঠিন ক্রোধে এ জীবন
আহুতি দিয়েছ
একাকী বহন ক'রে গেছ দেশ
অপদার্থ উত্তরাধিকার।
তুমি অন্নদাস কার?
তবুও দ্রৌপদীকণ্ঠ অসহায় তোমার সম্মুখে!
আমরা ভুলিনি, জয় ধর্মে ছিল, ধর্মের জটিল জলে ছিল।
তাই এত নরমেধ যজ্ঞ হোম বিসর্জন বলি।
শুধু উত্তরায়নের জন্যে শুয়ে আছ তীক্ষ্ণ শরে?
চান্দ্র মাঘ মাস আসবে শুক্ল পক্ষ—
অপেক্ষায় আছ!
তুমি নিয়েছিলে ভার অন্ধকার গূঢ়সিংহাসন
তুমি নিয়েছিলে ভার, তার শেষ তীক্ষ্ণতম শরে।
দেখ, দেখ, দেবতারা অন্তরীক্ষে দুন্দুভি বাজায়,
পুষ্প বৃষ্টি ঝরে।
আমাদের জন্যে এত অসহ্য সুন্দর অবসান?
তোমার প্রতিজ্ঞা-তলে প'ড়ে থাকে আমাদের
অন্ধ অধিকার।

□

নামের মাস্তুলে রেখে চ'লে গেছ। ডানা মুড়ে আছি
দিনের সমুদ্র দেখি রাতের সমুদ্র দেখি চেয়ে
এতটুকু প্রাণ ভয়ে শুকিয়ে যে কাঠ তা' কি জানো?
রক্ত হিম হয়ে আসে জাহাজ টলমল ক'রে ওঠে
হাঙর তিমির দাঁতে ঝলসে ওঠে জলের পৃথিবী
ঝড়ের তামস নখে ছিঁড়ে যায় আমার পালক
খিদে পায় কান্না পায় মাস্তলের নীরবতা হাসে
তোমার জাহাজ ভাসে। বহুদিন সবুজ দেখিনা
বহুদিন মৃত্তিকার বক্ষলগ্ন ধুলো আর বালি
মাখিনা ডানায় কোনো নীড় নেই এই পৃথিবীতে
স্বজন বান্ধব নেই সংঘ নেই সমাজবিহীন
এত একা এত বেশি একা আর ভার নিতে তার
পারে না যে এ জীবন জানেনা যে এ জীবন কিছু
কেবল বিশ্বাস ছাড়া এই তীব্র সমুদ্রের মতো
বহুদিন রেখে গেছ দেখা নেই কোনোদিন আর
তোমাকে দেখিনা, আমি খোঁজ নিই, কেউ
কিছুই জানে না। শুনি আছো। ঠিক দেখা হয়ে যাবে
অজ্ঞাত অজ্ঞেয় তীরে। আপাততঃ জল
আপাততঃ ঢেউ ঝড় হু হু হাওয়া হাঙর তিমির
প্রতীক্ষার ধূ ধূ নীল ধূসর সবুজ আর শাদা
আপাততঃ বোবা নোনা ক্ষয়াটে ক্ষর্বুটে এই কাঠ
আপাততঃ মাস্তুলের অন্ধকার ছলনা বিস্তার।

□

যেহেতু বলিনি ভীষণ সত্য, তাই
চাঁদ উঠে এলো মেঘের দরজা খুলে
আনন্দ এলো; সমস্ত খেলাটাই
জ'মে গেল; 'কিছু গোপন থাকে না' ভুলে।
যেহেতু দেখিনি শুধুই চোখের দেখা
গুঁড়ো গুঁড়ো হল প্রতিমা অতর্কিতে
জলে ভেসে গেল খড়ের কাঠামো একা
আমাকে অন্ধ আতুর শিল্প দিতে

□

কোন কথাই ছিল না সেইখানে
অথবা সব কথাই ছিল লেখা
বৃষ্টি বাতাস বিকেল সব জানে।
আমি কি একা আমি কি শুধু একা

তোমার কাছে স্পর্শাতীত কাছে?
পাথর কেন? শুধায় বিভাবরী।
পাথর? শুধু পাথর? চোখে নাচে
জটিল জলে কোনার্ক কিন্নরী।

অনধিকার চর্চা করে কেহ
সূর্য ডোবে চূড়ায় কোন্ ছলে
অনতি ব্যবধানে যে প্রিয় দেহ—
এসোনা, কাছে এসোনা, কেঁদে বলে।

সে ব্যথা নিল দু'হাতে কালো ঝাউ
সে ব্যথা নিল আকাশ অভিমানে
সে ব্যথা নিয়ে নীরবে তারারাও
বলেছে, আর এসোনা এইখানে।

যাব না? আমি যাব না? হয় সেকি।
'আমি যে ওকে বাঁচাব দুটি ঠোঁটে'
অজপা করে এখনো ঘুরি দেখি
সে ভাষা জ'পে পাথরে ফুল ফোটে।

বাঁচাবো ওকে বাঁচাবো অনাহত
আবার যাক হাজার বিভাবরী
জটিল জল ভাঙুক সব ব্রত
সহস্রারে কোনার্ক কিন্নরী।

□

আমি জলে নামব না।
চুপ ক'রে ব'সে থাকব এই তীরে
চুলোয় যাক আমার স্নান
আমার আহ্নিক।
দেখব, তরঙ্গের পর তরঙ্গ
আছড়ে পড়ছে ভেঙে পড়ছে
উদ্দাম ব্যথাময়।

আমি জলে নামব না।
দেখব পায়ের তলে মাটির পৃথিবীতে
ছেয়ে যাচ্ছে ঘাস
বৃষ্টি পড়ছে
নীল আর নিচু আকাশ থেকে
স্বচ্ছন্দ রোদ্দুর
নির্লিপ্ত বাতাস
খেয়ালী নদী
সারি সারি প্রবাসী পাখিদের ডানা
অসহায় মানুষের
অন্তিম সমর্পণ।

আমি জলে নামব না।
চুপ ক'রে ব'সে থাকব এই তীরে।
নিচু হয়ে কিছু কুড়োবো না
উঁচু হয়ে দাঁড়াবো না কোলাহলে
ভালবাসব না আর
ঘৃণা করবো না
আমার কোনো গ্রহণ বর্জন নেই।
দেখব, তরঙ্গের পর তরঙ্গ
আছড়ে পড়ছে ভেঙে পড়ছে
আনন্দের।

□

তুমি ছবি থেকে উঠে এলে ব'লে এত গণ্ডগোল
তুমি পাথর থেকে উঠে এলে ব'লে এত কোলাহল
তুমি কথা বললে হাঁটলে খেলে ঘুমোলে আমাদের সঙ্গে
তুমি মানুষের মত হয়ে এলে আবার!

তোমার মনে পড়েনা মানুষ তোমাকে হত্যা করেছে কীভাবে?
তোমার মনে পড়েনা মানুষ ধুলোবালি ছিটিয়েছে তোমার গায়ে?
তোমার মনে পড়েনা মানুষ তোমাকে লাথি মেরেছে এই সেদিন?
তোমার মনে পড়েনা মানুষের দেওয়া বিষের ভাঁড় তোমার হাতে?

তবু আসা চাই! তবু ভালবাসা চাই! তবু মানুষকে শোনানো চাই ঃ
তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর তুমি সুন্দর!

দেখ দেখ আকাশ মুচড়ে ব্যাকুলতার নীল ঢল নেমেছে কেমন
নদী বেঁধেছে নূপুর বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে গায়ত্রীর ছন্দ
বাতাসে বাতাসে পথ হারানোর মল্লার
নিঃশঙ্ক কীট নিশ্চিন্ত পিঁপড়ে নির্ণিমেষ পাখি
আবিষ্ট সকাল আনন্দিত দুপুর রোমাঞ্চিত গোধূলি
স্তব্ধ প্রান্তর অন্ধকার জলস্রোত রক্ত নিংড়ানো ফুলের ভালবাসা
কি আশ্চর্য শৃঙ্খলা বিরাজ করছে লোকে লোকান্তরে
কি আশ্চর্য পাগলামিতে মেতে উঠছে আনন্দের প্রাচুর্য
শুধু মানুষ তোমার আলো তোমার আকাশ অস্বীকার করে
স্তূপাকার সংস্কারে আকণ্ঠ ডুবে গ'ড়ে তোলে
আবরণের পর আবরণ

অভ্রভেদী স্বার্থ ধর্মের নামে মোহান্ধকার ছড়ায়
অমৃতের পুত্র মৃতের মত প'ড়ে থাকে
অপমানে অমর্যাদায় অপঘাতে
তার সবকিছুই ভাঙা নষ্ট ঝাপসা অনিশ্চয় বিচ্ছিন্ন
আশ্চর্য! এর জন্যে তার কোন বেদনাবোধ নেই হাহাকার নেই!
ভালবাসতে না পারার জন্যে তার কোনো অনুশোচনা নেই!
তুমি ছবি থেকে উঠে এলে ব'লে আমার সংশয়ের বেদনা

তুমি পাথর থেকে উঠে এলে ব'লে আমার রোদনমৌন হাহাকার
তুমি কথা বললে ব'লে আমার এত ছন্দোময় বিদ্যুৎ
তুমি মানুষের মত হয়ে এলে বলে আমার সম্মুখে এত রূপ
আমার প্রতিটি আঘাত তোমার স্পর্শে এত সুন্দর দেদীপ্যমান
আমার সমস্ত অপমান সমস্ত ক্ষয় ক্ষতি এত মহিমময়
আর তোমাকে ভালবাসতে না পারার দুঃখে এত আনন্দ!
তোমার জন্যে শুধু তোমার জন্যে আমি সর্বস্বান্ত হয়েও রাজপুত্র!

□

ছবিটা এখনো অব্দি শেষ করতে পারিনি, জননী।
অজস্র জটিল রেখা বটের ঝুরির মত কাগজে কেবল
প্রায় ভূমি স্পর্শ ক'রে অন্ধকার রচনা করেছে।
জ্ব'লেছে নিস্তৃণ মাঠ ধু ধু জমি ব্যাকুল প্রান্তর
সীমানায় মরু শীর্ণ বালির কঙ্কালে শাদা নদী
পশ্চিম আকাশে ঝাপসা মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকা ধূসর পাহাড়
পাথরের ক্রোধে লাল রক্ত মেঘ তরল আগুন।
এই রকম পটভূমি।
ছবি চিরে ধু ধু শাদা পথ
দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হারিয়ে গিয়েছে—সীমাহীন
নাভিমূল ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে রাত্রি রাশি রাশি পাতা
অলীক আকাশ মুচড়ে ঝ'রে পড়ছে কমলা লাল বেগুনী হলুদ
নক্ষত্রের বনে বনে ব্যথিত-কোমল আত্মাবীজ।
এইরকমই পটভূমি।
শাদা কাগজের শূন্যে উঠে আসে প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ ভাসমান
হাজার শাখার চুপ, শ্বাস ফেলে নড়েচড়ে পাখি
প্রেতায়িত ছায়া কাঁপে অন্ধতলে অবসাদে অজস্র শিকড়ে
ধিকিধিকি জ্বলে কাম ক্রোধ মোহ লোভের আগুন
পুড়ে যায় উড়ে যায় শুধু হাড় শাদা হাড় হাড়ের পাহাড়
শুধু এই পটভূমি!
আর কিছু নেই কোনোখানে।
ছবিটা এখনো আমি শেষ করতে পারিনি, জননী।
যতবার শূন্যতার নীলে তুলি ডুবিয়ে গিয়েছি, ওই মুখ
বসাতে তোমার ফ্রেমে, ততবার কড়া ন'ড়ে উঠেছে দুয়ারে
যতবার কালিমাখা লণ্ঠনের আলোটুকু ফোটাতে চেয়েছি তত কেউ

রবি আছো, রবি আছো, রবি? বলে ঘরে এসে রাজা করে
দিয়েছে আমাকে।
তান্ত্রিকের মতো আমি পারিনি আয়ত্তাধীন সেই মূর্তি এনে
বসাতে কাগজে, সেই মাটির দাওয়ার কোনো বাষ্প নেই, কেউ
সেখানে বসেই নেই, বাঁ চোখে গড়িয়ে পড়া জল নেই, কোনো
বানান ভুলের একটি চিঠি নেই—
শুধু নিদ্রাহারা বলি রেখা
মৃত্যুর অধিক দুঃখ করুণার নীল স্রোত পুঞ্জ পুঞ্জ ঘুম
বেদনার শাদা ফুল আচ্ছন্ন আয়ত নিস্পৃহতা
আর কোনো রেখা নেই
যতবার সোনার কলস থেকে জল
দিয়ে ধুয়ে দেব ব'লে ধরেছি ও মুখ, তত নখের আঁচড়
বেজেছে শার্সিতে কাঁচে বৃষ্টিরাতে কঙ্কাল শিলাতে
আঙুলে আসক্তিবীত ঝ'রে গেছে ক্ষুব্ধ হিম রক্তাভ শীতল
শ্বেতপ্রভা ফোয়ারার রশ্মিধারা পদ্মকণা বিন্দু বিন্দু জল
প্রবাহতরল মৃত্যু অশ্রুবাষ্প জড়মৃত্তিকার কোমলতা।
যত কাছে গেছি তত অভিমানী চিতাভস্ম ভরিয়ে দিয়েছে
আমার সমস্ত সত্তা, বসিয়ে রেখেছে দূরে, উন্মাদ বাতাস
নিভিয়ে দিয়েছে সব নক্ষত্রগুলিকে আমি ছুটে গেছি অন্ধ বালুপথে
তাকিয়ে দেখেনি কেউ, তুমি জানো,
আমার রক্তের
ফোঁটা ফোঁটা তাপ কার স্নেহার্ত পাঁজর নিয়ে গেছে,
তার ছবি
সাতজন ঋষি এসে রোজ রাতে খুঁজে ফেরে, মা, তুমি ঘুমোলে।

□

একদিন কেমন সহজে ছুটে যেতাম
দমবন্ধ ত্রাস বুকভাঙা হাহাকার নিয়ে
বলতাম : ত্রাহি মাম
এক ধরনের নির্ভরতায় ঘুমিয়ে পড়তাম বিষণ্ণ বালকের মতো
একদিন মনে হতো আমার সখা আছে
বলতাম : সাবধান, সব ব'লে দেবো
সব কষ্ট নষ্ট হয়ে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলে
ঝ'রে যেত

আজ নিরঞ্জন আকাশ নিরঞ্জন নদী নিরঞ্জন সাঁকো

□

গন্ধে ঘুম ভেঙে যায়।
এ গন্ধ কিসের! কোন ফুল?
কাদের বাগানে ফোটে? নাকি কেউ ধূপ
জ্বেলেছে এ মাঝরাতে? এত রাতে বাড়ি
ঘুমিয়ে নিথর কে বা আতর ছড়াবে!

গন্ধে ঘুম ভেঙে যায়।
বুক ভ'রে ওঠে ঘনশ্বাসে
শিরা উপশিরা বেয়ে ধেয়ে যায়
আনন্দ গভীর
আমার আচ্ছন্ন চিন্তা চেতনা ডুবিয়ে
ভ'রে ওঠে ঘর।

এরকম পর পর। একে কাকতালীয় বলবো কি?
এরকম প্রতি রাত্রে। এর কার্যকারণ বুঝিনা।
এরকম গন্ধ। একে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বহনে অক্ষম।
তাই ভেঙে যায় ঘুম জেগে যায় সমূহ চেতনা
রাতের আকাশ শুধু নেমে আসে খোলা
জানালায়
রোমাঞ্চিত মৃত্তিকায় গড়িয়ে গড়িয়ে যেন যায়
অপার্থিব কোজাগরী আলোকসম্ভব।
গন্ধে ঘুম ভেঙে যায়।
চেয়ে থাকি যেখানে পৃথিবী
ধ্যানস্তব্ধ ঃ মুখে তার ফোঁটা ফোঁটা জমেছে
শিশির
দেবঅশ্রু ঃ চোখে তার ব্যাকুল সজল মেঘমালা
গেরুয়া হাওয়ায় চুলে টলোমলো স্পর্শাতীত ছায়া
অনির্বচনীয় দুটি ওষ্ঠপুটে সচুম্বন ঢেউ
শুধু এই শুধু এই —এছাড়া কোথাও নেই কেউ

কৃষ্ণগন্ধ আমি তো চিনি না।

□

সুদর্শন, রবি আসেনি?

হ্যাঁ মহারাজ, এসেছেন, ঠাকুর ঘরে—।

উনচল্লিশ বছর
কতোদিন কতো মাস কতো বর্ষ
কতো দিবসরজনী নিদাঘ-প্রাবৃট হিম-উত্তাপ
কতো সুখ দুঃখ সন্তোষ অসন্তোষ সংশয় বিশ্বাস
কতো অকৃতার্থ অনপনেয় হাহাকার
কতো অপমান আর অপযশ আর অণৃতভাষ
কতো ভীত বিচলিত আতঙ্কগ্রস্থ জীবন মৃত্যু

সমস্ত দুর্বল দুঃসহ বেদনা ছাপিয়ে
চিদাকাশে ঝংকৃত হয়েছে ঃ

সুদর্শন, রবি আসেনি?

সন্ধ্যা।
অপূর্ব কুটির।
এক আশ্চর্য অনুরাগরঞ্জিত নিবিড় নীল দিগ্বলয় রেখা
পত্রপল্লবের মর্মরে পরিক্লান্ত দিনান্তের প্রার্থনা
চন্দ্রলেখার কিরণসম্পাতে স্তব্ধ আশ্রমতরু
রক্তলালস্পৃষ্ট আকাশবক্ষে করজোড় সপ্তর্ষি
অঞ্জলিবদ্ধ সন্ধ্যাকাশের তিমির পটে
অনিমেষচক্ষু নিবিড় নক্ষত্রমণ্ডলী
অকম্পিত প্রদীপশিখায়
অখিল জগতাধিপতির পট
ধূপ ধুনো গুগগুলের গন্ধ

সহসা সমস্ত শিহরিত ক'রে
নিখিলের বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠ ঃ
সুদর্শন, রবি আসেনি?

পটের সম্মুখে উপবিষ্ট
জনৈক রবির অসাড় চিত্তকে মথিত ক'রে
তার পাষাণ চিত্তকে বিদীর্ণ ক'রে
স্নেহার্ত সংরাগে রঞ্জিত

সেই প্রশ্নের ব্যাকুলতা
তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল সেদিন!
তিনি মনে রেখেছেন!
তিনি স্মরণ করেছেন!
তিনি ভোলেননি!
তিনি ডাক দিয়েছেন।
সংগোপনে স্পর্শ করেছেন।

উনচল্লিশ বছর!
কালচক্রে ধাবিত অতন্দ্রিত সবিতা
রচনা করেছে দিন রাত্রি কলা কাষ্ঠা
অনন্ত অপমৃত্যুর আলোছায়াময় কুটিল জীবন
অপসৃয়মান অপজীবনের সায়ন্তন বিষাদ
অচরিতার্থ বেদনার অকরুণ অপরিণাম
অবসানহীন দিশেহারা
পর্যাকুল এক একাকীত্ব

মাঝে মাঝে উদ্‌গত হয়ে ওঠে ঃ

রবি আসেনি? রবি আসেনি? সুদর্শন ....

আর আমার শীর্ণ ডানায়
থর থর করে কাঁপতে থাকে
এক আশ্চর্য জোয়ার
জীর্ণ পাঁজরের তলে
বহু কষ্টে জ্বালিয়ে রাখা
এক জাগর প্রদীপ
মণিহীন পাথরের চক্ষুগহ্বরে ভ'রে ওঠে
কানায় কানায় অশ্রুধারা
মথিত হয়ে ওঠে ঃ

রবি আসেনি? রবি আসেনি? রবি আসেনি?

আসেনি মহারাজ।
সে অনেক দূরে পিছনে পিছিয়ে পড়েছে
সকল আরম্ভের
সকল অবসানের
সুদূর প্রান্তে
সে একা
তাকে ঘিরে আছে এক

নিরন্তর আত্মনির্মাণের (নাকি আত্মহননের?)
অন্ধকার
জড়িয়ে আছে
প্রতিদিনের জীবনের
গ্লানিময় যাপনভার

ঊনচল্লিশ বছর ধ'রে
যুগযুগান্ত ধ'রে
স্মিতকণ্ঠে তবু আকুল আর্ত জিজ্ঞাসা।

রবি আসেনি? রবি আসেনি? রবি আসেনি?

□

তোমার নিকটে যেতে আমারই বিলম্ব হয়ে যায়
আসক্তি বীজের টান বেঁধে রাখে বদ্ধমূল জীবন আমার।
কষ্ট হয়। কল্পিত কষ্টের দিন রজনী
আসে ও যায় আসে
ত্রাসে ও ব্যথায় বেলা কাঁপতে কাঁপতে দিগন্তে মিলায়
নিকটে যাবার বেলা কেবলি বিলম্ব হতে থাকে
কেবলি নীরন্ধ্র নীল আকাশ বিস্তীর্ণ হয়ে যায়
নিরুদ্বিগ্ন মাঠে মাঠে বৃষ্টিহীন বৈশাখী তৃষ্ণায়
কেঁদে ফেরে তপ্ত ধূ ধূ হাওয়া
ঘর ও বাহির ঘর অন্ধকার নিরন্ধ্র নীরব
অশ্রুহীন চোখের প্রবাহে ভেসে যায়
নিকটে যাবার বেলা নিকটে যাবার বেলা
নিকটে যাবার গাঢ় বেলা
ব্যথিত চোখের সামনে নিয়ে যাও তাকে ডাকো তুমি
ব্যাকুল ব্যথার সামনে তার হাত ধরো
চ'লে যাও
আমার বিলম্ব হয় কেবল বিলম্ব হয়
নিকটে যাবার বেলা ঝাপসা পথরেখা।

□

এরকম কথা ছিলো না।
কি কষ্টে যে কাটলো এতো দিন।
জল পড়ল পাতা নড়ল হাওয়া বইল এলোমেলো
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের আনাগোনায়
পৃথিবী মর্মরিত হলো
কতো সুখ দুঃখের ফুলে গাঁথা মালার সুতো
ছিঁড়ে পড়লো বার বার
কতো সূর্যোদয় প্রতিফলিত করলো তোমার হাসি
কতো সূর্যাস্ত উদ্ভাসিত ক'রে তুললো তোমার রক্তরাগ
পৃথিবী স্নান করলো কতোবার কতো
শারদপূর্ণিমায়
এ সবই পুরনো নিয়মে প্রথাসিদ্ধ রীতিতে ঘটে গেল।
শুধু আমার দেখা হলোনা তোমার সঙ্গে।
শুধু আমার কথা হলোনা তোমার সঙ্গে।
শুধু আমার চুপ ক'রে ব'সে থাকা হলোনা তোমার কাছে।
অথচ এরকম কথা ছিলেনা
কথা ছিলোনা আমাকে ওইভাবে খুঁজে ফিরতে হবে তোমাকে
নদীতে অরণ্যে আকাশে মৃত্তিকায়
সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে অবিকশিত ব্যথার অনির্বচনীয়তায়
অশ্রুসিক্ত আনন্দে স্তব্ধ পাষাণের প্রপন্নতায়
কথা ছিলোনা
এই সব স্পৃহাহীন ঘর দালানের
সংসারের জানলায় দরজায় পর্দার
বারান্দা বাগিচা নাটমন্দিরের
এতো সিঁড়ি থাম খিলান গম্বুজের
কথা ছিলোনা
ধুলো পড়বে তোমার পটের কাচে পাথরের বিগ্রহে
রুদ্রাক্ষের মালায় জপের আসনে
পিঁপড়ে চলাফেরা করবে তোমার নিষ্পলক চোখে
কথা ছিলোনা
তুমি এসেও এমন নিঃশব্দে চ'লে যাবে
আমাকে ভুলে যাবে এরকম
কেউ এসে কোনোদিন বলবে না
'আপনি কেমন আছেন'—উনি জিজ্ঞেস করছিলেন!

□

তোমার সঙ্গে দেখা না হলে
মানুষের প্রতি বিশ্বাস অর্জন করা হতো না আমার

কোনোদিন অনায়াসে বলতে পারতাম না
এখানে এসো এখানে এসো এখানেই আছে

জানতে পারতাম না ধু ধু প্রান্তরে
পিঁপড়ের বেঁচে থাকা, সহিষ্ণু বিশ্বাস

অদেখা থেকে যেত ধুলো বালির পরিচয়
অশ্রুত থেকে যেত আকাশের জলতরঙ্গ মাটির মন্দিরা

তুমি না এলে দশদিগন্ত উপচে পড়া এই চোখের জল
বুকের ভিতর এই সর্বপায়ী তৃষ্ণা সর্বস্বান্ত লোভ

ব্যর্থতার এই দাম চমহিন বমহিন আমার এই গতি
অপেক্ষাধূসর এত মধুরতা আঘাত অপমানের এত ঐশ্বর্য

কোথায় যে ভেসে যেত সখা, টেরই পেতাম না জীবনে।

□

তোমার সঙ্গে যেতে যেতে ঢের বেলা হল।
অতীন্দ্রিয় পথ প্রার্থনানির্জন নৈঃশব্দ
মন্দাকিনীরেখা সজলতা স্খলিতমন্ত্র জলস্বর
অনন্তবিদীর্ণ মুগ্ধ মূক কণ্ঠ হল
ফেলে আসতে খড়কুটোর ঐশ্বর্য—
তোমার সঙ্গে আসতে আসতে খুব আনন্দ হল
শ্রাবণের অন্ধকারে যন্ত্রণার জুঁই
নক্ষত্রলিপিতে লেখা আস্তীর্ণ ললাটলিপি
হৃদয়স্পন্দনে ছায়াচ্ছন্ন তৃণাঙ্কিত মাটি
ব্যাকুল সন্ন্যাসীর মত চলে যাওয়া—
তোমার সঙ্গে যেতে আসতে এই সব গ্রহণ বর্জন।

□

যেন যেখানেই যাও ফিরে আসতে হবে
এই রকমই তোমার মুখে শর্তহীন জ্যোৎস্না
এই রকমই তোমার মুখে সম্ভাব্য তথাস্তু
পৃথিবীতে কি সব অদ্ভুত নিয়ম
সারারাত প্রান্তরে পাতা ঝরে
সারারাত এক উদাসী নদী চুপ ক'রে থাকে
শৈশব কৈশোর যৌবন চুরি ক'রে
ধরা পড়ে বার্ধক্য
জীবনের কাছে মৃত্যুর কাছে গচ্ছিত যা কিছু
তোমার হাতে কয়েক ফোঁটা জলকণা
হয়ে স্তব্ধ!

□

যেদিকে তাকাই দেখি উপকরণবস্তুর জীবন
ব্যাকুল বুকের শুধু হাহাকার
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি
এক লক্ষ্যে ছুটে চলেছে সব গন্তব্যহীনতায়
ছুটে চলেছে এক মৃত্যু থেকে আর এক মৃত্যুতে
অথচ তাকে অমৃতের স্পর্শ
দিয়ে যাচ্ছে মাটির কান্না আকাশের বিরহ
তৃণের প্রার্থনা তারার অশ্রু
করজোড় পত্রপল্লবের সহিষ্ণু শরণাগতি
তার সহস্র উপকরণ ব'লে যাচ্ছে
এ নয় এ নয় এ নয়
আর এ সবের আড়ালে তুমি দাঁড়িয়ে
হাসছো সখা
যে সেই হাসি দেখেছে
তার শান্তি নেই অশান্তি নেই সুখ নেই দুঃখ নেই
জন্ম মৃত্যু নেই

□

আকাশের মত আভূমি আনত হয়ে আছে মন
সেখানে মেঘ আর বৃষ্টি
বজ্র আর বিদ্যুৎ
রোদ্দুর আর জ্যোৎস্নার বিধুর তরঙ্গমালা

মৃত্তিকার মত বিসারিত হয়ে আছে শরীর
সেখানে ধুলো আর বালি
ছেঁড়াপাতা আর ছাই
সহিষ্ণুতানীল রুক্ষ প্রান্তরের প্রপন্নার্তি

আকাশ আর মৃত্তিকার মাঝখানে
নির্বিকার নিঃসাড় নিষ্ক্রিয় নিশ্চল
নিরন্ধ্রনিবিড় আনন্দসত্তা

□

কত ভাবে যে বাজাতে চাইলাম
তার ঠিক নেই।

আসলে বাজাবার হাত সবার থাকেনা।

ফালা ফালা শরীরের সমস্ত জখমে
শতচ্ছিন্ন আত্মার সমস্ত ভাঙাচোরায়
উদাসীন হু হু হাওয়া পাতার মর্মর
তুমুল ফিসফাস গম্ভীর গোধুলি

কতো ভাবে যে বাজাতে চাইলাম
তার ঠিক নেই।
লোমহর্ষ অবিশ্বাস্য সে সব কাহিনী।

আসলে বাজাবার হাত সবার থাকেনা

আসলে কেউ একজন ভেতরে ব'সে বাজায়।

□

একদিন খুব ভোরবেলা দরজা খুলে দেখব
শাদা পথ ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে
আকাশ দু-একটি ম্লান নক্ষত্র নিয়ে নেমে এসেছে
মাটির কাছাকাছি
প্রসন্ন পাখিরা গান গাইছে, তাদের ডানায় পালকে
আনন্দ
শিশিরে নত হয়ে থাকা পাতায় উপচে পড়ছে
আনন্দধারার অমলদ্যুতির স্পর্শ
একদিন খুব ভোরবেলায় নির্বাক প্রান্তরে
দাঁড়িয়ে দেখব তোমার উত্তরীয়ের মত
গেরুয়া আলো ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীতে
গন্ধব্যাকুল বাতাস চঞ্চল হয়ে উঠেছে বনে বনে
স্তব্ধনিবিড় গভীর গোপন এক বার্তা রটে যাচ্ছে
সব কিছুর আড়ালে
একদিন খুব ভোরবেলা দেখব
তোমার হাসিতে কোনো রহস্য নেই

□

কোনো সফলতার সূর্যোদয় আমার না হোক
আমাকে একটি মহিমময় সূর্যাস্ত দাও
গঙ্গাতীরের সেই সূর্যাস্তের মতো
সূর্য অস্তমিত হচ্ছেন
তুমি কাঁদছো
আর একটি দিন চ'লে গেল মা
আমার সহস্র সূর্যাস্ত
অসাড় চিত্তে কম্পন তোলে না
আমাকে একটি মহিমময় দিবাঅবসান দাও
যেন দুচোখে দিক দিগন্ত পরিপ্লাবিত ক'রে
অশ্রু নামে

অসাড় চিত্তের পাষাণ ফুঁড়ে
অন্ততঃ সংশয়ের ভূমিকম্প হয়
তুমি কি আছো—
অন্ততঃ এই প্রশ্নের আঘাতে বেজে ওঠে
আমার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী

হয়তো এও একটা বানানো ব্যাপার
লেখার জন্যে লেখা
ভালবাসাকে ভালবাসার মতো
চোখের জলের জন্যেই চোখের জল ফেলা
তবু বানাতে বানাতে যদি সত্যিকারের
জল নেমে আসে
তুমি বলো ভালর অভিনয়ও ভাল
তাই প্রার্থনা বানাই ঃ
আমাকে একটি মহিমময় সূর্যাস্ত দাও

□

হঠাৎ অকারণে ভারি হয়ে ওঠে বুক
কি যেন বলতে গিয়েও বলেনা ঝড়ে ওড়া পাতা
ভাঙা ডানা ধূসর দুপুর
অনুচ্চার গলায় গান গায় পাখি
জলের ফোঁটার মত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে প্রার্থনা
আমার পূজা।

□

আমার দুঃখের রাতের অন্ধকার
আমার দুর্যোগের তিমির
তোমার চোখের জমিতে।
আমার যন্ত্রণার কষ্ট
আমার হাহাকারের আর্তি
তোমার কণ্ঠের হাড়ে।

আমার সব চোখে পড়ে।

চোখে পড়েনা আমার এক মুহূর্তের
ভালবাসাটুকু
হৃদয়ের গভীরে তুমি লুকিয়ে রেখেছ
পরম মমতায়।

□

তোমার সঙ্গে এই যে টুকরো টুকরো কথা হয়
তা শুনে হাসে বাগানের চন্দনা
গন্ধপাগল হাওয়া ঝাউয়ের মাথা নাড়িয়ে বলে
বেশ বেশ
লাফাতে লাফাতে ঘাস ফড়িং থমকে যায় খানিক
গাল লাল ক'রে হাসে গোধূলির দুর্বলতা
রুমাল উড়িয়ে যায় নিচু মেঘ
আমি ভ্রূক্ষেপ করিনা
তোমার সঙ্গে কথা বলি
অর্থহীন কতো কথা বলি
আমাদের ঘিরে থাকে মেঘ ক'রে থাকা
মৌন আকাশ।

□

তুমি কী ক'রে জানলে আমার
সেই সব কঠিন দুপুর
সেই সব সর্বস্বান্ত রাত
চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যাওয়া ছবি!
তুমি কী ক'রে জানলে আমার
রোরুদ্যমান অন্ধকার
অপমানময় দুপুর
আমার লাঞ্ছিত মুখ!
তবে কি সেদিনও আমার কাছে ছিলে তুমি?
একবারও ডাকোনি, কাঁধে হাত রাখোনি
ভয়ঙ্কর কিনারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছ
আর অপেক্ষা করেছ!

□

একদিন আমাদের দেখা হলে
মাটিতে ফুটত ফুল আকাশে উঠত তারা
হাওয়ায় বইত সুগন্ধ
একদিন আমাদের দেখা না হলে
সমস্ত দিন পাতা ঝরত বৃষ্টি পড়ত
আকাশে একটাও তারা উঠত না
একদিন আমাদের দেখা হওয়া না হওয়া
উপেক্ষা ক'রে শরণাগত নদী
কাঁদত তো কেঁদেই যেত
তার জলে স্নান করতেন দেবতারা
তর্পণ করতেন কতো ঋষি

□

আমাকে কৃতাত্মা করো আমাকে যুক্তাত্মা করো, যাতে
মুক্তবুদ্ধি লাভ ক'রে দেখতে পাই, তুমি
বন্ধুতে শত্রুতে আছো ওষধিতে বনস্পতিতে।
আমাকে অনুভু করো
বড় বেশি পিপাসার্ত আমি
আমার অন্নে ও জলে যেন দেখি তোমাকে কেবল
যেন প্রসারিত করতে পারি এই আত্মব আকাশ চেতনাকে
বুঝতে পারি রসো বৈ সঃ বিকীর্ণ সংসারে।

□

এত টুকরো টুকরো আমি গোছাবো কী ক'রে?
তুমি না কুড়িয়ে দিলে তুমি না মিলিয়ে দিলে
তুমি না জুড়িয়ে দিলে পিপাসার জলে!

□

এই অভিমান টুকরো ক'রে ছড়ায় আমার
এক মুঠো সুখ
এক মুঠো ধান
অনেক কষ্টে উপার্জিত
এই অভিমান গড়ায় আমার
অশ্রুবিহীন চোখের জন্যে
সজল স্বপ্ন
জড়ায় জীবন আসক্তিনীল শিকড়গুচ্ছ
তোমার জন্যে তোমার জন্যে তোমার জন্যে
এই অভিমান
জড়িয়ে রইল জন্ম মৃত্যু।

□

খুবই কম, তবু শুনি, তুমি ভালো নেই
তোমার শরীর নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছে
তুমি নাকি কাউকে কাছে যেতে দাওনা এখন
এ সবই কি আমার জন্যে?
পাছে আমি গিয়ে পড়ি
গিয়ে বলি ঃ দেখ দেখ
তিরিশ বছরের বিরহের যেখানে আরম্ভ
তিরিশ বছরের বিরহের যেখানে অবসান
তার মাঝখানের
কয়েক টুকরো গোপন কনকভস্ম
কয়েক টুকরো গোপন মাধবীমঞ্জরী
বজ্রবিদীর্ণ কয়েক টুকরো পদাবলী
আমার কথা শুনে সমবেত সবাই যদি আত্মহারা হয়ে
বাজাতে শুরু করে হাততালির মন্দিরা

খুবই কম, তবু দেখি, সব কিছুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন
এক সুরভিত শুশ্রূষা

□

আজ তোমাদের বলতে দ্বিধা নেই
আমাকে একজন
প্রতিটি দুরূহ বাঁকে হাত ধরেছিল
আমি তার মন
না ছুঁয়ে অক্লেশে দিব্যি পেরিয়ে গিয়েছি
আজ চরাচরে
স্বপ্নের মতন তাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে
বাইরে, ফিরে ঘরে
আজ কৃতজ্ঞতা যদি জ্ঞাপনের ভাষা
না জানি তা হলে
সম্পূর্ণ নিজস্ব এই মুগ্ধ সমর্পণ
তুলে নাও জলে
আকাশে মাটিতে শঙ্খে ফেনায় বিবৃত
ঘাসের মাথায়
তুমি তুলে তুলে নাও আমি দেখি তোমাকে কেবল
অরূপ কথায়
দেখি এ গোধূলিগোলা সমূহ সংসারে
স্বতন্ত্র পুরাণে
প্রপন্নার্তি জুড়ে নিঃস্ব বিশ্বময়
অফুরন্ত প্রাণে
আজ নিঃসঙ্কোচে বলি কলঙ্কশীলিত
সমস্ত উদ্বেগ
তুমি সারারাত নিজ হাতে মুছে ভাসিয়ে দিয়েছ
আশ্বিনের মেঘ
কিছু জনপদলগ্ন কিংবদন্তি ব্রতের কাহিনী
আনাচে কানাচে
অন্তরঙ্গ ব্যথা হয়ে ফুটে আছে আমাদের
যৌবনের কাছে।

□

তোমাকে দিতে চাই
আমার এই নাম
আমার এই রূপ
সমূহ উপাধিও।
তোমাকে নিতে চাই
বুকের ভিতরে যে
অগ্নি বাসনায়
কাঁপি যে থরো থরো।
তুমি কি উদাসীন?
বোঝোনা কোনো কিছু,
বোঝো যে সবই, তার
আভাস জ্ব'লে ওঠে—
শরীরে পাই টের।
শরীরে? ছাড়াবে না
শরীর? চিরকাল
আগুন পান ক'রে
রক্ত ক'রে জল
তোমাকে পেতে এই
প্রশ্রয় প্ররোচনা
ভোলায় ঠিক পথ
ভাসায় সানুনয়
আমার প্রার্থনা।
তোমাকে দিতে চাই
তোমাকে পেতে চাই
এ ভুল আকাশে যে
তারায় কেঁপে যায়
মাটিতে ঘাসে ঘাসে
ব্যাকুল প্রহেলিকা।

□

মূর্খ ও প্রাকৃতজন এ লেখা বুঝবে না।
এটি একটি অলৌকিক ডায়রির পাতা।

ছাব্বিশ সাতাশ ও আটাশ উনত্রিশ
এবং তিরিশও।
মাত্র পাঁচটি সংখ্যা লেখা আছে।
কোন মাস কতো সাল কিছু লেখা নেই।

আমি মনে করি বসন্তই।
বসন্ত বৎসর মাস বসন্ত তিথিও।

প্রথম দিনের তলে লেখা ঃ
অধরসুধা পান করেছি।
দ্বিতীয় দিনের তলে জ্বলে ঃ
অধরসুধায় ভেসে যাই।
তৃতীয় দিনের ঃ
শৃঙ্গার শৃঙ্গার।
চতুর্থ ঃ
পঞ্চম দিনে ঃ
কিছু লেখা নেই।
কিছু নেই?
কার ডায়রির পাতা? কোথায় পেয়েছি? নাম ধামহীন। জানি
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে অদ্যাবধি পদাবলী হয়নি উদ্ধার।

□

হাজার চেনা তবু চিনতে কষ্ট হয়
আবার একেবারে অচেনা তবু মনে হয় নিজের

এই রকম রহস্যপ্রিয় মুহূর্তগুলিকে বলি ঃ
আমাকে পাগল কোরোনা—

তৎক্ষণাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টির নূপুর!
আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়
অন্তঃসলিলা নদী।

□

চোখের দিকে তাকাতে পারিনা
ভেতরে ভয় অঙ্কট বঙ্কট।

মুখের দিকে তাকাতে পারিনা
গোপন ক'রে রেখেছি ঢের বেশি।

নিজের দিকে তাকাতে পারিনা
ভেতরে তুমি! কী ভাবে কবে এলে!

চোখের পাতা বন্ধ করি অন্ধ হই, তাও
একি বালাই! তুমি! কী চাও বলো।

□

যে লেখায় তার পড়ার তাগিদ নেই।
যে পড়ে সে লিখতে জানেনা।

তাই দুজনের দুটি হাত ধ'রে বলি ঃ অভিন্ন হও।
বলি ঃ আমাকে দ্বিধাবিভক্ত কোরোনা।

অচরিতার্থ হৃদয় অবসন্ন হয়ে পড়ে।

যে লেখায় তার মুখে লেগে থাকে আমার ভুল
যে পড়ে তার চোখে লেগে থাকে আমার ছায়া।
মাঝখানে একজন সজল অন্তঃকরণে
আমাকে ঘুম পাড়ায়।

আমি ঘুম ভেঙে তার নাম ধ'রে ডাকি
তার নামের প্রতিধ্বনি বুকের পাঁজরে
বাজতে থাকে বাজতেই থাকে।

নামসম্বল কাতর জীর্ণ হৃদয়
বাকি জীবনের হাত ধ'রে পেরোতে থাকে
তোমার শূন্যতা!

□

আমরা কেউ কাউকে কথা দিইনি

তাহলে কেন ও মেঘ, তুমি ঢাকছ?
ও নদী, কেন ব্যাকুলভাবে বাঁকছ?
প্রতিটি পাতা ঝরালে পথতরু!
বৃষ্টি, তোমার এমন সজলতা!

আমরা কেউ কাউকে কথা দিইনি

নূপুরে শুধু দুপুর লেগে থাকা
কিছুটা মায়া কিছুটা বিভ্রান্তি
গলায় শুধু আটকে থাকা কান্না
বাকি তো পথ। কখনো যার শেষ নেই

আমরা কেউ কাউকে কথা দিইনি
আমরা কেউ কাউকে কথা দিইনি।

□

এই দৈন্য বাইরের। ভিতরে অতুল ঐশ্বর্য।
এই ক্ষতি বাইরের। ভিতরে অমেয় লাভ।
এই নম্রতা বাইরের। ভিতরে বজ্রগর্ভ মেঘ।
এই প্রয়োজন বাইরের। ভিতরে নিহিত নির্লিপ্তি।
য এতদবিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।

□

আমি যখন ডুবে যেতে যেতে দমবন্ধ
একসময় হয়তো ঘুমিয়ে পড়ি
তখন তুমি দেখাও—
যেন ম্যাজিসিয়ান
সেই স্বপ্ন স্বপ্নের সমুদ্র সমুদ্রের সীমাহীনতা
যা আমি ধূসর শৈশবে ফেলে এসেছিলাম
বাবলাবনের ভিতরে আতাঝোপের ওপারে।

□

বহুদিন না লেখার কষ্টের অবসান হলো।
যা বলতে চেয়েছিলেম
তাই নিয়ে রহস্যে হাসিতে
দুলতে দুলতে ছোট্ট ঘাসফুল
ব'লে উঠলো ঃ ভালবাসতে শেখো।

□

পথ বোধহয় শেষ হতে চলেছে এবার
দুপাশে ফুটে রয়েছে কতো ফুল গাছে গাছে পাখি
সজল বনের গন্ধ রহস্যনিবিড় আলো
চ'লে যাওয়ার নিস্পৃহতা ফিরে আসার অনুদ্বিগ্নতা
জীবন মৃত্যুর তুচ্ছতা যেন আলগা ক'রে দিচ্ছে সব কিছু
তোমার অপেক্ষা না করার বিস্ময়ের আঘাত

তোমার উপেক্ষা করার অলঙ্কৃত অপমান
তোমার অসহ্য সুন্দরের দুরূহ দাক্ষিণ্য
আজ এক অহেতুক আভায় আবৃত
প্ররোচনাহীন পথ ফুরোতে ফুরোতে ব'লে যাচ্ছে
সাবধানে যেও

□

গার্হস্থ্যের প্রান্তে এসে চোখে পড়ে নীল বনরেখা।
রেবা, দেখ, চেয়ে দেখ!
ধর্ম্ম কতো সজল সুন্দর!
সর্বান্তঃকরণে ক্লান্ত।
উপচে পড়ছে ব্যথিত হৃদয়।
চতুর আশ্রম, তুমি কতোখানি নিতে পারো দেখি।

□

সব স্থির আছে সব সুনির্দিষ্ট আছে।
কে কতোটা কবি হবে অধ্যাপক হবে
কতোখানি গণনেতা এবং সন্ন্যাসী
এমনকি আগাছার জঙ্গলের ভিতরে ব্যাকুল
ছোট্ট ঘাস ফুল—তাও আজ ঠিক ফুটে উঠবে, এও
ঠিক করা ছিল।
শুধু তুমি কোনোদিন
অন্ততঃ সৌজন্যে এসে এ বাড়িতে হেসে দাঁড়াবে না
অশ্রুবাষ্পময় এই সংসার সহসা
আলো ক'রে সুগন্ধে ভরবে না—
নির্দিষ্ট ছিলোনা।
সব স্থির আছে সব সুনির্দিষ্ট আছে।
কে কবে কখন আসবে চলে যাবে কবে
কার জন্যে মালা থাকবে কার জন্যে জ্বালা
এমনকি সামান্য কেঁচো ছোট পিঁপড়ে, তারও
খাদ্য ও পানীয় বাসস্থান
ঠিক করা আছে।
তবুও 'কেমন সব হয়ে গেল'
এ কথা তোমাকে বলতে হলো!

□

অনেক হাত ঘুরে ঘুরে আমার কাছে এসে পৌঁছায়
শতচ্ছিন্ন ম্লান সুন্দর
আমি পড়তে পড়তে জেগে উঠতে থাকি
জাগতে জাগতে ছড়িয়ে যেতে থাকি
জড়িয়ে থাকে আমার সর্বাঙ্গে আমার আত্মায়
টুকরো টুকরো বর্ণমালা অনেক রকম ভুবন
অনেক রকম আকাশ মৃত্তিকালগ্ন বেদনা।

□

তখন কেবলই জল জলে ভাসমান একটি শিশু
ইন্দ্রিয়বিহীন বীজগুলি মনু কুড়িয়ে রাখছেন।
সেই শিশুটির সব মনে আছে।
বাতাসে বাতাসে হাহাকার
কিছুই পড়েনা মনে। কতো বার কতো বার কতো কতো বার?
কিছুই পড়েনা মনে। তার সব মনে আছে।
এই ছিল। এই নেই। তাকে
দেখা হলে বলো আমি পুড়ে গেছি।
মনু কি আমাকে
এবার না নিয়ে চ'লে যাবেন? আমি কি ঠিক হয়েছি অঙ্গার?
তখন কেবলই জল, জলে জলে ভাসমান শিশু
জলের তরঙ্গ থেকে উঠে আসবে দগ্ধকাম তোমার বিশ্রাম
ব্রহ্মগোপালের মধ্যে—তোমাকে নিয়েছে সে তো কবে—
সত্যি তুমি স্মৃতিহীন!

□

অভিমানে চুরি হয়ে গেলে!

হাজার বছর স্নান পান
হাজার বছর এতো সেবা
ছোটি দুটি পায়ে ঠেলে ফেলে
চুরি হয়ে গেলে!

কেন আমি ও চোরের
সৌভাগ্যবঞ্চিত বেঁচে আছি?
রাধাদামোদর!

□

জন্মান্ধ বাউল, তোমার পথ তোমাকে ঠকিয়েছে
তোমার নির্দেশ আজ মানছেনা তোমার হাতের একতারা
গাছের পাতা ফুলের কুঁড়ি ছোট্ট পিঁপড়ে ভীতু পাখি
কোথায় তোমার মনের মানুষ? তোমার অধরকালা?
রূপ রস মাটি থেকে চন্দ্রভেদ পর্যন্ত
তোমার যাত্রাপথের আনন্দ
তোমাকে দেখতে দেয়নি তোমার সহজ অধিকার
আজ ব্রাত্য অসতীব্রজ্যায় কলঙ্কিত
চলেছ একা
শুধু রাতের হাতে বোনা আকাশের তারাঅঞ্চল
আভূমি নেমে এসেছে হাওয়ায়
তোমার সুর ছুঁতে তোমার গানের গন্ধে পাগল হতে

□

বহুদিন কেউ কাউকে আমাদের বাড়ি পাঠায়নি
কেউ জিজ্ঞেস করেনি আমি এসেছি কিনা
পুজোয় ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় কেনা হয়েছে কিনা
জানবার ঔৎসুক্য আর কার থাকবে বলো
কার আর মনে পড়বে আমার তাপিত দুঃখী মুখ
কার মনে হবে আমার জন্যে চিঠি লিখতে সুধেন্দু মল্লিককে

বহুদিন কোনো সুগন্ধে ভ'রে ওঠেনি আমার হৃদয়
অনাথ বালকের মতো ঘুরে ঘুরে উড়ে পুড়ে দিন যায়
বেলা প'ড়ে আসে ছায়া দীর্ঘ হয় শাদা হয়ে ওঠে পথরেখা
আমার সুষুপ্তির ভিতরে জাগরণের ভিতরে
একটা নামহীন কষ্ট একটা ব্যঞ্জনাহীন ব্যাকুলতা

সমস্ত আকাশ মুচড়ে আর একবার মাত্র একবার যদি দেখা হতো!

□

তুমি বলেছিলে, মনে পড়ে, তখন আমি থাকবো না।

এই থাকা না থাকার মানে বুঝিনা আজও।
শুধু দেখি কেউ চ'লে গেলেও সে প্রবলভাবে থেকে যায়
কেউ থেকে গেলেও সে নিঃশেষে চ'লে যেতে পারে
আর এই থাকা না থাকার মাঝখানে
একটা মেঘপ্রভা স্রোত ছল ছল করে
দুপাড়ের সব ধ'সে যেতে থাকে তার জলে
দিগ্বিদিকের হাওয়া মুঠোয় চেপে ধরে ঢেউ
বর্শার ফলার মতো তারাদের ছায়া
পাক খেতে খেতে মিলিয়ে যায়

শুধু একজন একদিন পাথরে পাথরে লিখে রাখে
মুছে যাবে জেনেও লিখে রাখে তোমার নাম।

□

ইচ্ছে আছে একদিন থিতু হয়ে বসবো এখানে
হাড় পাঁজরের মতো ক'খানা ইট দিয়ে একটা মন্দির বানাবো
সিঁদুরমাখা ত্রিশূলে উড়িয়ে দেবো তোমার সংঘের নিশান
চূন সুরকির হাঁ মুখ সিংহের তোরণদ্বারে পুঁতবো মস্ত স্তম্ভ
আর তারপর সিঁড়ি সিঁড়ি সিঁড়ি আর সিঁড়ি
তুমি একদিন এপথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে ভাববে, একি!
চেলা চামুণ্ডাদের বলবে : নাবা যাক চল
একবার দেখেই আসি
দেখবে তোমার যেন চেনা চেনা একটা লোক চঞ্চল ঝাউয়ের মতো
উস্কোখুস্কো বুনো মাথায় করজোড়
যেন কাকতাড়ুয়া
শস্যহীন ফসলহীন নিস্তৃণ নিরম্বিল মাঠে
ব্যঙ্গচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে আছে

□

আমার আশ্রম নেই গুহা নেই বাঘের ছাল বা ত্রিশূল নেই
আমার কমণ্ডলু নেই গেরুয়া নেই কাঠের খড়ম নেই
আমার কম্বল নেই যজ্ঞভূমি নেই অরণি নেই সমিধ নেই
বরফের পাহাড় নেই পুণ্যশ্লোক নদী নেই রোমাঞ্চিত তীর্থ নেই
আমার দেবতা নেই
অতি সাধারণ চেহারায় তুমি
আমার হাত ধ'রে নিয়ে চলেছ যেন শিশুপুত্রকে
আমরা পেরোচ্ছি পথ পথের দুরূহ বাঁক চড়াই উৎরাই
কোলাহলমুখর জনপদের নিঃস্বনির্জন মরুভূমি ধূ ধূ প্রান্তর
আমাদের চারপাশে মানুষ মানুষের মতো সব জীবজন্তু
হাসি অশ্রু আনন্দ বেদনার অকূল উচ্ছ্বাস আর হু হু হাওয়া
সৈকতে লুটোপুটি খাচ্ছে বালি ঢেকে দিচ্ছে তোমার পদচিহ্ন
যেন অননুসরণীয় ক'রে রাখতে চায় তোমার গমনরেখা

□

কখনো কখনো মনে হয়
তোমার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি এখনো
অথচ সাতকাণ্ড লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছি কেমন
আসলে এই আমার স্বভাব
দুঃখ বানানো সুখ বানানো ভালবাসাও
গোধূলিবেলার ছায়া সুষুপ্ত মেঘের মতো স্থির হয়ে আছে
এক আকাশ থেকে আর এক আকাশে কি দুরন্ত সেতু
কোথায় ফেলে আসা অপাপবিদ্ধ কৈশোর
ব্যক্তিগত ব্যথায় কেমন শীর্ণ
অত্যন্ত অন্যমনস্কতার সুযোগে আমার টিপছাপ নিয়ে
স্থাবর অস্থাবর জন্মমৃত্যু দখল ক'রে নিয়েছে পথ
তুমি ভীষণ সাবধানী ব'লে এত বড় ভুল ক'রে বসলে সখা
আসলে তোমার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি মনে হয়

□

প্রতিক্ষণ সন্ধিক্ষণ। প্রতিদিন কল্পতরুদিবস।
এসবই তোমার কথা। আমাদের কথা হলো ঃ
আমরা ওসব জানিনা। আমরা ওসব জানিনা।
শুধু জানি একদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।
একদিন তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল।
একদিন তোমার হাত ধ'রে অনেক দুর
হেঁটে গিয়েছিলাম।
এখনো মনে পড়ে। মনে পড়ে আর সমস্ত অবরোধ
ভেঙে যায়। চোখের জল বাধা মানে না।
ঝাপসা পথরেখা লক্ষ্য হারায়।
শুকনো পাতা মরা ঘাস পথের ধুলোবালি
উড়ে উড়ে ঢেকে দেয় মুখ
পৃথিবীর রূপহীন প্রচ্ছদ
এ এক সংকটকাল। অদ্ভুত এক ত্রাস
দরজায় হাত রাখে জানলায় এসে দাঁড়ায়।
আমাদের ঘুম হয়না। অন্ধকারে খুঁজে পাইনা
প্রার্থনা। দেখতে পাইনা বিশ্বাস। ছুঁতে পারিনা
কোনো অস্তিত্ব।
প্রতিক্ষণ সন্ধিক্ষণ। প্রতিদিন কল্পতরুদিবস।
এসবই তোমার কথা। আমাদের কথা হলো ঃ
আমরা ওসব জানিনা। আমরা ওসব বুঝিনা।
শুধু জানি, আর একদিন তুমি আসবে
আর একদিন দেখা হবে তোমার সঙ্গে আমাদের।
আর একদিন সমস্ত দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে
অনির্বচনীয় এক সামঞ্জস্যের পথে
তোমার সঙ্গে আমরা হেঁটে যাবো।
চোখের জলের জীর্ণ অবরোধ ভেঙে
স্পষ্ট হয়ে উঠবে আমাদের
অনন্ত পথরেখা।

□

সারাদিন শুধু দাসত্ব ক'রে সন্ধ্যায় ফিরে ঘরে
তোমাকেই বলি সব কথা সব একান্তে চুপ ক'রে
দেখি অপলক তাকিয়ে রয়েছো দুচোখে স্নেহের জল
সারাটি দিনের অমেয় ব্যথায় ত্রিভুবন টলমল
শতচ্ছিন্ন সর্বস্বান্ত ক্ষতবিক্ষত হাতে
শুধু তোমাকেই অপাপবিদ্ধ দু-একটি কবিতাতে
দ্বিধায় জড়িত হৃদয়ে দারুণ সঙ্কোচে লজ্জায়
কোটি জন্মের বেদনা জানাই—ভেসে যায় ভেসে যায়—
গিরিলঙ্ঘন করতে চাইনা বাচালতা সেও থাক
আনন্দ—তাও তোমারই থাকুক, এই লেখা ছুঁয়ে যাক
তোমার করুণা, যেমন ছুঁয়েছে ছোট্ট শিশির কণা,
অধিকারহীন, এর বেশি কিছু কোনোদিন বলবো না।

□

তোমার স্মৃতি নেই বিস্মৃতিও নেই
কেবল নামটুকু গলায়। নাও
এবার এই ভার। কেন যে আমাকেই
ব্যর্থ ক'রে ক'রে এ মজা পাও!
কেন যে জন্মের এ জলকণা থেকে
এমন মেঘ হলো এমন হাওয়া
আকাশ ছায় মেঘে আঁধারে সব ঢেকে
কেবল জেগে থাকে সুদূরে চাওয়া
কেউ কি কিছু ব'লে গিয়েছে চ'লে, আজও
ফেরেনি, ফিরবে না? চিত্রবং
রয়েছে পথতরু ছায়ার কারুকাজও
চোখের জলে ভেজা প্রাচীন পথ
তোমার স্মৃতি নেই। তোমার ভালবাসা?
আমার হাসি পায়। প্রারব্ধের
পাথর ঠেলে ঠেলে এত যে দূরে আসা
আবার ফিরে যেতে? আবার? ফের?

□

এখনো বুঝিনি কখনো বুঝিনি, শুধু
তাকিয়ে থেকেছি নির্বাক ওই মুখে
পিছনে ব্যথার পাহাড় সামনে ধূ ধূ
আকাশ নেমেছে মাটিতে আর্ত ঝুঁকে।

ভিড়ে কোলাহল মিছে কাজে দিন যায়
খেয়ে যায় সব স্মৃতিভুক রাত এসে
খোলা ঘরে দোরে গ্রীষ্মে ও বর্ষায়
তাকিয়েই থাকি নীরবে নির্নিমেষে।

কখনো বুঝিনি কোনোদিন বুঝবো না
কেন নীল স্নেহে আকাশ নেমেছে এত
কেন ছইয়ে প'ড়ে রয়েছে প্রচুর সোনা
না বোঝা ও বোঝা রয়েছে ওতপ্রোতঃ।

□

ছিঁড়েছি সহস্র গ্রন্থি হা হৃদয়, তবুও সংশয়!
অয়নমণ্ডল ঘিরে অর্কপ্রভ দেখেছি জীবন
অনন্ত মৃত্যুও, নিঃস্ব নির্ধারিত করতলে সুখ
দিশেহারা দুঃখ যায় নিয়তিনির্দিষ্ট জলে ভেসে
নির্ভিন্ন নিয়ম তবু! হা হৃদয়, তোমাকে সম্বল
একান্ত সম্বল ক'রে ব'সে আছি প্রপন্নার্তি ঘিরে
এ আমার প্রাকৃত প্রাক্তন এ আমার প্রারব্ধ প্রখর
ঐশ্বর্যের দারিদ্র দুর্জ্ঞেয় দারিদ্রের ঐশ্বর্য কৌতুক
এসো লতাগুল্ম গুহা গহন গুণ্ঠিত চরাচর
পতনশীলতা ঢাকা মরণশীলতা আঁকা আত্মাস্মৃতিহীন
মুহূর্তে মুহূর্তে এসো মৃত্যুশীল মৃদুল হৃদয়ে
যতই আচ্ছন্ন করো অন্ধকার আধিভৌতিকতা
সহসা একদিন জগজ্জাল ছিঁড়ে চ'লে যাব দেখো।

□

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।

তুমিই সমস্ত পুরুষ। তুমিই সমস্ত নারী। লাবণ্যময়ী কৌমার্যমণ্ডিত
সমস্ত কুমারী তুমি। তুমিই সমস্ত কুমার। জরাগ্রস্ত লোলচর্ম
জীর্ণ দণ্ডধর তুমি। ব্যাধিপীড়িত অসহায় স্থবিরও তুমি।
তুমিই সমস্ত নবজাতক। বিশ্বতোমুখঃ।
তুমিই স্খলন। তুমিই উত্থান। সমস্ত স্ববিরোধের ভিতর
তোমার দুনিরীক্ষ নির্জন পথরেখা। তোমার ঐশ্বর্যের দারিদ্র
আর দারিদ্রের ঐশ্বর্য বিপন্ন ব্যথায় বিচ্ছুরিত।
আর এসব না জেনে বা জেনেও দুর্বিনীত আমি
অপমান আর অসম্মান দিয়েছি তোমাকে। তুমি
সম্ভবপরতার সব সীমা পেরিয়ে দূর দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছো।
আদি অবসানহীন তরঙ্গাঘাতে উন্মীল অনুভূতিতে
ভ'রে গিয়েছে তাতল সৈকত সৈকতের জাতিধর্মনির্বিশেষ
ঝাউয়েরা। আর ধ্বনি ও শব্দের বিচিত্র বর্ণের মধ্যমাবৃত্তি
স্থির সমন্বয়ে রচনা করেছে চতুর্মাত্রা একমাত্রা দ্বিমাত্রা
অর্ধমাত্রা। তুমি স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেদ্যা।

□

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদযশঃ।।

তুমি কারো আয়ত্তাধীন নও। ঊর্ধ্বে অধেঃ পার্শ্বে মধ্যে
সব জানাই ব্যর্থ। অসমীপবর্তী কেউই তোমাকে
অর্ঘ্যদান করতে পারেনি। শুধু অন্ধ অভিমানে এক কবি
তোমার মহদযশ নিয়ে আবেগবিহ্বল হয়ে পড়ে।
বিষয়বোধের অতীতকে অপ্রাপ্য জেনে সে ঘুমিয়ে পড়ে।
আর তখনই তোমার উপমাগুলি রাধাচূড়ায় ঝলমল করে ওঠে।

□

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায় সর্বভূতেসু গূঢ়ম।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম
ঈশং তং জ্ঞাত্বাহমৃতা ভবন্তি।।

তুমি প্রাপ্ত তুমি অপ্রাপ্তও। আবিশ্ব পরিধৃত
তুমি বিরাট থেকেও শ্রেষ্ঠ। আমার সমস্ত
শর্তাতীত তুমি প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ। তুমি আকাশ
তুমি ভূমি। দেশকালাতীত তোমার পদপাত।
তুমি নির্মম বাস্তব আবার বাস্তবাতীতও।
তুমি সুদূরবর্তী হয়েও অদূরবর্তী। দ্বন্দ্ব ও সমাধান।
সংশয় ও বিশ্বাস। বন্ধন ও মুক্তি। উৎস এবং
তুমি জটিলবন্ধুর বিঘ্নবহুল। তুমি বেদনাকীর্ণ
তুমি আনন্দস্বরূপ। অমোঘ অপরিণামী
দিগ্বিদিকে বিকীর্ণ তোমার লোকোত্তর প্রতিভা।

□

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ।।

এখন আর কোনো বিরোধাভাস নেই। এখন খুবই
সহজ সাবলীল। তুমি রয়েছো। তৃণে ও তারায়।
মৃত্তিকায় ও আকাশে। সর্বভূতের গুহাশায়ী তুমি।
সকল প্রাণের প্রতিনিধি। সমস্ত জড় তোমাতে
জরোজরো। দিন রাত্রি পক্ষ মাস ঋতু ও সম্বৎসর
তোমাতেই বিধৃত। তোমার সহস্র শীর্ষ সহস্র
মুখ সহস্র বাহু গ্রীবা বক্ষ ও আনন।
স্বে মহিম্নি। দৃশ্যে দৃশ্যাতীতে তুমি। ভূত ভবিষ্যতে
বর্তমানে তোমারই রূপ। অন্তরালবর্তী হয়েও
অপাবৃত। অণু থেকে অণুতর। মহান হতে মহত্তর।
অবর্ণ হয়েও নির্বিশেষ। অস্তিতে তুমি। নাস্তিতেও।
বিবিক্ত দর্শক হয়েও ঠুকরে খাচ্ছো কর্মফল।
জন্মমৃত্যুশীলিত জগতে এই সবই আভাস। কবয়ো বদন্তি।